‘মুখতাসারু কিতাবিত তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ’ গ্রন্থের অনুবাদ

ইমাম কুরতুবি

মৃত্যুর ওপারে

অনন্তের পথে

মৃত্যু ▪ কবর ▪ হাশর
জান্নাত ▪ জাহান্নাম

আবদুন নুর সিরাজি
অনূদিত

মুহাম্মদ

মৃত্যুর ওপারে

অনন্তের পথে

মৃত্যু।। কবর।। হাশর।। জান্নাত।। জাহান্নাম

ইমাম কুরতুবি رحمه الله
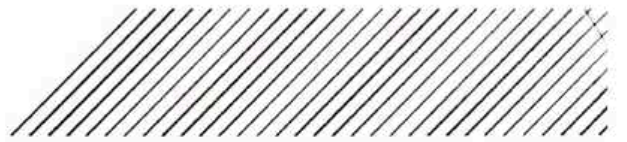
অর্পণ

আল্লামা মুফতি ইয়াকুব নাজির দা. বা.
এর হায়াতে তাইয়্যেবা কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

উদারণত মনে করুন, আমরা একই জামাতে দশজন ফজরের নামাজ পড়লাম। দশজনকেই দশটি করে নেকি-সওয়াব দেওয়া হলো। প্রত্যেকের নেকির পরিমাণ সমান হলেও কোয়ালিটিতে পার্থক্য হতে পারে। কারণ, কারও হয়তো এক রাকাতে মন ছিল, কারও পুরো দুই রাকাতেই মন ছিল। কারও ইখলাস কম ছিল, কারও ছিল বেশি। মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ ইনসাফ করার জন্য আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে নেকির হিসাব অর্থাৎ পরিমাণ গণনা করবেন; এবং ওজন দেবেন অর্থাৎ কোয়ালিটি যাচাই করা হবে। পবিত্র কুরআনে আমলগুলো যাচাইয়ের জন্য 'হিসাব' ও 'ওজন' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দুটির মর্ম এক নয়, ভিন্ন। হিসাব দ্বারা কোয়ান্টিটি এবং ওজন দ্বারা কোয়ালিটি বুঝানো হয়েছে। হিসাব ও ওজনের সম্মিলিত ফলাফলের ওপর নির্ভর করে মানুষ জান্নাতি বা জাহান্নামি হবে।

এ কথাটা এত চমৎকার ও সুন্দরভাবে আমার জানা ছিল না। ইমাম কুরতুবি তাঁর এ কিতাবে বিষয়টা দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

পুলসিরাতের কথা আমরা সবাই জানি। একটা প্রশ্ন উদয় হয়, পুলসিরাত কি হিসাব-কিতাবের আগে নাকি পরে? হিসাব-কিতাব হয়ে গেলে তো পুলসিরাতের কোনো দরকার নেই। কারণ, যার জাহান্নাম নিশ্চিত সে তো জাহান্নামেই যাবে; আর যার জান্নাত নিশ্চিত সে তো জান্নাতেই যাবে। আর যদি হিসাব-কিতাবের আগে পুলসিরাত হয় তাহলে হিসাব-কিতাবের তো কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, জাহান্নামিরা পুলসিরাত পার হতে গিয়ে

নিচে পড়ে জাহান্নামে চলে যাবে। আর জান্নাতিরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে।

তাহলে মূল বিষয়টা কী?

ইমাম কুরতুবি এ প্রশ্নেরও দালিলিক ও বাস্তবসম্মত উত্তর দিয়েছেন।

মৃত্যু এক অবধারিত বিষয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী মানুষ পাওয়া গেলেও মৃত্যুকে অবিশ্বাস করার কেউ নেই। প্রতাপশালী, ক্ষমতাশালী, বিত্তবান—কেউই মৃত্যু থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি না কোনো নবি, না কোনো রাসুল, না কোনো আল্লাহর ওলি। সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আজকে যারা পৃথিবীতে আছে, তারা একসময় কেউ থাকবে না। থাকবে না আগামী প্রজন্মের কেউ। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া সকল সৃষ্টি একসময় মৃত্যুবরণ করবে; এমনকি মৃত্যুর কাজে নিয়োজিত মালাকুল মউত হজরত আজরাইল আলাইহিস সালামও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

মৃত্যুর পর হতে শুরু হয় আখেরাতের জীবন, পরকালীন জীবন। যে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। অনন্তকাল। অনন্তের পথে যাত্রার সূচনা হচ্ছে মৃত্যু। সেই জগৎটা কেমন? কীভাবে মৃত্যু হয়? কিয়ামত কখন কীভাবে হবে? কিয়ামতের আলামতগুলো কী? কবর জগৎ কেমন? রুহগুলো কোথায় যায়? হাশরের ময়দান কেমন হবে? কীভাবে বিচার হবে? হাউজে কাউসার কী? জান্নাত ও জাহান্নাম কেমন?

মৃত্যু থেকে কিয়ামত। কিয়ামত হতে জান্নাত-জাহান্নাম। এসব বিষয়েই আলোচিত হয়েছে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত *'মুখতাসারু কিতাবিত-তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'* গ্রন্থে।

আমরা গ্রন্থটি আপনাদের সমীপে ভাষান্তর করে তুলে দিলাম। আশা করি গ্রন্থটি আমাদের ভাবিয়ে তুলবে পরকালীন জীবন সম্পর্কে। মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন আপনাদের প্রিয় পরিচিত মুখ আবদুন নুর সিরাজি। যার হাত দিয়ে আমরা আপনাদের হাতে *'ক্রুসেড : হিংস্র যুদ্ধের ইতিহাস'*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বইও তুলে দিতে পেরেছি। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং কাজে ও হায়াতে বরকত দিন।

পরিশেষে বইটি সম্পাদনা ও শরয়ি বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী ও সাইফুল্লাহ আল-মাহমুদ। আল্লাহ তাদেরও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

সবশেষে বলব, আমাদের কাজের যা কিছু ভালো তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যা অসুন্দর বা ভুল তা আমাদের সীমাবদ্ধতা থেকে। তাই যদি কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো। ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সংক্ষেপকারীর আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد!

'শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। প্রশংসা ও স্তুতির সবটুকুই তাঁর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর।

ইসলামে পরিবারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে পরিবারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পরিবারই হলো ব্যক্তি ও সমাজ; এমনকি গোটা জাতির বিনির্মাণের মূল ফাউন্ডেশন ও প্রথম ইট।'

কখনো কখনো, সময়ে সময়ে মুসলিমসমাজ এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাগত সমস্যায় পতিত হয়, যেগুলো মুসলিমসমাজকে উভয় জগতের সৌভাগ্য ও সফলতার পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

এই প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো নববি শিক্ষা।

এরপর রয়েছে পূর্বসূরিদের পথের অনুসরণ। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে—

وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا

'সে-পথেই এই উম্মাহর পরবর্তীদের সংশোধন সম্ভব, যে-পথে উম্মাহর পূর্বসূরিরা পরিশুদ্ধ হয়েছেন।'

এজন্যই আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষেপকরণ, পরিমার্জন এবং উপস্থাপনের ধারা জারি ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের অতীতে এমন অনেক পূর্বসূরি রয়েছেন—যারা মুসলিম উম্মাহর প্রথম[১] ও দ্বিতীয়[২] প্রজন্মের গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বসূরিদের যেসব মূল্যবান গ্রন্থ সংক্ষেপ করে পরবর্তীদের জন্য উপকার গ্রহণের পথ সহজ করে দিয়েছেন, এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

১. তাফসির ইবনু কাসির থেকে সংক্ষিপ্ত করে কুরআন কারিমের শেষ দশ পারার তাফসির।

ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। তিনি এ-গ্রন্থকে বিশাল ব্যাপ্তি দান করেছেন। এতে প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মাজহাব, হাদিস

{১} প্রথম প্রজন্মের গ্রন্থাগারগুলো নিচের কিতাবগুলোকে সংযুক্ত করেছে—
[১] *মুখতাসার রিয়াজুস সালিহিন,* ইমাম নববি রচিত।
[২] *জাদুল মায়াদ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।
[৩] *মুখতাসারু হাদিউল আরওয়াহ,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।
[৪] *মুখতাসার ইদ্দাতুস সাবিরিন,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।
[৫] *মুখতাসার আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়াউ,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।
[৬] *মুখতাসারুল ফাওয়াইদ,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।

{২} দ্বিতীয় প্রজন্মের গ্রন্থাগারগুলো নিচের কিতাবগুলোকে সংযুক্ত করেছে—
[১] *মুখতাসারুল ফুসুল ফি সিরাতির রাসুল,* ইবনু কাসির রচিত।
[২] *মুখতাসারুল ওয়াবিলুস-সাইব ওয়া রফইল-কালিমিত-তাইয়্যিব,* ইবনুল কাইয়্যিম রচিত।
[৩] *মুখতাসারু জামিয়িল উলুম ওয়াল হিকাম,* ইবনু রজব রচিত।
[৪] *মুখতাসারু সাইদিল খাতির,* ইবনুল জাওযি রচিত।
[৫] *মুখতাসারু লাতাইফুল মাআরিফ,* ইবনু রজব রচিত।
[৬] *মুখতাসারুল কাবাইর,* জাহাবি রচিত।

এবং আসারের সমাহার ঘটিয়েছেন। কথা বলেছেন অত্যন্ত সুন্দর ধাঁচে হৃদয়গ্রাহীভাবে। এটি সবচেয়ে সুন্দর এবং অবিকল্প একটি তাফসির গ্রন্থ।[৩]

২. *মুখতারাতুন মিন মুখতাসারি সাহিহিল বুখারি*—সংক্ষিপ্ত বুখারি থেকে নির্বাচিত অংশ, জুবাইদি রচিত।

জুবাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি *সহিহুল বুখারির* হাদিসগুলোকে তাকরার ছাড়া একত্রিত করতে চাই এবং তাকরার ছাড়াই সেগুলোকে সংকলন করি। যেন সহজেই হাদিসগুলোকে আত্মস্থ করা যায়।[৪]

৩. *আলামুস-সুন্নাতিল মানশুরাহ লি-ইতিকাদিত-তাইফাতিন-নাজিয়াতিল মানসুরাহ* (আকিদাসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর), হাফিজ আল-মাক্কি রচিত।

হাফিজ আল-মাক্কি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী, ফলদায়ক এবং অনেক লাভজনক। যেটি দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে করেছে পরিব্যাপ্ত এবং একত্ববাদের উসুলগুলোকে করেছে রপ্ত। আমি গ্রন্থটিকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাজহাবের ওপর করেছি ক্ষান্ত। প্রবৃত্তিপূজারি এবং বিদআতিদের কথা থেকে গ্রন্থটিকে রেখেছি মুক্ত।[৫]

৪. *মুখতাসারু কিতাবিত-তাজকিরি বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ*—মৃত্যু ও পরকালীন অবস্থাগুলোর স্মরণিকা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ, ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি এমন একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করি, যেটি আমার জন্য হবে স্মারক এবং আমার মৃত্যুর পর হবে নেকআমল। যে গ্রন্থটি সন্নিবেশিত হবে মৃত্যুর আলোচনা, মৃতের অবস্থা, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতের আলোচনা দ্বারা।[৬]

৫. *মুখতাসারু ইগাসাতিল-লাহফান ফি মাসায়িদিশ-শাইতান* অর্থাৎ শয়তানের ধোঁকায় পরিষ্কার সাহায্য—গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

---

[৩] *আল-বদরুত-তালি*: ১/১৫৩

[৪] *আত-তাজরিদুস-সারিহ*: ১৩

[৫] *আলামুস-সুন্নাহ*: ২১

[৬] *আত-তাজকিরাহ*: ১/১০৯

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, করুণাময় আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে আত্মার ব্যাধি এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যাপারে অবহিত করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন বান্দার প্রতি শয়তানের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে, অবগত করেছেন শয়তানের কুমন্ত্রণার কুফল সম্পর্কে এবং এর পরবর্তী কলবের বেহাল দশা সম্পর্কে, সুতরাং আমি বিষয়টিকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করেছি।[৭]

৬. *মুখতাসারু তুহফাতিল মাওদুদ বি-আহকামিল মাওলুদ*—নবজাতক সম্পর্কে মাওদুদের উপহার, ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি অত্র গ্রন্থে সেসকল বিষয় আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি—নবজাতক জন্মগ্রহণ করার পর থেকে শৈশবকালীন যে-সমস্ত বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয়। যেমন : আকিকা ও তার বিধানাবলি, মাথা মুণ্ডানো, নাম রাখা, খাতনা করা, পেশাবের বিধান, কানের ছিদ্র, নবজাতকের শিক্ষাদীক্ষার বিধানাবলি, এভাবে তার বীর্যাবস্থায় থাকার সময় থেকে নিয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।[৮]

তদ্রূপ আমিও ইমাম কুরতুবি রহ. রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটি[৯] সংক্ষেপ করেছি; যেন খুব সহজে মানুষ উপকৃত হতে পারে। যে ব্যক্তিই এ-কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাকে সহযোগিতা করেছেন—সকলের প্রতিই আমার অকৃপণ কৃতজ্ঞতা এবং অনিঃশেষ শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করছি—যেন এই আমলটুকু নেকআমল হিসেবে কবুল করে নেন!

—আ. ড. আহমদ বিন উসমান আল-মাজিদ

অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব

---

[৭] *ইগাসাতুল-লাহফান*: ১/৭

[৮] *তুহফাতুল মাওদুদ*: ৬

[৯] *'কিতাবুত তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'*

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বীয় রবের প্রতি মুখাপেক্ষী, রবের ক্ষমার প্রত্যাশী এবং রবের রহমতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী বান্দা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর বিন ফারাহ্ আল-আনসারি, আল-খাজরাজি, আল-উন্দুলুসি, অতঃপর কুরতুবি বলছে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে, তার মাতা-পিতাকে এবং সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করুন! আমিন!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য! যিনি সর্বোচ্চ-সুমহান, যিনি মানুষের বন্ধু ও অভিভাবক। যিনি সৃষ্টি করে জীবন দান করেছেন। তাঁর সৃষ্টির ওপর মৃত্যু ও ধ্বংসকে অবধারিত করেছেন। ফায়সালা করেছেন সেদিন পুনরুত্থিত হওয়ার—যেদিন দেওয়া হবে প্রতিদান, সাধিত হবে ভালো-মন্দের মাঝে ফারাক, হবে চূড়ান্ত ফায়সালা। দেওয়া হবে প্রতিটি আত্মাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান। যেমন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন—

اِنَّه مَنْ يَّاْتِ رَبَّه مُجْرِمًا فَاِنَّ لَه جَهَنَّمَ ۚ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَ لَا يَحْيٰى وَ مَنْ يَّاْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰىۙ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰ .

'নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। রয়েছে বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান—যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার—যারা পবিত্র হয়।' [সুরা তোহা, আয়াত : ৭৪-৭৬]

হামদ ও সালাতের পর—আমি এমন একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার করতে মনস্থ করি, যেটি আমার জন্য হবে স্মারক এবং আমার মৃত্যুর পর হবে নেকআমল। যে গ্রন্থটি মৃত্যুর আলোচনা, মৃতের অবস্থা, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতের আলোচনা দিয়ে সমৃদ্ধ হবে।

আমি বিষয়গুলোকে উদ্ধৃত করেছি মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত ইমাম এবং বিদ্বানগণের গ্রন্থাবলি থেকে; ঠিক যেভাবে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেভাবে আমি দেখেছি। আপনি খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে পরিষ্কারভাবে তা দেখতে পাবেন। আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি— *'কিতাবুত তাজকিরাতি বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ।'* গ্রন্থটিকে অধ্যায় অধ্যায় করে সাজিয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ের মাঝে একটি বা একাধিক পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছি। সেগুলোতে প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য আলোচনা, হাদিসের জরুরি ফিকহ বা দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধান সংযোজন করেছি! যেন গ্রন্থের উপকারিতা পূর্ণতা পায় এবং তার ফায়দা মহিমান্বিত রূপ লাভ করে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ফিকহ হাসিল করা, সেগুলোতে নন্দিত কিয়াস করা, উপযোগী স্থানে যথাযথ আমল করা এবং সর্বযুগে হাদিসকে কার্যকরী রাখাই মৌলিক মাকসাদ।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে নির্ভেজাল করে কেবল তাঁরই জন্য এবং তাঁর কৃপায় তাঁর রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিন। তিনি ছাড়া কোনো রব নেই এবং ইবাদত পাওয়ার যোগ্যও কেবল তিনিই। ফা-সুবহানাহু মা আজামা শানুহু।

অনুবাদকের কথা

ইন্নালহামদা লিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহ। হামদ ও সালাতের পর...

মানুষ স্বপ্নপ্রিয়। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। হৃদয়ে পোষে হাজার রকমের সাধ। যা কখনো পূরণ হয়, কখনো হয় না। কারও পূরণ হয়, আবার কারও অধরাই থেকে যায়। আমার হৃদয়েও কিছু স্বপ্ন ছিল, কিছু স্বপ্ন আছে, কিছু স্বপ্ন বুকে নিয়েই ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। সবচেয়ে বড় আশা, বড় স্বপ্ন ইহকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনটাকে ওয়াকফ করা, পরকালে আল্লাহর মাগফিরাত লাভ করা। এই স্বপ্ন শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে। কিন্তু সবার মতো আমারও সাধ্যের একটি সীমা আছে, যার গণ্ডি একেবারেই ছোটো ও সীমিত। তবুও চেষ্টা করে যাই, যদিও এ-পথে ঠিকমতো নিজেই হাঁটতে পারি না।

সত্য বলতে কী—এ-যাবৎ যতটুকু কাজ করেছি, করতে পেরেছি এর পেছনে আমার কাছে যা আছে তা হলো—অপরিণামদর্শী দুঃসাহস। হৃদয়ে যে কাজটার স্পৃহা জাগে, হুট করে তাতে জড়িয়ে পড়ি। অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখি না। যেকারণে কখনো সফল হই, কখনো ব্যর্থতা আমাকে জাপটে ধরে। বাস্তবে আমার সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার মাত্রাটাই বেশি। তবুও সামনে চলতে চাই। পাপের পরে তাওবার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

বারবার পাপের করালগ্রাসে আটকা পড়ি, তবুও তাওবা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এভাবেই আল্লাহ এতদূর নিয়ে এসেছেন।

জানি না আখেরি পরিণাম কী হবে! কখনো হৃদয়ে মৃত্যুর ভয় এত বেশি জাগে যে, সমস্ত কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলি। আবার কখনো এমনভাবে পাপের আসক্তি জাগে, নিজেকে আটকিয়ে রাখতে পারি না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন যেন আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মৃত্যুর মতো একটি চিরন্তন সত্যকেও আমি ভুলে যাই। জড়িয়ে পড়ি নানাবিধ গোনাহে। অনন্ত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভাবি না।

মৃত্যু কী? তা হয়তো সকলেই আমরা জানি। কিন্তু কেমন হবে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন? কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, পুলসিরাতসহ পরকাল জীবনের নানা বিষয়ের নাম জানলেও তার বিস্তারিত অবস্থা আমরা ক'জনেই-বা জানি!

মৃত্যু, কবর, জান্নাত-জাহান্নামসহ পরকাল জীবন সম্পর্কে সকল বিষয়ে আমাদের অবগত করতেই ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ *'কিতাবুত তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'* নামে প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি থেকে মুসলিম উম্মাহ যেন খুব সহজে উপকৃত হতে পারে তাই শাইখ আ. ড. আহমদ বিন উসমান আল-মাজিদ।[১০] কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন; এবং গ্রন্থে উল্লিখিত হাদিসসমূহের সনদের তাহকিক করেছেন। আরবি পাঠে উল্লিখিত অনেক কঠিন শব্দের সাবলীল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন কর্তৃক গ্রন্থটির বাংলা রূপান্তরের দায়িত্ব আসে আমার ওপর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি হৃদয়গ্রাহী করে ভাষান্তর করার। আমার কাজের অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদানের চেষ্টা করেছেন পাঠকনন্দিত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের শান অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করুন।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে লেখক, অনুবাদক, সম্পদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ইহ ও পরলৌকিক জীবনের সফলতার মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি

---

[১০] অধ্যাপক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সংক্ষিপ্ত সূচি

সূচিপত্র

মৃত্যু

কবর

শিঙায় ফুঁৎকার, মানুষ ও জিনের বিনাশ ও পুনরুত্থান

হাশর

পুলসিরাত

জাহান্নাম

জান্নাত

ফিতনা

মহাপ্রলয়

কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য অন্যতম ও শেষ দশটি আলামত

অনন্তের পথে...

মৃত্যু

মৃত্যু কামনা নিষেধ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي.
>
> বিপদে আক্রান্ত হলেই তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। বাধ্য হয়ে দুআ করতে চাইলে এভাবে বলতে পারে—হে আল্লাহ, যখন আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলময় হবে তখন মৃত্যু দিয়ো।[১]

অন্যত্র হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। কারণ, বেশি হায়াত পেলে সে হয়তো নেককাজ করবে,

---

[১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৪২১, হাদিস : ৫২৩৯; *সহিহু মুসলিম* , খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৭৮, হাদিস : ৪৮৪০।

ফলে তার কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। অথবা পাপে লিপ্ত থাকবে এবং এখন বিপদে পড়ে পাপ করতে বিব্রতবোধ করবে।[২]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—মৃত্যু কেবল বিনাশ হয়ে যাওয়া নয়; বরং মৃত্যু হলো—শরীরের সাথে রুহের সাময়িক বিচ্ছেদ, পার্থিব সম্পর্কের সমাপ্তি। মৃত্যু হচ্ছে অবস্থা ও জগতের পরিবর্তন, এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর।

মৃত্যু একটি মহা মুসিবত, বড় বিপদ। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুকে বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ.

> সুতরাং তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ আপতিত হবে। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৬]

তো মৃত্যু অনেক বড় বিপদ এবং বিশাল আবরণ।

উলামায়ে কিরাম আরও বলেন, মৃত্যুর চেয়েও বড় বিপদ হলো—মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল থাকা, মৃত্যুর আলোচনাকে উপেক্ষা করা, মৃত্যু সম্পর্কে কম চিন্তা করা চিন্তার অপ্রতুলতা, এবং মৃত্যুর জন্য আমলি প্রস্তুতি গ্রহণ না করা। যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য এক মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে প্রভূত শিক্ষা, যে ব্যক্তি চিন্তা করতে চায় তার জন্য মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে চিন্তার অজস্র উপকরণ!

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য মৃত্যু কল্যাণকর। যারা আমার কথাকে সত্যায়ন করবে না, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বাণী লক্ষণীয়—

وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

> আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা নেককারদের জন্য কল্যাণকর। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ.

> কাফিররা যেন না ভাবে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৮]

---

[২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৪২৩, হাদিস : ৫২৪১।

হাইয়ান ইবনুল আসওয়াদ বলেছেন—মৃত্যু একটি সেতু, যা বন্ধুকে তার বন্ধুর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

দ্বীন ধ্বংসের আশঙ্কায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করার বিধান

ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি আল্লাহর কাছে নিম্নের দুআ করেছিলেন—

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে যুক্ত করুন। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১]

মারইয়াম আলাইহাস সালাম দুআ করেছিলেন এভাবে—

يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا.

হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মারা যেতাম এবং হয়ে যেতাম চিরবিস্মৃত! [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৩]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অন্য কারও কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ কথা না বলবে যে—হায় আমি যদি তার স্থানে হতাম![৩]

মৃত্যুর আলোচনার ফজিলত এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

[৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৩, হাদিস : ৬৫৮২; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১২, হাদিস : ৫১৭৫; *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭, হাদিস : ৫০৮।

স্বাদ বিনাশকারীর [মৃত্যুর] আলোচনা বেশি বেশি করো।[৪]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক আনসারি ব্যক্তি এলেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন—হে আল্লাহর রাসুল! কোন মুমিন সবচেয়ে উত্তম? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—যার চরিত্র সবেচেয়ে সুন্দর। আনসারি আবার বললেন, কোন মুমিন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করে, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই অধিক জ্ঞানী সচেতন।[৫]

শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম ওই ব্যক্তি, যে নফসকে প্রবৃত্তির দাস বানালো এবং আল্লাহর ওপর আশা করে বসে থাকল।'[৬]

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

যিনি জীবন-মরণকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য সবচেয়ে বড় নেককার কে-তা পরীক্ষা করার জন্য। [সুরা মুলুক, আয়াত : ২]

ইমাম সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবেচেয়ে বেশি স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, সেই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান।

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি— أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'স্বাদ বিনাশকারী (মৃত্যুর) আলোচনা বেশি বেশি করো'—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই বাণীটি সমস্ত উপদেশকে পরিব্যাপ্ত করেছে এবং উচ্চাঙ্গের ভাষায় নসিহত করেছে। কেননা, যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থেই মৃত্যুকে স্মরণ করে, পার্থিব জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ তার কাছে বিষময় হয়ে ওঠে, তার ভবিষ্যৎ আশাগুলোকে বিনাশ করে দেয়

[৪] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৫৪, হাদিস : ১৮০১; *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস : ২৩০৭; *ইবনু মাজাহ* : হাদিস : ৪২৫৮।

[৫] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১১, হাদিস : ৪২৪৯।

[৬] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৯৩, হাদিস : ২৩৮৩।

এবং তাকে সমস্ত আশা থেকে তাকে বিরাগী করে তুলে। কিন্তু আবদ্ধ নফস এবং উদাস হৃদয়গুলো দীর্ঘ উপদেশ এবং আড়ম্বরপূর্ণ শব্দের মুখাপেক্ষী হয়। নতুবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী 'স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুর আলোচনা বেশি বেশি করো' এবং সাথে আল্লাহ তাআলার কালাম—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ .

প্রতিটি প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে

শ্রোতার জন্য যথেষ্ট এবং দর্শককে তাতে ব্যস্ত রাখতে পারত।

গোটা উম্মত একমত যে, মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত কোনো বয়স নেই, জানা নেই নির্ধারিত কোনো সময় আর না আছে নির্ধারিত কোনো রোগ। এর কারণ হলো—মানুষ যেন সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে ভীত থাকে এবং মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। জনৈক বুজুর্গ রাতের বেলা শহরের প্রাচীরে উঠে ডেকে ডেকে বলতেন—আর-রাহিল! আর-রাহিল—মৃত্যুপথের যাত্রী! মৃত্যুপথের যাত্রী! তার মৃত্যু হলে ওই শহরের শাসক ওই ডাকের আওয়াজ শুনতে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাকে জানানো হলো—লোকটি মারা গেছেন। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন—

ما زال يلهج بالرحيل و ذكره حتى أناخ ببابه الجمال

فأصابه متيقظا و مشمرا ذا أهبة لم تلهه الامال

'সর্বদা মৃত্যু ও তার আলোচনা দিয়ে করত আসক্ত,
এমনকি তার দরজায় উটগুলোও হেঁকে উঠত।
সুতরাং সে জাগ্রত হয়ে দ্রুত চলত-
ত্রস্থাবস্থায়! আর আকাঙ্ক্ষা হতো পরাজিত।'

ইমাম আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, দুটি বস্তু আমার থেকে দুনিয়ার স্বাদকে বিচ্ছিন্ন করেছে : "মৃত্যুর স্মরণ এবং আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়। আমি যখন-ই এই দুটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তখনই এই দুনিয়ার স্বাদ আমার থেকে অনেক দূরে চলে যায়।"

ইমাম আল-লিফাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা সম্মানিত করা হবে—(১) দ্রুত তাওবা করার সুযোগ হবে। (২) হৃদয়ে তুষ্টি সৃষ্টি হবে (৩) ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে, তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে—(১) তাওবা করার সুযোগ হলেও হবে অনেক বিলম্বে। (২) উপার্জিত জীবিকার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। (৩) ইবাদতে আলস্য সৃষ্টি হবে।

অতএব, হে প্রবঞ্চিত মানুষ! মৃত্যু ও মৃত্যুর কষ্টের ব্যাপারে চিন্তা করো! মৃত্যুর তিক্ত সুধার কাঠিন্য এবং তিক্ততা সম্পর্কে ভেবে নিয়ো। আজ হয়তো তুমি মৃত্যুর কথা শুনছ, কাল হয়তো তুমি এর স্বাদ অনুভব করবে।

মনে রেখো—মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি চির সত্য! এটি মহানিষ্ঠাবান সত্তার ফয়সালা! হৃদয়ে দাগ কাটতে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করতে, স্বাদ নষ্ট করতে এবং প্রত্যাশার অনিঃশেষ ধারা কর্তন করতে মৃত্যুই যথেষ্ট!

মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ এবং দুনিয়া পরিত্যাগ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাতার কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন, সঙ্গী-সাথিরাও কাঁদল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

> আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তারপর আমার রবের কাছে মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত করো! কেননা, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭]

সালাফকথন : সালাফরা বলেছেন, অসুস্থ হৃদয়ের জন্য কবর জিয়ারত করার চেয়ে উপকারী কোনো আমল নেই। বিশেষভাবে যদি কারও হৃদয় খুব শক্ত হয়, তাহলে তার জন্য কবর জিয়ারত অত্যন্ত উপকারী আমল। সুতরাং কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলো এই কয়েকটি বিষয়ের মাধ্যমে তার হৃদয়ের চিকিৎসা করবে:

প্রথম বিষয় : হৃদয়ের কঠোরতা ও অলসতাকে উপড়ে ফেলতে হবে। এর উপায় হলো, ইলমের এমন বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে—যেখানে ওয়াজ-নসিহত করা

---

[৭] *সহিহ মুসলিম*: খণ্ড : পৃষ্ঠা : ১০৬, হাদিস : ১৬২২।

হয়, জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাতের আশা প্রদর্শন করা হয় এবং নেককারদের ঘটনা শোনানো হয়। কেননা, এগুলো হৃদয়কে করে কোমল-বিগলিত এবং তার মাঝে সৃষ্টি করে কল্যাণের পুষ্টি।

দ্বিতীয় বিষয় : মৃত্যুর আলোচনা। দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ বিনাশকারী, আড্ডাকে বিচ্ছিন্নকারী এবং সন্তানসন্ততিকে এতিমকারী মৃত্যুর আলোচনা বেশি বেশি করতে হবে।

তৃতীয় বিষয় : মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত থাকা। কারণ, মৃতের দিকে তাকিয়ে থাকা, মৃত্যুর যাতনাকে প্রত্যক্ষ করা, মৃত্যুর সময়ের টানাপোড়েনকে অবলোকন করা এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হৃদয়ের স্বাদ-আহ্লাদকে নিঃশেষ করে দেয়। অন্তরের খুশিকে উড়িয়ে দেয়। নিদ্রার ঝোঁককে নির্মূল করে দেয়, শরীরকে বিশ্রাম থেকে উঠিয়ে ইবাদতের পরিশ্রমে নিয়োজিত করে, আমলের প্রতি করে উদগ্রীব এবং অধিক পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রতি করে উৎসাহিত।

কবর জিয়ারতের বিধান

বুরাইদা ইবনু হাসিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً.

> তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করা থেকে বারণ করেছিলাম, (তবে এখন থেকে) তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, কবর জিয়ারতের মধ্যে (পরকালের) স্মরণ রয়েছে।[৮]

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি কবর জিয়ারত করতে চায়, সে যেন কবর জিয়ারত করে। এবং তোমরা মন্দ কথা বলো না।'[৯]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তাদের (কবরবাসীর) জন্য কীভাবে দুআ করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এভাবে বলো—

[৮] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ২৮১৬

[৯] *সুনানুন নাসায়ি* : হাদিস : ২০৩৩। তবে আমি মাকতাবায়ে শামেলায় হাদিসের এই পাঠটি পাইনি।—অনুবাদক।

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাদের মধ্য থেকে আগের ও পরের সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহ চাইলে আমরা শিগগির তোমাদের সাথে মিলিত হব।[১০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন—যে একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

اِتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي .

আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।[১১]

নোট: আরবদের কাছে কান্নার ছিল একটি প্রসিদ্ধ রূপ। তারা বর্ণনা করে করে কাঁদত। সাথে করত চিৎকার, গণ্ডদেশে করত চপেটাঘাত, কাপড়চোপড় ফেঁড়ে ফেলত।

উলামায়ে কিরাম এমন কান্না হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। এমন কান্নার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে—

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ .

আমি ওই ব্যক্তি থেকে মুক্ত—যে চিৎকার করে, রূঢ় ভাষায় কথা বলে এবং কাপড়চোপড় ফাঁড়ে।[১২]

তবে চিৎকার করা ছাড়া কাঁদার ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে। কবরের কাছে এবং মৃত্যুর সময় কান্নার বৈধতার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটাকে মায়া ও রহমতের কান্না বলা হয়েছে, যা সকল মানুষের মাঝেই রয়েছে। এমনকি যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হজরত ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গিয়েছিলেন তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করেছিলেন।

---

[১০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০২, হাদিস : ১৬১৯।
[১১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭৬, হাদিস : ১১৭৪।
[১২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭১, হাদিস : ১৫০।

মুমিন ব্যক্তি ললাট ঘর্মাক্ত অবস্থায় মারা যায়

হজরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اَلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ .

মুমিন ব্যক্তি মারা যায় ললাটের ঘর্ম নিয়ে।[১৩]

কোনো কোনো আলিম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি যখন রাব্বে কারিমের অবাধ্যতা করে অনুতপ্ত হয়, তখন তার ললাট ঘামে ভিজে যায়।

মৃত্যুর কঠোরতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারটি আয়াতে মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—

প্রথম আয়াত :

وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ .

মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। [সুরা ক্বফ, আয়াত : ১৯]

দ্বিতীয় আয়াত :

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

হায়! তুমি যদি ওই জালিমদেরকে দেখতে যারা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করবে। [সুরা আনআম, আয়াত : ৯৩]

তৃতীয় আয়াত :

فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ

'তাহলে কেন (তোমরা বাধা দাও না) যখন প্রাণ এসে যায় কণ্ঠনালীতে?' [সুরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ৮৩]

চতুর্থ আয়াত :

---

[১৩] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৫, হাদিস : ১৪৪২।

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ

কখনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠে এসে পৌঁছবে। [সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২৬]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে একটি চামড়ার বা কাঠের বড় পাত্র ছিল। যাতে পানি রাখা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে হাত ভিজিয়ে সেই ভেজা হাত চেহারায় বুলাচ্ছিলেন আর বলছিলেন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয় মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা। তারপর হাত প্রসারিত করে বলতে লাগলেন—'আল্লাহুম্মা বির-রাফিকিল আ'লা'। ইতিমধ্যে তার মৃত্যু হলো এবং তার হাত নুয়ে পড়ল।'[১৪]

কবি বলেছেন—

بينا الفتى مَرِح الخُطى فرِحٌ بما *** يسعى له إذ قيل: قد مَرِضَ الفتى!!.

إذ قيلَ: باتَ بليلةٍ ما نامها *** إذ قيلَ: أصبحَ مُثخنًا ما يُرتَجى!! إذ

قيلَ: أصبحَ شاخصا وموجها *** ومعللا، إذ قيلَ: أصبح قد قَضَى!! .

যুবকটি ভুল পথে আনন্দিত হয়ে চলছিল,

চেষ্টা করছিল সেজন্যই; ইতিমধ্যে বলা হলো—যুবকটি অসুস্থ!

যখন বলা হলো—যুবকটি সারারাত ঘুমোয়নি;

সাথেই বলা হলো—অপ্রত্যাশিতভাবে হয়েছে মোটা।

যখন বলা হলো—জাগ্রত হয়েছে ব্যক্তিত্বপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ সচেতন হয়ে,

বলা হলো—সকালেই তার মৃত্যু হয়েছে।

উলামায়ে কিরাম রাহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, মৃত্যুর এই কঠোরতা যখন নবিগণ, রাসুলগণ, আওলিয়ায়ে কিরাম এবং মুত্তাকিনদেরকেও ছাড়েনি, তখন আমরা এই মৃত্যু থেকে বিমুখ থাকার এবং প্রস্তুতি গ্রহণ না করার দুঃসাহস কীভাবে দেখাতে পারি? আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ করেছেন—

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۙ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۔

[১৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ৬০২৯।

বলুন, এটি এক মহাসংবাদ। যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৬৭-৬৮]

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি—'তোমাদের কেউ যেন ততক্ষণ পর্যন্ত মারা না যায়—যতক্ষণ আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ না করবে।'[১৫]

মানুষ সুস্থাবস্থায় আল্লাহর প্রতি যতটা সুধারণা রাখে, মৃত্যুর প্রাক্কালে আল্লাহর প্রতি তার চেয়ে বেশি সুধারণা পোষণ করা উচিত। সুধারণা হলো—আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে তার প্রতি করুণা করবেন, তার দোষত্রুটি পাশ কাটিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ লোকদের কর্তব্য হলো—তাকে আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেন সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেখানে মহান রব বলেছেন—

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুপাতে আচরণ করি। সুতরাং সে আমার প্রতি যেমন ইচ্ছে ধারণা পোষণ করুক।[১৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন—যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুশয্যায় দেখবে, তখন তাকে সুসংবাদ দাও—যেন সে তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে তার মহান রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করছে। আর বান্দা যখন জীবিত থাকবে, তখন তাকে আল্লাহর প্রতি ভীতি প্রদর্শন করো।

---

[১৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৩, হাদিস : ৫১২৫।

নোট: ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর *'হুসনুজ-জান্নি বিল্লাহ-আল্লাহর প্রতি সুধারণা'*-গ্রন্থেও এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত রয়েছে—একটি জাতি যখন আল্লাহর প্রতি কুধারণার শিকার হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

'আর ওটা তোমাদের রবের প্রতি তোমাদের কুধারণার কারণে। সুতরাং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।'[সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ২৩]

[১৬] *মুসনাদু আহমদ*, খণ্ড : ৩২, পৃষ্ঠা : ২২৩, হাদিস : ১৫৪৪২।

ফুজাইল ইবনু ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—বান্দা যখন সুস্থ থাকবে, তখন আশার চেয়ে ভয় করা বেশি উত্তম। আর যখন মৃত্যুর সময় হবে, তখন তার ভয়ের চেয়ে আশা বেশি করা প্রয়োজন।

মাইয়্যিতকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করানো

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

> তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করো।[১৭]

মৃত্যুপথযাত্রীকে এই কালিমার তালকিন করা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, যার ওপর মুসলিমরা যুগ-যুগ যাবৎ আমল করে আসছেন। যেন তার শেষ কথাটি হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যার মাধ্যমে সৌভাগ্যের ওপর তার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসের সুসংবাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

> যে ব্যক্তির শেষ কথাটি হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮]

মৃত্যুপথযাত্রীকে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করতে হবে—যার মাধ্যমে সে শয়তানকে প্রতিরোধ করতে পারবে। কেননা, শয়তান মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে এমনসব বিষয় উপস্থাপন করতে থাকে—যার মাধ্যমে তার আকিদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব, যখন তার কাছে আপনি কালিমার তালকিন করবেন, আর সে একবার তা বলবে, এরপর কালিমার পুনরুক্তি করবেন না, যেন সে বোঝা না মনে করে। যার কারণে উলামায়ে কিরাম অধিক পরিমাণ তালকিন করাকে এবং পীড়াপীড়ি করাকে মাকরুহ বলেছেন। বিশেষত যখন বোঝা যাবে যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি কালিমা পাঠ করবে বা তার পাঠ করার বিষয়টি অনুমিত হবে।

---

[১৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭২, হাদিস : ১৫২৩।
[১৮] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, হাদিস : ২৭০৯।

তালকিনের উদ্দেশ্য হলো—মানুষ মারা যাওয়ার প্রাক্কালে যেন তার হৃদয়ে কেবল আল্লাহই থাকেন। কেননা, মূল ভিত্তিই হলো কলব-হৃদয়। কলবের আমলই দেখা হবে এবং এর মাধ্যমেই মুক্তির ফায়সালা হবে। আর মুখের উচ্চারণ? যদি এর মাধ্যমে হৃদয়ের ভাষার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তাহলে তার কোনো উপকার নেই এবং তার কোনো গ্রহণযোগ্যতাও নেই।

আমার কথা হলো—মৃত্যুপথযাত্রীকে তালকিন করা জরুরি। তার সামনে কালিমায়ে শাহাদতের জিকির করতে হবে; যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ের জাগরণীমূলকভাবে হয়।

মৃত্যুর সময়ে স্বজনদের করণীয়

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

> যখন তোমরা অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে, তখন উত্তম কথা বলো। কেননা, তোমরা যে কথাগুলো বলো—সেগুলো কবুলের জন্য ফিরিশতারা আমিন বলে।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—যখন আবু সালামা (তার স্বামী) মারা গেলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললাম—হে আল্লাহর রাসুল! আবু সালামা মারা গেছেন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

قُولِي اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً

> বলো—হে আল্লাহ, আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো এবং তার অবর্তমানে আমার জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দাও!

উম্মে সালামা বলেন—সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আমার জন্য আল্লাহর রাসুলকে স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।[১৯]

---

[১৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭৮, হাদিস : ১৫২৭।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার কাছে গিয়ে দেখলেন তার চোখ খোলা, তখন তিনি চোখ বন্ধ করে বললেন—'যখন রুহ বিদায় নেয় চক্ষুও তার অনুসরণ করে।'

এতদশ্রবণে তার পরিবারের লোকজন শিহরিত হলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমরা নিজেদের জন্য কেবল কল্যাণের দুআই করো। কেননা, তোমাদের কথার ওপর ফিরিশতারা আমিন বলেন। তারপর বললেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তার মর্যাদাকে উঁচু করে দাও! জীবিতদের মাঝে তার প্রতিনিধি হয়ে যাও! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো! হে সমগ্র জগতের রব, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরে নুর প্রদান করো![২০]

সালাফকথন: সালাফরা বলেছেন, মাইয়্যিতের মৃত্যুকালে তার কাছে নেককার লোকদের উপস্থিতি মুস্তাহাব। যেন তারা মৃত্যুপথযাত্রীকে জিকির স্মরণ করিয়ে দেন, তার জন্য দুআ করেন, তার পরবর্তী প্রজন্মকে উপদেশ প্রদান করেন এবং উত্তম কথা বলেন। যার কারণে তাদের উত্তম কথা ও ফিরিশতাদের আমিন একত্রিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি, তার পরবতী প্রজন্ম এবং বিপদগ্রস্ত মানুষ উপকৃত হতে পারে।

চোখ বন্ধ করার সময়ে যা বলতে হবে

শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ .

[২০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদিস : ১৫২৮।

তোমরা যখন তোমাদের মৃতের কাছে উপস্থিত হবে, তার চোখ বন্ধ করে দেবে। কেননা, চোখ রুহের অনুসরণ করে। তোমরা কল্যাণময় কথা বলো! কেননা, পরিবারের লোকজন যা বলে, ফিরিশতারা তার ওপর আমিন বলে।[২১]

ফলাফলের মাপকাঠি হবে শেষ আমল

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

একজন মানুষ দীর্ঘ সময় যাবৎ জান্নাতি মানুষের মতো আমল করে, তারপর তার আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে জাহান্নামির আমলের মাধ্যমে। তদ্রূপ একজন মানুষ দীর্ঘ সময় যাবৎ জাহান্নামি মানুষের মতো আমল করে, তারপর তার আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে জান্নাতির আমলের মাধ্যমে।[২২]

সাহল ইবনু সাআদের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—'নিশ্চয় কোনো বান্দা জাহান্নামির ন্যায় আমল করে, অথচ সে জান্নাতি। আবার কোনো বান্দা জান্নাতির ন্যায় আমল করে, অথচ সে জাহান্নামি। মূলত শেষ আমলের ওপরই (জান্নাত ও জাহান্নামের) ভিত্তি।'[২৩]

ব্যাখ্যা: আবু মুহাম্মদ আবদুল হক বলেছেন—জেনে রাখুন! মন্দ পরিণতি ওই ব্যক্তির হয় না—যে তার বাহ্যিক আমলকে সঠিক রাখে এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এমন কখনো শোনা যায়নি, জানাও যায়নি আলহামদুলিল্লাহ। বরং মন্দ পরিণতি (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) ওই ব্যক্তিরই হয়—যার বুদ্ধিতে থাকে নৈরাজ্যিক মনোভাব, গুনাহের প্রতি থাকে অবিচলতা, বড় বড় অপরাধে হয় অগ্রণী। এমনকি এভাবে অপরাধই তার ওপর থাকে বিজয়ী, আর এমতাবস্থায় তাওবার পূর্বেই যখন তার ওপর

---

[২১] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৯, হাদিস : ১৪৪৫।
[২২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৪৭৯১।
[২৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৪, হাদিস : ৬১১৭।

মৃত্যু আবর্তিত হয়, এই কষ্টের মুহূর্তে শয়তান তাকে আক্রমণ করে এবং এই ভীতিকর পরিস্থিতিতে শয়তান তার ঈমানকে ছিনিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলার কাছে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

অথবা সঠিক পথেই পরিচালিত হতে থাকে। তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, বের হয়ে যায় তার নীতি থেকে, গ্রহণ করে ভিন্ন পথ; যা তার মন্দ পরিণতি এবং শেষ পরিণাম অশুভ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন : ইবলিস। বর্ণিত আছে—সে দীর্ঘ আশি হাজার বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছে। তদ্রূপ বালআম ইবনু বাউরা। যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ নিদর্শন দিয়েছিলেন, তার সব দুআ কবুল হতো। সে সম্পদের লোভে মুসা আ.-এর বিপক্ষে জালিমদের জন্য দুআ করতে সম্মত হয়েছিল; কিন্তু তার মুখ দিয়ে বদদুআ বের হয়নি, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকে লটকে গেল। প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই তার এমন পরিণতি হয়েছে। তেমনি বারসিস আবিদ। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন—

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ.

> সে শয়তানের অনুরূপ। কারণ, সে মানুষকে কুফরির নির্দেশ দিয়েছিল। [সুরা হাশর, আয়াত : ১৬]

বসরার একজন আবিদ রবি ইবনু সাবরাহ ইবনু মাবাদ আল-জুহানি বলেছেন—আমি সিরিয়ায় কিছু মানুষকে পেয়েছি। তাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে বলা হলো—হে আল্লার বান্দা, বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সে বলল—মদ পান করো এবং আমাকে পান করাও! (কালিমা পড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল)।

আহওয়াজ শহরের এক ব্যক্তিকে বলা হলো, বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! জবাবে সে বলল—দাহ ইয়াজদাহ দাওয়াজদাহ। যার ব্যাখ্যা হলো—দশ, এগারো, বারো। লোকটি ছিল অফিসার ও হিসাব বিভাগের লোক। যার কারণে তার মন-মানসিকতায় হিসাব-নিকাশের বিষয়টিই জেঁকে বসে ছিল।

আমি (লেখক) বলি, এমন অনেক মানুষ রয়েছে—যাদের হৃদয় ও মানসিকতায় জাগতিক ব্যস্ততা, দুনিয়ার চিন্তা এবং পৃথিবীর নানা উপায়-উপকরণের কারণে এমনটা হয়েছে। এমনকি আমরা এমন ঘটনাও শুনেছি—জনৈক দালাল যখন মৃত্যুপথের যাত্রী হলো, তাকে বলা হলো—বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! জবাবে সে বলছিল—সাড়ে তিন এবং সাড়ে চার। দালালিই তার ওপর জেঁকে বসেছিল।

আমি জনৈক হিসাবরক্ষককে দেখেছি—সে কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় আঙুলের কড় গুণে গুণে হিসাব করছিল।

আরেকজনকে বলা হলো—বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সে বলছিল—অমুক বাড়িতে এই সংস্কারমূলক কাজ করো এবং অমুক বাগানগুলোতে এই পরিমাণ-এই পরিমাণ কাজের লোক নিয়োগ করো।

আল্লাহর কাছে এমন পরিস্থিতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করছি!

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় কসম খেয়ে বলতেন—

لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

'কলব পরিবর্তনকারীর শপথ!'[২৪]

যার মর্ম হলো—আল্লাহ তাআলা বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে কোনো আবেদন/দুআ কবুল করতে পারেন কিংবা প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন; তদ্রূপ কোনো কিছুর ইচ্ছা কিংবা অপছন্দ ইত্যাদিও দ্রুত হতে পারে। তাই কলব পরিবর্তনকারীর শপথ করা হচ্ছে।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِه .

জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। [সুরা আনফাল, আয়াত : ২৪]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অন্তরায় হওয়ার অর্থ হলো—বান্দা বুঝতে পারে না যে, সে কী করবে! অন্য আয়াতে এভাবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। [সুরা ক্বফ, আয়াত : ৩৭]

---

[২৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৯৩, হাদিস : ৬১২৭

ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বান্দার কলবগুলোর মালিক। তিনি বান্দা এবং তার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় হন, সুতরাং বান্দা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছাই করতে পারে না।

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুদূতের আগমন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ.

> আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দিইনি, যাতে চিন্তা করার বিষয়ে চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আল্লাহ তাআলা একজন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে তার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেছেন এবং তিনি ষাট বছরে উপনীত হয়েছেন।'[২৫]

আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো—তিনি তাদের প্রতি রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের কাছে নিজের প্রমাণকে পূর্ণ করেছেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

> আমি রাসুল প্রেরণের পূর্বপর্যন্ত কাউকে আজাব দিই না। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

> এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছেন। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৭]

ব্যাখ্যা: সতর্ককারী বলতে কী বুঝানো হয়েছে? হতে পারে কুরআন কারিম, হতে পারে তাদের প্রতি প্রেরিত রাসুলগণ।

---

[২৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ৫৯৪০।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ইকরামা, সুফিয়ান, ওয়াকি, হুসাইন ইবনু ফজল, ফাররা এবং তাবারি থেকে বর্ণিত, সেই সতর্ককারী হলো—বার্ধক্য। কেননা, তখন মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। এটা মানুষের দুরন্তপনার বয়স এবং খেলাধুলার সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আলামত।

জনৈক কবি বলেছেন—

رأيت الشيب من نذر لمنايا لصاحبه و حسبك من نذير

'বার্ধক্যকে আমি দেখেছি মৃত্যুর সতর্ককারী হিসেবে-
বৃদ্ধের জন্য, এবং বার্ধক্যই যথেষ্ট সতর্ককারী হিসেবে।'

আরও বলা হয়েছে—সেই সতর্ককারী হলো জ্বর ও অসুস্থতা।

কেউ কেউ বলেছেন—পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ভাইদের মৃত্যু। এটা এমন এক সতর্ককারী, যা সদা-সর্বদা, প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি স্থানে উপস্থিত থাকে।

কারও মতে সতর্ককারী হলো—জ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণতা, যখন কোনো মানুষ প্রতিটি বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং ভালো ও মন্দের ব্যবধান অনুধাবন করতে শিখে। প্রকৃত জ্ঞানী পরকালের জন্য আমল করে এবং তার রবের কাছে থাকা বস্তুর জন্য উদগ্রীব থাকে। এই জ্ঞানই সতর্ককারী।

ষাট বছর বয়সকে চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কেননা, ষাট বছর বান্দার পরিণত বয়স। এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার, তাকে ভয় করার এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার বয়স। মানুষ এই বয়সে মৃত্যু এবং আল্লাহর সাক্ষাতের ধ্যান করে। এভাবে মানুষের ওপর অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয় এবং সতর্কতার পর সতর্ক করা হয়। প্রথমত নবি প্রেরণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত বার্ধক্যের মাধ্যমে, আর এটা হয় বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ .

'অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো, যাতে আমি তোমার নিয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে

ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন।' [সুরা আহকাফ, আয়াত : ১৫]

আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন—মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছার পর সে এখন নিজের প্রতি এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অনুধাবন করতে শিখে এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার শহরের আলিমদেরকে দেখেছি; তারা দুনিয়া অন্বেষণ করে মানুষের সাথে মিশল। অতঃপর যখন তাদের বয়স চল্লিশে পৌঁছে গেল, তখন তারা মানুষ থেকে দূরে চলে গেল।'

তাওবার ব্যাখ্যা ও তাওবাকারী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন, যতক্ষণ (মৃত্যুকালীন) গড়গড়া সৃষ্টি না হয়।[২৬]

অর্থাৎ গড়গড়া সৃষ্টি হওয়ার সময়, রুহ হলকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত—যখন সে আল্লাহর রহমত বা তার শাস্তি অবলোকন করে, তখন তাওবা এবং ঈমান কোনো উপকারে আসবে না। কুরআন কারিমে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا

যখন তারা আমার শাস্তিকে দেখবে তখন তাদের ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না। [সুরা গাফির, আয়াত : ৮৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ تُبْتُ الْـٰٔنَ ۔

[২৬] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫, হাদিস : ৩৪৬০।

আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমন কি যখন তাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তাওবা করছি। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৮]

তাওবার দরজা বান্দার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত উন্মুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে রুহ কবজকারীকে অবলোকন না করে, আর সে সময়টি হলো—গড়গড়া সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্ত।

সুতরাং মানুষের জন্য এই মুহূর্ত অবলোকন করার পূর্বেই তাওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা সেটিই বলেছেন—

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন—যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক- যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭]

ব্যাখ্যা: আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, অনতিবিলম্বের অর্থ হলো—অসুস্থতা এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করা।

আবু মিজলাজ, দাহহাক, ইকরামা এবং ইবনু জায়েদ প্রমুখ বলেছেন—ফিরিশতাদেরকে দেখা, রুহের যাত্রা করা এবং মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পূর্বে তাওবা কবুল হয়।

আরও বলা হয়েছে—গুনাহ করার পর হঠকারিতা না করে খুব দ্রুত তাওবা করে নেওয়া এবং সুস্থাবস্থায় তাওবার দিকে অগ্রণী হওয়া উত্তম কাজ।

গ্রহণযোগ্য মুমিনদের ঐকমত্যে তাওবা করা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা নুর, আয়াত : ৩১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো আন্তরিকভাবে। [সুরা তাহরিম, আয়াত : ৮]

তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার চারটি শর্ত

১.আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া।

২.এখনই গুনাহ পরিহার করা।

৩.আবারও গুনাহে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৪.কেবল আল্লাহকে লজ্জা করে তার ভয়ে তাওবা করা, অন্য কারও জন্য নয়।

যদি এই শর্তগুলোর মধ্য থেকে একটিও বিঘ্নিত হয়, তাহলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে না।

তাওবার আরেকটি শর্ত হলো—গুনাহের স্বীকারোক্তি দেওয়া, অধিকহারে ইস্তিগফার করা, যেন তাওবার মাধ্যমে কৃত চুক্তি মজবুত হয় এবং তার মর্ম হৃদয়ের গহীনে স্থিত হয়, কেবল মৌখিক উচ্চারণের ওপর ক্ষান্ত না থাকে। যে ব্যক্তি কেবল মুখে বলে 'আস্তাগফিরুল্লাহ', কিন্তু তার হৃদয় থাকে গুনাহের ওপর অবিচল, তাহলে তার এই ইস্তিগফারও আরেকটি ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—'আমাদের ইস্তিগফারও ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী।'।

শাইখ আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ তো তার যুগে কথাটি বলেছিলেন, তাহলে বর্তমান যুগের অবস্থা কেমন হবে—যখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ গুনাহ ও জুলুমের ওপর অবিচলভাবে চলতেই আছে? এক টুকরো তুলার ব্যাপারেও সে দুর্নীতি করতে ছাড়ে না, কেবল এই ধারণায় যে, সে তার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করবে! এটা তো প্রকৃতপক্ষে ইস্তিগফারকে উপহাস করা এবং গুনাহকে তুচ্ছ ভাবা। সে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত—যারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে উপহাস করে। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا

আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে উপহাসের পাত্র বানিয়ো না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩১]

আরও বলা হয়েছে, নাসুহ তথা একনিষ্ঠ তাওবা হলো—জুলুমকে প্রতিরোধ করা, প্রতিপক্ষকে আপন করে নেওয়া এবং ইবাদতে সার্বক্ষণিক হওয়া ইত্যাদি।

সালাফকথন: সালাফরা বলেছেন—প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি হলো—তার কাছ থেকে ছিনতাইকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, বিজিত অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়া, গিবত করলে ক্ষমা চাওয়া, কোনো আসবাবপত্র নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, গালি দিলে ক্ষমা চাওয়া, অভিসম্পাত করলে মাফ চাওয়া! মোটকথা, যেকোনো প্রকার অসংগতিমূলক আচরণ করলে ক্ষমা চেয়ে তাকে খুশি করে আপন করে নেওয়া। সাথে সাথে অতীতে কৃত অসদাচরণের প্রতি লজ্জিত হবে এবং জীবনের মূল্যবান সময় এমন অহেতুক কাজে নষ্ট করার জন্য পরিতাপ করবে।

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—'বান্দা যখন নিজের গুনাহের স্বীকৃতি দিয়ে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।'[২৭]

রুহ কবজ করার সময়ে সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়

হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মুমিনের রুহ যখন বের হয়, তখন দুজন ফিরিশতা সাক্ষাৎ করে তাকে ওপরের দিকে নিয়ে যান।'

বর্ণনাকারী হাম্মাদ বলেন, হাদিসে সুঘ্রাণ ও মিশকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আকাশবাসী বলেন—পবিত্র রুহটি জমিন থেকে এসেছে। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন এবং সেই শরীরের ওপরও রহম করুন—যাতে তুমি জীবন কাটিয়েছ। অতঃপর তাকে তার রবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বলেন—তাকে জীবনের শেষ পর্যায়ে নিয়ে চলো। পক্ষান্তরে যখন কাফিরের রুহ বের হয়, হাম্মাদ বলেন, তার দুর্গন্ধ এবং অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে। আকাশবাসী বলেন—জমিন থেকে নিকৃষ্ট রুহ এসেছে। তিনি বলেন, তাকে বলা হয়—তাকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে চলো। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরে থাকা কাফনের কাপড়ের অংশ এভাবে নাকের ওপর দেন।[২৮]

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো

---

[২৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৪৮, হাদিস : ২৪৬৭; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৭, হাদিস : ৪৯৭৪।

[২৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৫, হাদিস : ৫১১৯।

স্ত্রী বলেছেন—আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটার কথা বলছি না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির কাছে যখন মৃত্যু হাজির হয়, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয়। বান্দার কাছে আল্লাহর সাক্ষাতের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে কাফিরের কাছে যখন মৃত্যু হাজির হয়, তখন আল্লাহর আজাব এবং তার শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। সুতরাং ওই বান্দার কাছে আল্লাহর সাক্ষাতের চেয়ে অপ্রিয় কোনো বস্তু নেই। যে কারণে সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'[২৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে কাজে লাগান। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে আল্লাহ তাকে কাজে লাগান? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন—মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেককাজের তাওফিক দান করেন।[৩০]

মৃত্যুকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মৃত্যুকালীন অবস্থার সংক্ষেপ ও বিস্তারিত উভয় রকম আলোচনাই করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

---

[২৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৫, হাদিস : ৬০২৬, *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাদিস : ৪৮৪৫।

নোট: যদিও এই হাদিসটির অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার, তারপরও হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এই হাদিসের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন শুরাইহ বিন হানি। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে যে হাদিসটি শুনেছেন তার ব্যাখ্যা কী? তখন তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে শ্রবণকৃত ব্যাখ্যাটি বলেছেন—

'বিষয়টি তেমন নয় যেমন তুমি ভাবছ! বরং যখন চোখ বড় ও উঁচু হয়, বুকের মধ্যে গড়গড় শব্দ হয়, চামড়া সংকুচিত হয় এবং আঙুলগুলো ভাঁজ হয়ে যায়, এই সময় যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'

[৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩২, হাদিস : ২০৬৮। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ

ফিরিশতা তাদের জান কবজ করেন পবিত্র থাকা অবস্থায়। [সুরা নাহাল, আয়াত : ৩২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। [সুরা সিজদাহ, আয়াত : ১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

আমার প্রেরিত ফিরিশতারা তার মৃত্যু ঘটায় এবং এতে তারা কোনো ত্রুটি করে না। [সুরা আনআম, আয়াত : ৬১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ

'ফিরিশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।' [সুরা নাহাল, আয়াত : ২৮]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ

'আর যদি তুমি দেখো, যখন ফিরিশতারা কাফিরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আজাবের স্বাদ গ্রহণ করো।' [সুরা আনফাল, আয়াত : ৫০]

জ্ঞাতব্য: মুফাসসিরিনে কিরাম বলেছেন—এই আয়াতটি বদরযুদ্ধে নিহত কাফিরদের সাথে নির্দিষ্ট। আমাদের অনেক উলামায়ে কিরামও তা-ই বলেছেন। তবে ইমাম আল-মাহদুবি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ এ-বিষয়ে দ্বিমতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং তারা

বলেছেন, সবসময় মৃত্যুর ঘাটে অবতরণকারী কাফিরদের চেহারা ও পিঠে ফিরিশতারা প্রহার করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বদরযুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে—আবু জুমাইল বলেছেন, আমাকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিস বর্ণনা করেছেন—

জনৈক মুসলিম যুদ্ধের দিন একজন মুশরিকের পিছু পিছু যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই মুশরিকের ওপর চাবুকের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং সাথে শুনতে পেলেন একজন অশ্বারোহীর শব্দ—হাইজুম সামনে চলো! ইতিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন—মুশরিকটি তার সামনে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন—মুশরিকের নাক থেতলে গেছে, তার চেহারা ফেটে আছে; যেন তাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হয়েছে, যার কারণে গোটা শরীর সবুজ হয়ে গেছে। অতঃপর সেই আনসারি সাহাবি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি সত্যিই বলছ। এটা দ্বিতীয় আকাশ থেকে নাজিল হওয়া সাহায্য। এই দিন মুসলিমরা সত্তরজন কাফিরকে হত্যা করেছে এবং সত্তরজনকে বন্দি করেছে।'[৩১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ لَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ .

> যদি আপনি দেখেন যখন জালিমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফিরিশতারা স্বীয় হস্ত (আজাবসহ) প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা। অদ্য তোদের অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোরা আল্লাহর ওপর অসত্য বলতি এবং তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে অহংকার করতি। [সুরা আনআম, আয়াত : ৯৩]

নোট: যদি কেউ বলে—এই আয়াতগুলোর মাঝে সমন্বয় কীভাবে হতে পারে? আর কীভাবে মালাকুল মাওত-মৃত্যুর ফিরিশতা পূর্ব ও পশ্চিম গোটা পৃথিবীর আত্মাগুলোকে একসাথে কবজ করেন?

---

[৩১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২১৪, হাদিস : ৩৩০৯।

তাকে বলা হবে—মৃত্যুর আরবি শব্দ ওফাত-থেকে توفی শব্দের উৎপত্তি। এখান থেকেই উৎসারিত আরবিতে ব্যবহৃত দুটি বাক্য হলো—توفيت الدين ও استوفيته -কারও কাছ থেকে যখন আপনি কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝে পাবেন তখন এই বাক্য দুটি বলবেন। যার অর্থ হলো—আপনি ঋণ পূর্ণ করেছেন এবং তা পূর্ণরূপে বুঝে পেয়েছেন। যার মর্ম হলো—কোনো কিছু পূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া। তো মৃত্যুর অর্থ হলো—মাইয়েতের জীবনের বরাদ্দে থাকা সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়া। যার কারণে কখনো কখনো মৃত্যুকে মালাকুল মাওতের দিকে সম্বোধন করা হয়; কারণ, তিনিই মৃত্যু দেওয়ার এই দায়িত্বটি পালন করেন। আবার কখনো তার সহকর্মী ফিরিশতাদের প্রতিও মৃত্যু দেওয়ার এই দায়িত্বটির সম্বোধন করা হয়; কারণ, তারাও কখনোসখনো এই দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এমনকি কখনো আবার মৃত্যু দেওয়ার কাজটি আল্লাহ তাআলার প্রতিও সম্বোধিত করা হয়। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু তো তাঁরই ফয়সালা। তাই তো কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا

আল্লাহ (সৃষ্টিজীবের) মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণগুলোকে মৃত্যু দেন।

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ هُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ

তিনিই ওই আল্লাহ—যিনি তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, তারপর তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন। [সুরা হজ, আয়াত : ৬৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যেন তোমাদের পরীক্ষা করেন। [সুরা মুলুক, আয়াত : ২]

সুতরাং প্রত্যেক ফিরিশতা যেভাবে আদিষ্ট হন সেভাবেই নিজের দায়িত্ব পালন করেন।

রুহ কবজ করার সময় চোখও রুহের অনুসরণ করে

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইনতিকাল হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গিয়ে দেখলেন যে,

তার চোখগুলো খোলা রয়েছে। সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দুটোকে মুছে বললেন—

إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

যখন প্রাণ হরণ করা হয় চোখ তার অনুকরণ করে।[৩২]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

'তোমরা মানুষকে দেখোনি—যখন মারা যায় তখন তার চোখ খোলা থাকে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন—হ্যাঁ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—চোখ তখন তার প্রাণের অনুসরণ করে।'[৩৩]

উপরের দুই হাদিসের একটিতে নফস এবং অপরটিতে রুহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার দ্বারা জানা গেল, রুহ ও নফস একই বস্তুর দুটি নাম।

কাফন সুন্দর হওয়া উচিত

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের কাফন দেবে, সে যেন তার জন্য সুন্দর কাফনের ব্যবস্থা করে।[৩৪]

ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—সবচেয়ে উত্তম হলো সেই কাপড়ে কাফন দেওয়া—যেই কাপড়ে সে নামাজ আদায় করত।

দ্রুত সময়ে জানাযা ও কাফন-দাফন হওয়া উচিত

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৩২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদিস : ১৫২৮।
[৩৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮২, হাদিস : ১৫২৯।
[৩৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩০, হাদিস : ১৫৬৭।

إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ .

যখন জানাযা রাখা হয় এবং লোকজন তাকে কাঁধে তুলে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি হয়, তাহলে তখন সে বলে—আমাকে দ্রুত (কবরে) এগিয়ে দাও। আর বদকার হলে বলে—হায়! তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তখন মানুষ ছাড়া সবাই তার আওয়াজ শুনতে পারে। যদি মানুষ সেই শব্দ শুনতে পায়, তাহলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।[৩৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'তোমরা খুব দ্রুত জানাযা দাও। যদি নেককার হয়, তাহলে তো কল্যাণময়! তাকে কল্যাণের দিকে দিচ্ছ। আর যদি বদকার হয়, তাহলে অনিষ্টকর! যাকে তোমরা নিজেদের কাঁধে বহন করছ।'[৩৬]

মৃত ব্যক্তির কোন জিনিস কবরে যায়, কোন জিনিস যায় না

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সাথে সাথে যায়। অতঃপর দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সাথেই থাকে। সাথে যায় মৃতের পরিবার, তার সম্পদ এবং আমল। অতঃপর তার পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর আমল তার সাথে রয়ে যায়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৩৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৪, হাদিস : ১২৩০।
[৩৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭৬, হাদিস : ১২৩১; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩২, হাদিস : ১৫৬২।

'মুমিনের মৃত্যুর পর তার যে আমল ও নেককাজগুলো তার সাথে মিলিত হয় সেগুলো হলো—যে ইলম সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং প্রচার-প্রসার করেছে। যে নেককার সন্তান সে পৃথিবীতে রেখে গেছে, কুরআনের যে ভলিউম সে উত্তারাধিকার হিসেবে রেখে গেছে, যে মসজিদ নির্মাণ করেছে, মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে, নহর খনন করে সেখানে পানির ব্যবস্থা করেছে এবং সুস্থ থাকা অবস্থায় নিজের সম্পদ থেকে যে অর্থগুলো সাদাকাহ করেছে। মৃত্যুর পর এগুলো মৃত ব্যক্তির (উপকারী) সাথি হবে।'[৩৭]

[৩৭] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১, হাদিস : ২৩৮।

কবর

কবর

উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্রীতদাস হানি বলেন—উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কোনো কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে যেত। যার কারণে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—আপনার সামনে তো জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা হলেও এভাবে কাঁদেন না! এখন এভাবে কাঁদছেন কেন? উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ .

নিশ্চয় কবর পরকালের ঘাঁটিগুলোর প্রথম ঘাঁটি। যদি সেখানে মুক্তি পায়, তাহলে পরের ঘাঁটিগুলো তার চেয়ে অনেক সহজ হবে। আর যদি সেখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরের মনজিলগুলো আরও বেশি কঠিন হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন—আমি কবরের চেয়ে অধিক ভয়ংকর কোনো দৃশ্য দেখিনি।[৩৮]

---

[৩৮] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩২০, হাদিস : ৪২৫৭।

বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'আমরা কোনো একটি জানাযায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের কিনারে বসে নিজে কাঁদলেন এবং পাশে থাকা অন্যদেরকেও কাঁদালেন, এমনকি মাটিও ভিজে গেল। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا

আমার ভাইয়েরা, এমন পরিস্থিতির জন্য তোমরা তৈরি হও।[৩৯]

---

[৩৯] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৩৫, হাদিস : ৪১৮৫।

নোট: মানুষকে মাটির যে গর্তে দাফন বা সমাহিত করা হয় তাকে কবর বলে; আর কবরস্থানকে মাকবারা ও মাদফান বলা হয়।

কবরের বিধান হলো—তা জমিনের ওপর উটের পিঠের ন্যায় সামান্য উঁচু হবে। তবে সেটির ওপর মাটি, পাথর বা ইট দিয়ে ঘর বানানো যাবে না। কেননা, শরিয়তে এটা নিষিদ্ধ।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, কবরের ওপর বসতে এবং কবরের ওপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম তিরমিজিও হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ .

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরসমূহ পাকা করতে, সেগুলোর ওপর লিখতে, ঘর বানাতে এবং পদদলিত করতে বারণ করেছেন।

ইমাম তিরিমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাদিসটি হাসান সহিহ।

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ কবর পাকা করাকে মাকরুহ বলেছেন। কারণ, এটা অপ্রয়োজনীয় এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য মাত্র; আর কবর হলো পরকালের ঘাঁটি, জাগতিক সৌন্দর্যের স্থান নয়। কবরে তো মৃত ব্যক্তিকে সুন্দর করবে তার আমল।

আবু হাইয়াজ আল-আসাদি বলেছেন—'আমাকে হজরত আলি বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কাজে প্রেরণ করব না—যে কাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা হলো :

أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

প্রতিটি প্রতিমাকে মিশিয়ে ফেলবে এবং উঁচু কবরকে সমান করে দেবে।

নেককার হলেও কবরে কঠোরতা হবে

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.

(সাআদ ইবনু মুয়াজ) এমন ব্যক্তি—যার মৃত্যুতে আরশ প্রকম্পিত হয়েছে, তার জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপরও কবর তাকে জাপটে ধরেছিল, অতঃপর তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে।[৪০]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'নিশ্চয় কবরের রয়েছে প্রচণ্ড চাপ, যদি কেউ সেই চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে, তাহলে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি হলেন সাআদ ইবনু মুয়াজ।'[৪১]

লাহাদ কবর

সুন্নত কবর দুই ধরনের হয়ে থাকে। লাহাদ ও শাক্ক। লাহাদ কবর হলো—শক্ত জমিন হলে কবর গভীরভাবে খনন করার পর কবরের পশ্চিম পার্শ্বে গর্ত করে সেখানে লাশ রাখা হয়; এটা সরাসরি নিচের দিকে খনন করার চেয়ে উত্তম। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাহাদ কবরকেই পছন্দ করেছেন।[৪২]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

---

[৪০] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯১, হাদিস : ২০২৮।

[৪১] *মুসনাদু আহমদ*, খণ্ড : ৪৯, পৃষ্ঠা : ৩০৪, হাদিস : ২৩১৪৮।

[৪২] কবর খনন ও লাশ দাফন-কাফনের সুন্নত তরিকা বিজ্ঞ কোনো আলেমের কাছ হতে সরাসরি দেখে শেখা দরকার।—অনুবাদক

লাহাদ কবর আমাদের জন্য, আর শাক্ক (সোজা খননকৃত) কবর অন্যদের জন্য।[৪৩]

আমর ইবনু মুররা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—তারা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় নিচের দুআ পাঠ করাকে মুস্তাহাব মনে করতেন—

اَللّٰهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

হে আল্লাহ, তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে মুক্তি দাও!

দাফন ও দুআর পর কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা

ইবনু শিমাসা আল-মিহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমরা এমন সময় আমর ইবনুল আসের কাছে উপস্থিত হলাম, যখন তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। এই হাদিসের একপর্যায়ে বলা হয়েছে—(আমর ইবনুল আস বলেছেন) যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার ওপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে; এবং আমার কবরের পার্শ্বে এতটুকু সময় দাঁড়িয়ে থাকবে—যতটুকু সময়ের মাঝে উট জবাই করে তার মাংস বণ্টন করা যায়, যেন আমি তোমাদের সংস্পর্শ আতঙ্কমুক্ত হয়ে দেখতে পাই যে—আমার রবের দূতদেরকে কী দিয়ে ফেরত পাঠালাম।[৪৪]

ইমাম আজুরি রাহিমাহুল্লাহ *কিতাবুন-নাসিহাহয়* বলেছেন, মৃতকে দাফন ও তার জন্য দুআ করার পর কবরের দিকে মুখ করে মাইয়েতের অবিচলতার জন্য অবস্থান করা মুস্তাহাব। তার জন্য এভাবে দুআ করবে :

اَللّٰهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِه مِنَّا وَ لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا وَ قَدْ أَجْلَسْتَه لِتَسْأَلَه اَللّٰهُمَّ فَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْاٰخِرَةِ كَمَا ثَبَّتَه بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا تَضِلَّنَا بَعْدَه وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَه.

হে আল্লাহ, এটা তোমার বান্দা। তুমি তার ব্যাপারে আমাদের চেয়ে অধিক জানো। আমরা কেবল তার ভালোর দিকগুলোই জানি। তুমি তাকে

---

[৪৩] *সুনানু আবু দাউদ*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫, হাদিস : ২৭৯৩; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০, হাদিস : ১৫৪৩; *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৯৫, হাদিস : ৯৬৬, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন।

[৪৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০৪, হাদিস : ১৭৩।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বসিয়েছ। হে আল্লাহ, তাকে পরকালে দৃঢ় কালিমার (ঈমানের) মাধ্যমে অবিচল রাখো, যেভাবে তাকে ইহকালে দৃঢ় কালিমার (ঈমানের) মাধ্যমে অবিচল রেখেছিলে। হে আল্লাহ, তার প্রতি রহম করো এবং তাকে তার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত করো। তার অবর্তমানে আমাদেরকে গোমরাহ করো না এবং তার প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না।

জ্ঞাতব্য: কারও ইন্তেকালের পর স্বজনদের কর্তব্য হলো, তার জন্য সবর করা, উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি না করা এবং তার মাগফিরাতের জন্য দুআ করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যারা গাল চাপড়ায়, কাপড় ফাঁড়ে এবং জাহালাতের যুগের মতো চিৎকার করে তারা আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৪৫]

আবু বুরদা ইবনু আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন, এমনকি এ কারণে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখন তার মাথা তার পরিবারের কোনো এক নারীর কোলে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে তার পরিবারের অন্য একজন মহিলা চিৎকার করতে লাগল। তাকে তিনি কোনো কথার উত্তর দিতে পারছিলেন না। জ্ঞান ফিরে আসার পর আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—যেসব বিষয় থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্ত, তা থেকে আমিও মুক্ত। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব নারীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন—যারা চিৎকার করে কাঁদে, মাথা মুণ্ডায় এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।[৪৬]

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াজিদ এবং আবু বুরদাহ ইবনু আবু মুসা বলেছেন—আবু মুসা অজ্ঞান হলেন। তখন জনৈক মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। দুজন বর্ণনাকারী বলেন—তারপর আবু মুসা জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন—তুমি কি জানো না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আমি ওই ব্যক্তি থেকে মুক্ত—যে মৃত্যুর কারণে মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলে, চিৎকার করে কাঁদে এবং (কাপড় বা শরীর) ফাঁড়ে।'[৪৭]

---

[৪৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪১, হাদিস : ১২১২।
[৪৬] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ১২৯৬; *সহিহু মুসলিম*, হাদিস : ১০৪।
[৪৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭১. হাদিস : ১৫০।

কবরে প্রশ্ন এবং আজাব থেকে আশ্রয় চাওয়া

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ . ـأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ .

বান্দাকে কবরে রাখার পর যখন তার সঙ্গীরা ফিরে যেতে থাকে, তখনো সে সঙ্গীদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, ইতিমধ্যে দুজন ফিরিশতা এসে তাকে বসায়। তারপর সেই দুই ফিরিশতা বান্দাকে বলেন—মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের এই লোকটির ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কী? বান্দা মুমিন হলে জবাব দেয়—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসুল। এরপর তাকে বলা হয়—তুমি তোমার জাহান্নামের ঠিকানাটা দেখো! তবে আল্লাহ তোমার সেই ঠিকানাকে জান্নাত দ্বারা পাল্টে দিয়েছেন। তখন সে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই দেখতে পায়। কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের সামনে আলোচনা করা হয়েছে যে, তার জন্য কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।[৪৮] আর কাফির ও মুনাফিক বলবে, জানি না; লোকজন যা বলত আমি তা বলতাম কি না! সুতরাং তাকে বলা হবে—তুমি জানো না, তুমি পড়োওনি। তারপর লোহার গুর্জ দ্বারা তার দুই কানের মাঝে আঘাত করা হবে। যার কারণে সে এত বিকট শব্দে চিৎকার করবে যে, মানুষ ও জিন ছাড়া সবাই তা শুনতে পারবে।[৪৯]

[৪৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৬৫, হাদিস : ১২৮৫।
[৪৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১১৩, হাদিস : ১২৫২।

মাইয়েতের রুহ কবজ এবং তার কবরের অবস্থা

বারা ইবনু আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—আমরা জনৈক আনসারির জানাযায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাত্রা করলাম। একপর্যায়ে আমরা কবরের কাছে পৌঁছলাম। কবরটি লাহাদ কবর ছিল না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন, আমরাও তাঁর পাশে বসলাম। চারদিকে ছিল নীরবতা, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। আমর ইবনু সাবিত এবং আবু আওয়ানার বর্ণিত শব্দের মাঝে সামান্য বেশকম আছে, তবে অর্থ ও মর্ম একই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চোখ উঁচু করে আকাশের দিকে দেখছিলেন, আবার কখনো চোখ নিচু করে জমিনের দিকে দেখছিলেন। তারপর বললেন—

'আমি কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এই কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। তারপর বললেন—মুমিন বান্দা যখন পৃথিবীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরকালের দিকে যাত্রা করতে শুরু করবে, তখন একজন ফিরিশতা এসে তার শিয়রে বসে বলবে—হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর ক্ষমা এবং তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি যাত্রা করো। সুতরাং তার প্রাণ দেহ থেকে এমনভাবে বের হবে, যেন বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়। জান্নাত থেকে শুভ্র অবয়ব-বিশিষ্ট ফিরিশতামণ্ডলী অবতরণ করবে, যাদের চেহারাগুলো হবে সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। তাদের কাছে থাকবে জান্নাতি কাফন ও মেহেদি। তারা সে ব্যক্তির সম্মুখে বসবে। ফিরিশতা যখন তার প্রাণ কবজ করবে, এক মুহূর্তের জন্যও তাকে তার হাতে ছাড়বে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

> তাকে আমার দূতগণ (ফিরিশতামণ্ডলী) মৃত্যু দিয়েছে, তবে তারা বাড়াবাড়ি করেনি। [সুরা আনআম, আয়াত : ৬১]

সুতরাং তার প্রাণটি সুঘ্রাণের ন্যায় বের হবে যা অনুভব করা যাবে। এরপর তাকে নিয়ে ফিরিশতারা ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। আকাশ ও জমিনের প্রতিটি বাহিনী—যাদের কাছ দিয়েই (এই রুহ বহনকারী ফিরিশতারা) অতিক্রম করবে, তারা বলবে—এই রুহ-প্রাণটি কার? তার সুন্দর নাম নিয়ে বলা হবে—অমুক। এভাবে তারা দুনিয়ার আকাশের দরজার কাছে যখন পৌঁছবে, সুতরাং তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে। এভাবে প্রতিটি আকাশের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতারা তাকে সম্ভাষণ জানাবে। একপর্যায়ে সপ্তম আকাশে পৌঁছে যাবে। তখন বলা হবে—তার আমলনামাকে ইল্লিয়্যিনে লিখে দাও! আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۞ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۞ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ

আপনি জানেন 'ইল্লিয়্যিন' কী? এটা লিপিবদ্ধ খাতা, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। [সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৯-২১]

তার আমলনামাকে ইল্লিয়্যিনে লিখে দেওয়া হবে। তারপর বলা হবে—তাকে জমিনে ফিরিয়ে দাও! কারণ, আমি তাদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি—তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতে ফিরিয়ে দেবো এবং তাদেরকে আবার মাটি থেকেই পুনরুত্থিত করব। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তাকে জমিনে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তার রুহকে তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর পাষণ্ড দুজন ফিরিশতা তার কাছে আসবে, অতঃপর তাকে ঝাঁকি দিয়ে উঠিয়ে বসাবেন তারপর জিজ্ঞেস করবে—তোমার রব কে? তোমার দ্বীন-ধর্ম কী? এবং তোমার নবি কে? সে জবাব দেবে—আমার রব আল্লাহ এবং আমার দ্বীন ইসলাম। তখন ফিরিশতা দুজন জিজ্ঞেস করবে—তোমাদের মাঝে প্রেরিত এই মানুষটির ব্যাপারে কী বলবে? সে বলবে—তিনি আল্লাহর রাসুল। তখন ফিরিশতারা জিজ্ঞেস করবে—তুমি কীভাবে জানলে? সে বলবে, তিনি আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে প্রমাণসহ আগমন করেছিলেন। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যায়ন করেছি। বিষয়টি আল্লাহ তাআলা এভাবে বলেছেন—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ.

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ইহকালে ও পরকালে দৃঢ় কথার (কালিমার) মাধ্যমে অবিচল রাখবেন। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ২৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আকাশ থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দেবেন—আমার বান্দা সত্য বলেছে, সুতরাং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের ঠিকানা দেখিয়ে দাও! তার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার আমলকে সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট, সুঘ্রাণযুক্ত এবং সুন্দর কাপড় পরিহিত মানুষের রূপে উপস্থাপন করা হবে। সে বলবে—তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো সে বিষয়গুলোর—যা আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য প্রস্তুত করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং এমন বাগিচাসমূহের সুসংবাদ গ্রহণ করো—যা নিয়ামতে পরিপূর্ণ। সে জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহ কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন! তুমি কে? তোমার চেহারা তো এমন যা, কল্যাণই নিয়ে এসেছে। তখন মানুষরূপী আমল বলবে—এটা তোমার সাথে প্রতিশ্রুত দিন এবং তোমার সাথে

প্রতিশ্রুত বিষয়। আমি তোমার নেক আমল। আল্লাহ তাআলার কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর আনুগত্যে পেয়েছি দ্রুতগামী আর আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি পেয়েছি মন্থর। অতএব, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তখন বান্দা বলবে—হে আমার রব! কিয়ামত সংঘটিত করো, যেন আমি নিজের পরিবার ও সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি মৃত ব্যক্তি পাপাচারী হয় এবং সে ইহকালকে বিদায় জানিয়ে পরকালের যাত্রার জন্য অপেক্ষায় থাকে, তখন জনৈক ফিরিশতা এসে তার শিয়রে বসে বলবে, হে নোংরা আত্মা! বের হ! সুসংবাদ গ্রহণ কর আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধের! অতঃপর আগুনের চট নিয়ে কৃষ্ণ চেহারা-বিশিষ্ট একদল ফিরিশতা অবতরণ করবে। ফিরিশতারা তাকে মুহূর্তকাল অবকাশ না দিয়ে তার প্রাণ সংহার করার জন্য প্রস্তুত হবে। তখন তার প্রাণটি গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যার কারণে ফিরিশতা তাকে জোরপূর্বক সংহার করেন। ফলে তার শরীরের শিরা-উপশিরা এবং রগগুলো ছিঁড়ে যায়। যেন ভেজা চামড়ার ভেতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর ফিরিশতারা সেগুলো ধরে খুব জোরে টান দেন। ফলে দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা বাতাসের মতো বের হয়ে আসে। যার কারণে আকাশ ও জমিনের যে অঞ্চল দিয়েই অতিক্রম করে, সেখানকার অধিবাসীরা বলে—এই নোংরা প্রাণটি কার? তারা মৃত ব্যক্তির নিকৃষ্টতর নামগুলো নিয়ে বলবে—অমুকের। এভাবে যখন তারা প্রথম আকাশের কাছে পৌঁছে যায়, তার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। আল্লাহ তাআলা বলবে—তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও! আমি তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতে ফিরিয়ে দেবো এবং আরেকবার মাটি থেকেই পুনরুত্থিত করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সুতরাং তাকে আকাশ থেকে ছুড়ে মারা হয়। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۰

এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরিক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। [সুরা হজ, আয়াত : ৩১]

তাকে জমিনে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং প্রাণটাকে তার শরীরে প্রবেশ করানো হবে। এরপর শক্তিশালী দুজন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসাবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে—তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? সে বলবে—আমি জানি না। ফিরিশতা দুজন আবার জিজ্ঞেস করবে—তোমাদের মাঝে প্রেরিত (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই লোকটির ব্যাপারে কী বলবে? সে নবিজির নাম জানবে না, সুতরাং বলবে—আমি জানি না, তবে লোকজনকে এমন এমন কথা বলতে শুনেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সুতরাং তাকে বলা হবে—তুই ব্যর্থ। অতএব, তার কবরকে সংকুচিত করা হবে, যার কারণে তার পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরের মাঝে ঢুকে পড়বে। তার বদআমলকে এমন একজন মানুষের রূপ দেওয়া হবে—যার চেহারা হবে কুশ্রী, শরীর থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হবে এবং তার পোশাক হবে নিকৃষ্ট। ওই লোকটি তাকে বলবে—আল্লাহর আজাব এবং তার অসন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তখন সে মানুষরূপী আমলকে বলবে, কে তুমি—যে নিকৃষ্ট বিষয় নিয়ে এসেছ? তখন মানুষরূপী আমল বলবে, আমি তোর বদআমল। আল্লাহর কসম, আমি তোকে আল্লাহর আনুগত্যে পেয়েছি মন্থর আর তার অবাধ্যতায় পেয়েছি অগ্রগামী।

অপর হাদিসে বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

فَيُقَيَّضُ لَهُ مَلَكٌ أَصَمُّ أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ تُرَابًا - أَوْ قَالَ: رَمِيمًا - فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا الْخَلَائِقُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى.

তার ওপর নিযুক্ত করা হবে বধির ও মূক এমন একজন ফিরিশতাকে—যার হাতে থাকবে লোহার গুর্জ। যদি তা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা যায়, তাহলে তা মাটিতে পরিণত হবে। সে গুর্জ দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে, যার শব্দ মানুষ ও জিন ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই শুনতে পারবে। আবার তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আবার আঘাত করা হবে। (এভাবে চলতেই থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত।)[৫০]

---

[৫০] *মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৮, হাদিস : ৭৮২।

মুমিনের আমল অনুপাতে কবরে প্রশস্ততা হবে

বুখারি ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا

কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করা হবে।[৫১]

সুনানুত তিরমিজিতে বর্ণিত আছে—

يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ

তার জন্য কবরকে সত্তর বর্গগজ প্রশস্ত করা হবে।[৫২]

বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে বর্ণিত আছে—

مَدَّالْبَصَرِ

দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হবে।[৫৩]

আলি ইবনু মাবাদ মুআজাহ বলেন, আমি আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, আপনি কি আমাদের কবর সম্পর্কে অবহিত করবেন না যে, সেখানে আমরা কেমন পরিস্থিতির শিকার হব এবং আমাদের সাথে কী আচরণ করা হবে? আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন—মুমিন হলে তার কবরকে সত্তর গজ প্রশস্ত করা হবে।

আমি বলব—এটা হবে কবরকে সংকোচন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পর। আর কাফিরের কবর সর্বদা সংকুচিতই থাকবে।

আমরা আল্লাহর কাছে ইহ ও পরকালীন ক্ষমা এবং শান্তি প্রার্থনা করছি।

কবরের আজাব সত্য ও কাফিরের আজাবের বিভিন্নতা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا

[৫১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩১, হাদিস : ৫১১৫।
[৫২] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৭, হাদিস : ৯৯১।
[৫৩] *মুসনাদুত তায়ালিসি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৮, হাদিস : ৭৮২।

এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে। [সুরা তোহা, আয়াত : ১২৪]

আবু সাইদ খুদরি এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন— আয়াতে উল্লেখিত 'ضَنْكًا' শব্দ দ্বারা কবরের আজাব উদ্দেশ্য।

কুরআন কারিমে আরও বলা হয়েছে—

গুনাহগারদের জন্য এ ছাড়া আরও আজাব রয়েছে। [সুরা তুর, আয়াত : ৪৭]

সেটা হলো কবরের আজাব। কারণ, আল্লাহ তাআলা এ কথাটি বলেছেন নিম্নোক্ত কথাটির পর-ই :

তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের ওপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। [সুরা তুর, আয়াত : ৪৫]

এই দিনটি পার্থিব দিনগুলোর শেষদিন। যা প্রমাণ করে যে, তারা যেই আজাবে আক্রান্ত হবে সেটি হলো কবরের আজাব। এজন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিষয়টি জানে না। [সুরা তুর, আয়াত : ৪৭]

কেননা, কবরের আজাবটি গায়েব-অদৃশ্য। তাইতো আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

আর কঠিন শাস্তি ফিরাউনের লোকজনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। কবরে সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে—সেদিন (ফিরিশতাদেরকে) বলা হবে ফিরাউনের জনগোষ্ঠীকে কঠিন আজাবে প্রবিষ্ট করো। [সুরা গাফির, আয়াত : ৪৫-৪৬]

এ আয়াতের উল্লেখিত আজাব বলতে জাহান্নামের আজাব নয়, বরং কবরের আজাব উদ্দেশ্যে—যা বরজখের জগতে হবে। জাহান্নামের আজাব হবে হিসাব-কিতাবের পর।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন—

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

অতিসত্বর জানতে পারবে। [সুরা তাকাসুর, আয়াত : ৩]

এই আয়াতে মানুষের ওপর অবতীর্ণ কবরের আজাবের কথা বলা হয়েছে।

তারপরের আয়াত—

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

তারপর আবার খুব দ্রুতই জানতে পারবে। [সুরা তাকাসুর, আয়াত : ৪]

এই আয়াতে পরকালে হিসাব-কিতাবের পর জাহান্নামের আজাবের কথা বলা হয়েছে। একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে দুই অবস্থার জন্য।

জির ইবনু হুবাইশ আলি থেকে বর্ণনা করেছেন—আমরা কবরের আজাব সম্পর্কে সন্দেহ করছিলাম, তখন সুরা তাকাসুরের এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে—

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ .

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। কখনো না (এটা ঠিক নয়), তোমরা দ্রুতই (তা) জানতে পারবে। তারপর কখনো না (তারপরও বলি এটা ঠিক নয়। আর তা), তোমরা খুব দ্রুতই জানতে পারবে। [সুরা তাকাসুর, আয়াত :১-৩]

অর্থাৎ অতি শিগগির তোমরা কবরে জানতে পারবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—কাফিরদের জন্য তাদের কবরকে সংকুচিত করা হবে, যার কারণে তার উভয় পাঁজরের হাড়গুলো পরস্পরের মাঝে ঢুকে যাবে। এটাই হলো সংকটময় জীবন (مَعِيْشَةً ضَنْكًا)।

কবরের আজাব এবং পাপীদের পাপভেদে আজাবের কম-বেশ

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন—'দুজনকেই আজাব দেওয়া হচ্ছে; তবে বড় কোনো পাপের কারণে নয়! বরং তাদের একজন চোগলখোরি করত এবং অন্যজন পেশাব থেকে বেঁচে থাকত না। সুতরাং তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দু ভাগ করলেন। তারপর দুই কবরে দুটি গেড়ে দিলেন। অতঃপর বললেন—হয়তো শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত তাদের আজাবকে হালকা করা হবে।'[৫৪]

[৫৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪৮, হাদিস : ১২৭৩; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪৭, হাদিস : ৪৩৯।

সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ফজরের) নামাজ আদায় করার পর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ কি রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? সামুরা বলেন, যদি কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকত, তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তা বলত। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন। সুতরাং একদিন আমরা কোনো একটি বিষয়ে জানতে চাইলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন, তোমাদের কেউ কি আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম—না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—কিন্তু আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখেছি—দুজন লোক আমার কাছে এসে আমার হাত ধরল। অতঃপর আমাকে একটি পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম—একজন লোক বসে আছে, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে, যার হাতে রয়েছে লোহার কাঁচি। দণ্ডায়মান লোকটি উপবিষ্ট লোকের চোয়ালের ভেতর কাঁচিটি ঢুকিয়ে দিয়ে (ফেঁড়ে) পেছন দিক পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তারপর অন্য চোয়ালের সাথেও যখন এমন আচরণ করছে, তখন পূর্বের চোয়াল ভালো হয়ে যাচ্ছে। তারপর পূর্বের চোয়ালের সাথে আবারও এমন করা হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী হচ্ছে এগুলো? লোক দুজন বলল—সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনে চলতে লাগলাম।

একপর্যায়ে আমরা চিত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, যার শিয়রে পাথর হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দণ্ডায়মান লোকটি পাথর দিয়ে শায়িত ব্যক্তির মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে, যার কারণে মাথা ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি গিয়ে দূরে পড়ছে। লোকটি যখন পাথর আনতে যাচ্ছে, ইতিমধ্যে শায়িত ব্যক্তির মাথা পূর্বের মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ানো লোকটি আবারও তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপার কী? লোক দুটি বলল—সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনে চলতে লাগলাম।

একসময় আমরা চুলা সদৃশ একটি সুরঙ্গের কাছে পৌঁছলাম। যার ওপরের দিক সংকীর্ণ এবং নিচের দিক প্রশস্ত। যার ভেতরে জ্বলছে আগুন। আগুন যখন প্রজ্বলিত হতে হতে ওপরের দিকে আসত—চুলা থেকে বের হয়ে আসার উপক্রম হয়ে যেত। অতঃপর যখন নিভে গেলে আগুন নিচের দিকে নেমে যেত। সেই সুরঙ্গের মধ্যে উলঙ্গ অনেক নারী-পুরুষ ছিল।

আমি জানতে চাইলাম—ঘটনা কী? লোক দুজন বলল—সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনের দিকে চললাম।

একপর্যায়ে আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। যার কিনারে পাথর হাতে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আর নদীর মাঝখানে রয়েছে আরেকজন মানুষ; সে যখন কিনারার দিকে এগিয়ে এসে নদী থেকে উঠে আসতে চাইত, কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি হাতের পাথরটি তার দিকে নিক্ষেপ করত। যার আঘাতে লোকটি আবার নদীর মাঝে ঠিক পূর্বের স্থানে ফিরে যেত। যখনই সে নদী থেকে উঠে আসার চেষ্টা করত, তখনই তাকে পাথর মেরে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হতো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপার কী? তারা দুজন বলল—সামনে চলুন! সুতরাং আমরা সামনের দিকে চলতে লাগলাম।

একপর্যায়ে আমরা একটি সবুজ বাগানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে রয়েছে বিশাল একটি গাছ। গাছের নিচে রয়েছেন একজন বৃদ্ধ এবং অনেকগুলো শিশু। ওদিকে গাছটির কাছেই আরেকজন মানুষের হাতে রয়েছে আগুন, সে তাকে প্রজ্বলিত করছে। আমার সাথে থাকা লোক দুজন আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। এবং আমাকে নিয়ে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করল! আমি এরচেয়ে সুন্দর ঘর কখনো দেখিনি। সেখানে অনেক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং শিশু রয়েছে। তারপর আমাকে সেখান থেকে বের করে গাছের আরও ওপরের দিকে নিয়ে গেল। অতঃপর আমাকে আরও সুন্দর ও উত্তম একটি ঘরে প্রবেশ করালো। সেখানেও রয়েছে অনেক বৃদ্ধ এবং যুবক।

আমি বললাম—তোমরা আমাকে সারারাত ঘোরালে। এবার আমাকে বলো—আমি এগুলো কী দেখলাম!?

তারা দুজন বলল—হাঁ বলছি। আপনি যার চোয়াল চিড়তে দেখেছেন, সে মিথ্যুক, মিথ্যা কথা বলত। এভাবেই তার চোয়াল চিড়তে চিড়তে পেছনের অংশ পর্যন্ত চিড়ে ফেলা হবে। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এমন আচরণ করা হবে।

আপনি যার মাথা বিদীর্ণ করতে দেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে কুরআন শিখিয়েছেন। সে রাতে ঘুমিয়েছে, দিনের বেলা আমল করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এমন আচরণ করা হবে।

আপনি যাদেরকে সুরঙ্গে দেখেছেন, তারা ব্যভিচারী। আর যাকে নদীতে দেখেছেন, সে হলো—সুদখোর।

গাছের নিচের বৃদ্ধ লোকটি হলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তার চারপাশের শিশুগুলো মানুষের সন্তান। আর অগ্নি প্রজ্বলনকারী লোকটি হলেন জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতা মালেক। প্রথম ঘরটি সাধারণ মুমিনদের এবং এই দ্বিতীয় ঘরটি শহিদদের। আর আমি হলাম জিবরাইল এবং তিনি হলেন মিকাইল। আপনি মাথা উঠান! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আমি মাথা উঠালাম। দেখলাম—আমার মাথার ওপর মেঘমালার ন্যায়। জিবরাইল ও মিকাইল বললেন—এটা আপনার ঠিকানা। আমি বললাম—আমাকে ছেড়ে দাও, আমার বাড়িতে যাব। তারা বললেন—আপনার আয়ু এখনো অবশিষ্ট আছে, পূর্ণ হয়নি। যদি আয়ু পূর্ণ করতেন, তাহলে সেখানে প্রবেশ করতে পারতেন।'[৫৫]

কবরের আজাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন, তখন আমার কাছে জনৈক ইহুদি নারী উপস্থিত ছিল। মহিলাটি বলছিল, আপনারা তো কবরের ব্যাপারে ফিতনায় আক্রান্ত হবেন। তার কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিউরে উঠে বললেন—

إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ .

ইহুদিরাই ফিতনায় আক্রান্ত হবে।

---

[৫৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৩, হাদিস : ১২৯৭।

নোট: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, বুখারির এই হাদিস থেকে কবরের আজাবপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা যাবে না। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, তবে নবিদের স্বপ্ন ওহি। প্রমাণ কুরআন কারিমের আয়াত। যেখানে বলা হয়েছে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বললেন—

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى

হে আমার পুত্র, আমি স্বপ্নে দেখলাম—তোমাকে জবাই করছি। তোমার সিদ্ধান্ত কী?

পুত্র বললেন—

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

হে আমার পিতা, আপনি নির্দেশ পালন করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। [সুরা সাফফাত, আয়াত : ১০২]

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এর কয়েকদিন পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হয়েছে—তোমরা কবরের ব্যাপারে ফিতনায় আক্রান্ত হবে।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দুআ করতেন—

> اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .
>
> হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আজাব থেকে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং প্রতিশ্রুত দাজ্জালের ফিতনা থেকে।[৫৬]

মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায়

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলেছেন, গতকালই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বদরি কাফিরদের হতাহত হয়ে ধরাশায়ী হওয়ার স্থান দেখিয়ে বলেছেন—আগামীকাল অমুক এখানে ধরাশায়ী হবে, অমুক এখানে ধরাশায়ী হবে; ইনশাআল্লাহ। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমানা অঙ্কন করেছিলেন, তা একটুও লঙ্ঘিত হয়নি। উমর বলেন, নিহত কাফিরদেরকে কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যাদের একে অন্যের ওপর পড়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কূপের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন—

'অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কৃত প্রতিজ্ঞার সত্যায়ন পেয়েছ? আমি তো আমার সাথে কৃত আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতির সত্যায়ন পেয়েছি। উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি প্রাণহীন শরীরের সাথে কীভাবে কথা বলছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আমি যা বলছি তাদের (নিহতদের) চেয়ে তোমরা তা বেশি শুনতে পাও না! তবে তারা আমার কোনো কথার জবাব দিতে পারে না।'[৫৭]

---

[৫৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ১২৮৮।
[৫৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৬, হাদিস : ৫১২০।

কবরের ভয়াবহতা, ফিতনা এবং আজাব থেকে মুক্ত ব্যক্তি

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

একদিন একরাত (মুসলিম রাষ্ট্র এবং ইসলামি রাষ্ট্রের) সীমান্ত প্রহরা দেওয়া একমাস রোজা রাখা ও নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। যদি সে এ-অবস্থায় মারা যায়, তাহলে যে কাজ সে করত তার (আমলনামায়) সেই আমলের সওয়াব জারি থাকবে, তার (কবরে) রিজিক প্রদান করা হবে এবং (জাগতিক) ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৫৮]

সীমান্ত প্রহরা দেওয়া ওই সমস্ত নেককাজের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম—যেগুলোর সওয়াব মৃত্যুর পরও জারি থাকে।

নোট: মোটকথা, কবরের আজাব সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহু সহিহ হাদিস বর্ণিত আছে, যেগুলোর বিপরীত কোনো হাদিস নেই এবং যেগুলোকে দূষিত করার মতো কোনো কারণও নেই।

ইতিপূর্বে আলোচিত হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে—কবরে কাফিররা ফিতনায় আক্রান্ত হবে। তারাও জিজ্ঞাসিত হবে, লাঞ্ছিত হবে এবং আজাব দেওয়া হবে।

আবু মুহাম্মদ আবদুল হক বলেছেন—জেনে রাখবেন, কবরের আজাব কাফিরের সাথে নির্ধারিত নয়, মুনাফিক-কপটদের ওপর ক্ষান্ত নয়; বরং একদল মুমিনও কবরের আজাবে আক্রান্ত হবে। প্রত্যেককেই নিজ-নিজ আমল অনুপাতে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ভুল ও পদস্খলনের সমপরিমাণ আজাব ভোগ করতে হবে; যদিও সেই হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারে।

আবু উমর ইবনু আবদুল বার তদীয় গ্রন্থ *'কিতাবুত-তামহিদ'*-এ বলেছেন, বর্ণিত হাদিসগুলো প্রমাণ করে—কবরের ফিতনা তথা সুওয়াল-জওয়াব কেবল মুমিন ও মুনাফিকদেরকেই আক্রান্ত করবে—যারা পৃথিবীতে কিবলামুখী ও দ্বীন ইসলামের অনুসারী বলে সম্বোধিত, যারা শাহাদতের পথে নিজেদের শরীরের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। আর কাফিররা তো দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারকারী বাতিল। তাদেরকে তো কবরে তাদের রব, তাদের দ্বীন এবং তাদের নবি সম্পর্কে প্রশ্নই করা হবে না (বরং তাদেরকে সরাসরি আজাবে নিক্ষেপ করা হবে)। এগুলো সম্পর্কে তো কেবল মুমিন-মুসলিমকেই জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে অবিচল রাখবেন এবং বাতিলরা হবে বিধ্বস্ত।

[সুতরাং কবরে কাফিরদের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে দুইটা মত পেলাম। এক মতে জিজ্ঞাসা করা হবে; অপর মতে জিজ্ঞাসা করা হবে না। তবে কাফিরদের কবরে আজাব হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য ও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আজাব অবধারিত।—অনুবাদক]

[৫৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৬, হাদিস : ৩৫৩৭।

সীমান্ত প্রহরীর প্রতিদান কিয়ামতের দিন বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

'সীমান্ত প্রহরা দেওয়ার কাজের সওয়াব তার আমলনামায় অব্যাহত থাকবে।'

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সীমান্ত পাহাড়া দেওয়া অবস্থায় মারা যাবে, তাহলে পূর্ব হতে যে নেককাজগুলো সে করত—সেগুলোর সওয়াব জারি রাখা হবে, তার রিজিক জারি রাখা হবে, তাকে ফিতনাকারীদের থেকে নিরাপদ রাখা হবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ করে পুনরুত্থিত করবেন।'[৫৯]

মৃত ব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় তার গন্তব্য দেখানো হয়

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, প্রত্যেহ সকাল-সন্ধ্যা তার সামনে তার ঠিকানা বা গন্তব্য উপস্থাপন করা হয়। যদি সে জান্নাতি হয় তাহলে জান্নাতের ঠিকানা, আর যদি জাহান্নামি হয়, তাহলে জাহান্নামের ঠিকানা। এরপর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার গন্তব্য। এরপর আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।[৬০]

আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর করুণা ও দয়ার ওসিলায় কবরের আজাব ও শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই!

---

[৫৯] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৬৮, হাদিস : ২৭৫৭।

[৬০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৩, হাদিস : ১২৯০; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৬, হাদিস : ৫১১০।

শহিদদের রুহ জান্নাতে যাবে

মাসরুক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম—

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۔

> আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে করো না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৯]

জবাবে তিনি বললেন—আমরাও এই আয়াতটি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—

'শহিদগণের রুহগুলো সবুজ পাখির পেটে থাকবে। তাদের জন্য আরশের সাথে অনেক প্রদীপ ঝুলন্ত থাকবে। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তারপর সেই প্রদীপের কাছে ফিরে আসবে। হঠাৎ তাদের রব তাদের সামনে আসবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন—তোমরা কি কিছু চাও! তারা বলবে—আমরা কী চাইব? আমরা তো জান্নাতে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারছি! আল্লাহ তাআলা তিনবার তাদেরকে এভাবে জিজ্ঞেস করবেন। যখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে এভাবে জিজ্ঞেস করা হতেই থাকবে, তখন তারা বলবে—হে আমার রব! আমরা চাই যে, আপনি আমাদের প্রাণগুলো আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দেবেন! যেন আমরা আরেকবার আপনার পথে নিহত হতে পারি। আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, তখন জিজ্ঞেস করা বন্ধ করবেন!'[৬১]

শহিদের প্রকার, বিধান এবং শাহাদতের অর্থ

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৬১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৭২, হাদিস : ৩৫০০।

اَلشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرَقِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ

আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদত রয়েছে—মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহিদ, বিধ্বস্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহিদ, হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ এবং গর্ভবতী অবস্থায় মৃত নারী শহিদ।[৬২]

সাইদ ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো সে শহিদ, যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য নিহত হলো সে শহিদ, যে নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো সে শহিদ এবং যে ব্যক্তি নিজের পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলো সে শহিদ।'[৬৩]

সুওয়াইদ ইবনু মুকরিন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .

যে ব্যক্তি মাজলুম হয়ে নিহত হয় সে শহিদ।[৬৪]

---

[৬২] *সুনানুন নাসায়ি,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৮৭, হাদিস : ১৮২৩।

নোট: তবে শেষোক্ত প্রকার শহিদের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন—ওই গর্ভবতী নারী যার সন্তান গর্ভে পূর্ণ আকৃতি ধারণ করার পর মারা যায়। কেউ বলেছেন—যে নারী সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্রাব চলাকালীন মারা যায়। চাই সে সন্তান প্রসব হওয়ার পর মারা যাক বা পেটে থাকা অবস্থাতেই মারা যাক। কেউ বলেছেন—যে নারী পুরুষের স্পর্শ পাওয়ার পূর্বেই মারা যায়। কেউ বলেছেন—যে নারী ঋতুবতী হওয়ার পূর্বেই মারা যায়।

[৬৩] *সুনানুত তিরমিজি,* খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩১৫, হাদিস : ১৩৪১; *সুনানুন নাসায়ি,* খণ্ড :১২, পৃষ্ঠা : ৪৬৫, হাদিস : ৪০২৭; *সুনানু আবি দাউদ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৮৮, হাদিস : ৪১৪২। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান-সহিহ বলেছেন।

[৬৪] *সুনানুন নাসায়ি,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৬১, হাদিস : ৪০২৫ (*শরহু সুনানিন নাসায়ি*-তে এই অর্থই বলা হয়েছে।–খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪২৬, হাদিস : ৪০২৮; *হাশিয়াতুস সিন্দি,* খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭, হাদিস : ৪০৯৬।—অনুবাদক)

নোট: শহিদ-এর পারিভাষিক অর্থ হলো, আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তি। শহিদকে শহিদ বলার কারণ হলো, তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

মাটির দেহ মাটি খাবে

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

মানুষের শরীরের প্রতিটি অংশ পুরাতন হয়ে যাবে অর্থাৎ মাটি খেয়ে ফেলবে, কিন্তু একটি অঙ্গ ছাড়া; তা হলো মেরুদণ্ডের নিচের অংশ। এখান থেকেই কিয়ামতের দিন মানুষকে আবার সংগঠিত করা হবে।[৬৫]

নবি ও শহিদদের শরীর মাটি খাবে না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৯]

এজন্য তাদের গোসল দিতে হয় না এবং তাদের জানাযাও পড়তে হয় না। বিষয়টি প্রমাণিত হয় সহিহ হাদিসসমূহের আলোকে প্রতিষ্ঠিত উহুদ ইত্যাদি বিভিন্ন যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। [কিন্তু হানাফি মাযহাব ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে, শহিদদের জানাযার নামাজ পড়া হবে]

আওস ইবনু আওস আস-সাকাফি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৬৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০০, হাদিস : ৫২৫৩; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১৯, হাদিস : ৪২৫৬।

নোট: হাদিসের আরেকটি অংশ—وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ এর ব্যাখ্যা হলো—মানুষের শরীরের এই অংশটিই প্রথম সৃষ্টি করা হয়। তারপর আল্লাহ তাআলা সেটিকে টিকিয়ে রাখবেন, কিয়ামতের দিন আবারও সেখান থেকে মানুষের অবকাঠামো সৃষ্টি করার জন্য।

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ .

দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো জুমার দিন। এ-দিনই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ-দিনই তার মৃত্যু হয়েছে, এ-দিনই শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে এবং কিয়ামতের বিকট শব্দটিও হবে এ-দিনেই। অতএব, এ-দিন তোমরা বেশি বেশি আমার ওপর দরুদ পড়ো! কেননা, তোমাদের দরুদ আমার কাছে উপস্থাপন করা হয়।[৬৬]

বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে আমাদের দরুদ আপনার সামনে উপস্থাপন করা হবে, অথচ আপনি পচে যাবেন? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

আল্লাহ জমিনের ওপর নবিদের শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন।[৬৭]

[৬৬] *সুনানু আবু দাউদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩৯, হাদিস : ৮৮৩; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮৬, হাদিস : ১০৭৫

[৬৭] প্রাগুক্ত। ইবনুল আরাবি বলেছেন—হাদিসটি হাসান।
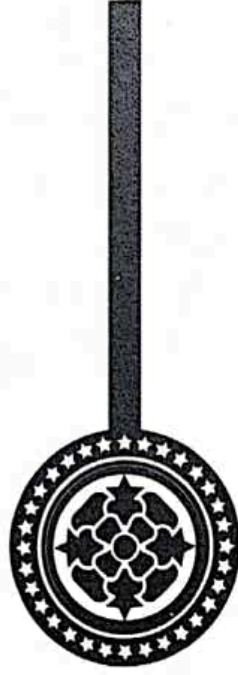
শিঙায় ফুঁৎকার, মানুষ ও জিনের বিনাশ ও পুনরুত্থান

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا

فَيَتَمَثَّلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظِّلُّ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ { وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ } قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ {يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا} وَذَٰلِكَ { يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .

আমার উম্মতের মাঝে দাজ্জাল আসবে। সে চল্লিশ অবস্থান করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না—চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বছর। অতঃপর আল্লাহ ইসা ইবনু মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। যেন তিনি (গঠনগতভাবে) উরওয়া ইবনু মাসউদ। ইসা ইবনু মারইয়াম দাজ্জালকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করবেন। তারপর মানুষ সত্তর বছর এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, দুজনের মাঝে কোনো শত্রুতা থাকবে না। এরপর আল্লাহ সিরিয়ার দিক থেকে শীতল বাতাস প্রেরণ করবেন। সুতরাং পৃথিবীতে যার মাঝে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে সেই মারা যাবে। এমনকি যদি কেউ পাহাড়ের যকৃত-অভ্যন্তরেও প্রবেশ করে, তাহলে সেই বাতাস সেখানেও প্রবেশ করবে এবং সেই প্রবেশকারী মারা যাবে। সুতরাং কেবল নিকৃষ্ট মানুষগুলোই বেঁচে থাকবে;(অনিষ্টকর কাজের প্রতি) যাদের গতি হবে পাখির মতো হালকা এবং হিংস্র প্রাণীর মতো তীব্র।[৬৮] তারা কোনো

[৬৮] হাদিসের এই অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে *'শরহুন নাবাবি আলাল মুসলিম'* থেকে। আরবি পাঠটা এমন—

> ভালোকাজ করবে না, কোনো মন্দকাজ ছাড়বে না। শয়তান তাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে আসবে এবং বলবে, তোমরা কি সাড়া দেবে না? লোকজন জিজ্ঞেস করবে, তুমি কী নির্দেশ করছ? জবাবে সে প্রতিমাপূজার নির্দেশ দেবে। এ-অবস্থাতেই তাদের রিজিক বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জীবন হবে সুন্দর। তারপর শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রত্যেকেই সেই ফুঁৎকারের শব্দকে এমনভাবে শুনবে—যেন তা কানের কাছে থেকে আসছে এবং কানকে উপড়ে ফেলবে। প্রথম যে ব্যক্তি এই শব্দ শুনবে—সে তার উটের (পানি পান করার) হাউজে মাটির প্রলেপ দিতে থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুতরাং সে চিৎকার করতে আরম্ভ করবে, তার সাথে অন্যান্য মানুষও চিৎকার করতে আরম্ভ করবে। তারপর আল্লাহ তাআলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন—যা হবে শিশিরের মতো। যার মাধ্যমে মানুষের শরীরগুলো উদ্গত হবে। তারপর শিঙায় দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেওয়া হবে। 'তখন তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।' [সুরা জুমার, আয়াত:৬৮] তারপর বলা হবে, হে মানুষ! তোমাদের রবের দিকে এসো! 'তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।' [সুরা সাফফাত, আয়াত:২৪] তারপর বলা হবে, আগুনে নিক্ষেপণযোগ্যদেরকে বের করে দাও! তখন বলা হবে, কতজন থেকে? বলা হবে, প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জনকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সেদিনের ব্যাপারেই বলা হয়েছে—'সে-দিনটি শিশুদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে ফেলবে।' [সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ১৭] আরও বলা হয়েছে—'গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ করো। [সুরা কলাম, আয়াত : ৪২][৬৯]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সাহাবায়ে কিরাম বলেছেন, হে আবু হুরাইরা চল্লিশ দিন? আমি অস্বীকার করলাম। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, চল্লিশ মাস? আমি অস্বীকার করলাম। তারা আবার জানতে চাইলেন, চল্লিশ বছর? আমি অস্বীকার করলাম। তারপর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। সুতরাং তারা উদ্ভিদের ন্যায় গজাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মানুষের

(فَيَبْقَى شِرَار النَّاس فِي خِفَّة الطَّيْر وَأَحْلَام السِّبَاع) قَالَ الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ يَكُونُونَ فِي سُرْعَتهمْ إِلَى الشُّرُور وَقَضَاء الشَّهَوَات وَالْفَسَاد كَطَيَرَانِ الطَّيْر ، وَفِي الْعُدْوَان وَظُلْم بَعْضهمْ بَعْضًا فِي أَخْلَاق السِّبَاع الْعَادِيَة .
—*শরহুন নাবাবি আলাল মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৩১, হাদিস : ৫২৩৩।

[৬৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৫।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে কেবল একটি হাড় ছাড়া। অন্য বর্ণনায় আছে—'মানুষের শরীরের প্রতিটি অংশ পুরাতন হয়ে যাবে, কিন্তু একটি অঙ্গ ছাড়া—মেরুদণ্ডের নিচের সর্বশেষ অংশ। এখান থেকেই কিয়ামতের দিন মানুষকে আবার সংগঠিত করা হবে।'[৭০]

আর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কথা—أَبِيتُ "আমি অস্বীকার করলাম" এর মর্ম কী? এর কয়েকটি মর্ম হতে পারে—

১. আমি এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে বিরত থেকেছি। এ বিষয়ে তার ইলম ছিল এবং তা তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন।

২. আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত থেকেছি। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে কোনো ইলম ছিল না।

তবে প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট! আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। তবে তিনি প্রয়োজনবোধ না করার কারণে তার অর্থ বর্ণনা করেননি। আরেকটি কারণ হলো—সেই অর্থটি এমন নয় যে, প্রমাণ স্বরূপ বা দ্বীনের তাবলিগ স্বরূপ তা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; তাই তিনি বলেননি।

রাব্বে কারিম ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হবে

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

আল্লাহ জমিনকে তার হাতে নেবেন, আকাশগুলো তার ডান হাতে দুমড়িয়ে ফেলবেন, তারপর বলবেন—আমিই বাদশাহ; দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?[৭১]

---

[৭০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০০, হাদিস : ৫২৫৩; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১৯, হাদিস : ৪২৫৬।

[৭১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৬, হাদিস : ৪৪৩৮।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আকাশগুলোকে দুমড়িয়ে ফেলবেন, তারপর সেগুলোকে তার ডান হাতে নিয়ে বলবেন—আমিই বাদশাহ, আজ দুনিয়ার জালিম ও অহংকারীরা কোথায়? তারপর বাম হাত দ্বারা জমিনগুলোকে দুমড়িয়ে বলবেন—আমিই বাদশাহ; আজ দুনিয়ার জালিম ও অহংকারীরা কোথায়?[৭২]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> আল্লাহ তাআলা তার আকাশ ও জমিনগুলো নিজের দুহাতে ধারণ করবেন, তারপর বলবেন—আমি আল্লাহ। তারপর নিজের আঙুলগুলোকে সংকুচিত করবেন এবং প্রশস্ত করে বলবেন—আমিই মালিক।

বর্ণনাকারী বলেন—এমনকি আমি মিম্বারের দিকে দেখলাম—মিম্বারের নিচুটা কাঁপছে। যার কারণে আমি সহসাই বলে ফেললাম—মিম্বারটি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে পড়ে যাবে?'[৭৩]

এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করবেন, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন—

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজকের বাদশাহি কার? তারপর নিজের পক্ষ থেকেই জবাব দেবেন—

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

পরাক্রমশালী এক আল্লাহর। [সুরা গাফির, আয়াত : ১৬][৭৪]

---

[৭২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৩, হাদিস : ৪৯৯৫।

[৭৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৪, হাদিস : ৪৯৯৬।

[৭৪] কোনো কোনো তাফসিরে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করার পর রূপার মতো শুভ্র জমিনে জনৈক আহ্বায়ক আহ্বান করবে। সেখানে আল্লাহর অবাধ্যতা করা যাবে না। বলা হবে—আজকের বাদশাহি কার? তখন বান্দারা জবাবে বলবে—পরাক্রমশালী এক আল্লাহর। আবু ওয়াইল হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই তাফসিরটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু জাফর নুহাস এই বর্ণনাটিকে গ্রহণ করে বলেছেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনাটি সহিহ। আর এমন বিষয়ে কিয়াস ও দলিলহীন ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা চাই।

ওয়াকি ফিতির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মুজাহিদকে আল্লাহ তাআলার কালাম—

وَ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ

> তাদের সামনে বরজখ-পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১০০]

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, বরজখ হলো—মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়।

ইমাম শা'বিকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। জবাবে তিনি বললেন, সে দুনিয়াতেও নেই, আখিরাতেও নেই; বরং সে রয়েছে বরজখে। আরবি ভাষায় বরজখ বলা হয়—দুই বস্তুর মাঝের অন্তরায়কে। এই অর্থেই কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ جَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْزَخًا

> এবং আল্লাহ তাআলা উভয়ের মাঝে অন্তরায় বানিয়েছেন। [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৫৩]

এমনিভাবে বরজখ শব্দটি মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়টির জন্যও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি মারা যায়, সে বরজখে প্রবেশ করে। এই অর্থেই কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ.

> তাদের সামনে বরজখ—পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১০০]

অর্থাৎ তাদের সামনে, তাদের কাছে কিয়ামত পর্যন্ত বরজখ রয়েছে।

গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন—প্রথম মতটিই অধিক প্রণিধানযোগ্য। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো—আহ্বায়িত ও সম্বোধিতদের বিচ্ছিন্নতার সময় আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রকাশ করা। কারণ, তখন প্রতিটি রাজা এবং তাদের রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে, প্রতিটি জালিম, অহংকারী এবং তাদের রাজত্ব বিনাশ হয়ে যাবে, তাদের বংশ এবং দাবিগুলো শেষ হয়ে যাবে। আর এটা স্পষ্ট একটি বিষয়। হাসান বসরি এবং মুহাম্মদ ইবনু কাআব রাহিমাহুল্লাহ এই মত ব্যক্ত করেছেন। এটাই আল্লাহ তাআলার কালাম—

أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

'আমিই বাদশাহ! দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?'-এর চাহিদা।

দ্বিতীয় ফুঁৎকার

وَ اَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَ تَخَلَّتْ

এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। [সুরা ইনশিকাক, আয়াত : ৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ

যেদিন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। [সুরা আনআম, আয়াত : ৭৩]

আরও ইরশাদ করেছেন—

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ

অতঃপর যখন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। [সুরা মুমিনুন, আয়াত :১০১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ.

তারপর যখন দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে। [সুরা জুমার, আয়াত : ৬৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا.

যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। [সুরা নাবা, আয়াত : ১৮]

মুফাসসিরিনে কিরাম বলেছেন, প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সৃষ্টির মৃত্যুর জন্য আঘাত করা হবে—যার আলোচনা সামনে আসবে।

আল্লাহ তাআলা কুরাইশ কাফিরদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন—

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَ هُمْ يَخِصِّمُوْنَ

তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অপেক্ষা করছে, যা তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৪৯]

অর্থাৎ এই উম্মতের শেষাংশ—যারা আবু জাহেল এবং তার সাথিদের ধর্ম মেনে চলে, তারা কেবল একটি শব্দের অপেক্ষায় থাকবে—যা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। আর এটা হবে এমন অবস্থায় যখন তারা বাজারে এবং নিজেদের প্রয়োজনে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً

কিয়ামত তোমাদের ওপর হঠাৎ আপতিত হবে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৭]

কত দ্রুত হবে কিয়ামতের আগমন? সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّ لَا اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ

সুতরাং তারা অসিয়ত করার এবং পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার সময়টুকুও পাবে না। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫০]

অর্থাৎ তারা বাজারঘাট বা অন্য যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, পরিবারের কাছে গিয়ে অসিয়ত করার সময়টুকুও পাবে না। (কী হবে? জবাবে) ইরশাদ হয়েছে—

اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ

বস্তুত এ ছিল এক মহানাদ। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে যাবে। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ২৯]

(তারপর কী হবে?) ইরশাদ হয়েছে—

وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫১]

এই দ্বিতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুঁৎকার।

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ওই শিঙা হবে (দুনিয়ার জীব-জন্তুর) শিঙের মতো।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে—

بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ

দুই ফুঁৎকারের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ।[৭৫]

ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—দুই ফুঁকের মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।[৭৬]

---

[৭৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৯, হাদিস : ৪৪৪০।

[৭৬] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৭০। তবে এই অংশটুকু মূল গ্রন্থে নেই। মূল গ্রন্থে সরাসরি চল্লিশ বছর বলা হয়েছে, কিন্তু আমি সূত্র খুঁজে পাইনি। তাই ফাতহুল বারি থেকে যুক্ত করেছি।—অনুবাদক।

জ্ঞাতব্য: আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কুরআন কারিমের আয়াত—فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 'যখন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে।' [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত :৮] এর তাফসিরে বর্ণিত আছে الراجفة—হলো প্রথম ফুঁৎকার, আর الرادفة হলো দ্বিতীয় ফুঁৎকার।

আরবিতে الصور এর অর্থ হলো—এমন শিঙা যাতে ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রথমবার ফুঁৎকার দেওয়া হবে। এটাকেই نفخة الصعق–মৃত্যুর ফুঁৎকার বলা হয়। যার সাথে نقر-আঘাতও থাকবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ 'যখন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৮] তো শিঙায় যখন মৃত্যুর জন্য ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন ফুঁৎকার এবং আঘাতের সমন্বয় ঘটবে, যেন ফুঁৎকারের আওয়াজ ভয়াল এবং বিকট হয়। এরপর মানুষ চল্লিশ বছর এভাবেই থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআলা পানি বর্ষণ করবেন, যা হবে মানুষের বীর্য স্বরূপ, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। তারপর আল্লাহর কুদরতে সেখান থেকে শরীর গঠিত হবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাদের পূর্ণ মানব বানাবেন। যেমন ওই সমস্ত মানুষের বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে—যারা জাহান্নামের আগুনে পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারা জান্নাতের দরজায় অবস্থিত নদীতে গোসল করবে। সুতরাং সে এমন শস্যবৃক্ষের মতো উদ্গত হবে যা বন্যার পানিতে ভাসমান থাকে। এ অর্থেই হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর্যুক্ত হাদিসে *সহিহু মুসলিম* ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ—তারা এমন শস্যবৃক্ষের ন্যায় উদ্গত হবে—যা বন্যার পানিতে ভাসমান থাকে।

যখন শরীরের অবকাঠামো পূর্ণ হয়ে যাবে এবং শিঙায় ফুঁৎকার শেষ হয়ে যাবে, তখন পুনরুত্থানের ফুঁৎকার আরম্ভ হবে, তবে আঘাত ছাড়া। কেননা, এই ফুঁৎকারের উদ্দেশ্য হলো—শিঙার ছিদ্র দিয়ে রুহগুলোকে তাদের শরীরে পৌঁছে দেওয়া, রুহগুলোকে শরীর থেকে পৃথক করার জন্য নয়। তো প্রথম ফুঁৎকার হবে পৃথক করার জন্য। এটা হবে সেই বজ্রনিনাদের মতো—যা অতিরিক্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণে মৃত্যু সংঘটিত হবে। এবং কঠিন আওয়াজের ন্যায়, কোনো মানুষ যখন অন্যকে ভয় দেখানোর জন্য উচ্চারণ করে, আর লোকটি ভয়ে মারা যায়। কিন্তু যখন পুনরুত্থানের জন্য ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তখন তার মধ্যে কোনো আঘাত থাকবে না। রুহ স্বাভাবিক গতিতে সেখান থেকে বের হবে এবং প্রতিটি রুহ তার শরীরে প্রবেশ করবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জীবিত করবেন। এগুলো হবে মুহূর্তের মধ্যেই। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

'তারপর যখন দ্বিতীয়বার ফুঁৎকার দেওয়া হবে, তারা দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।' [সুরা জুমার, আয়াত : ৬৮]

আর শিঙায় ফুঁৎকার দেবেন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম।

পুনরুত্থানের বিবরণ এবং দুনিয়ায় তার আলামত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ هُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠান। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দিই। অতঃপর মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সবরকমের ফল উৎপন্ন করি; এমনিভাবে আমি মৃতদের বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

اَللّٰهُ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ فَتُثِیْرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهٗ فِی السَّمَآءِ كَیْفَ یَشَآءُ وَ یَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ یَسْتَبْشِرُوْنَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ یُّنَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِیْنَ، فَانْظُرْ اِلٰۤی اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ.

তিনি আল্লাহ! যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করেন। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

'তোমাদের উত্থান হবে একটি প্রাণের মতো (একসাথে সবগুলো)।' [সুরা লুকমান, আয়াত : ২৮]

নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌঁছান। তখন তারা আনন্দিত হয়। তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল। অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, কীভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। [সুরা রুম, আয়াত : ৪৮-৫০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ

অতঃপর এর মাধ্যমে ওই ভূখণ্ডকে মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দিই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৯]

প্রত্যেককে তার পূর্বের অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

প্রতিটি বান্দাকে এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে—যে অবস্থায় সে মারা গেছে।[৭৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে আহত হয়, আর আল্লাহ খুব ভালোভাবেই জানেন—কে তার পথে আহত হয়েছে, সে ব্যক্তি এমনভাবে কিয়ামতের দিন উঠবে যে, তার শরীরে থাকবে রক্ত এবং মিশকের সুঘ্রাণ।[৭৮]

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৭৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ৫১২৬।
[৭৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৭২, হাদিস : ২৫৯৩; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৫৩, হাদিস : ৩৪৮৬।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ.

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ওই ব্যক্তি—যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫]

মুফাসসিরগণ বলেছেন—সুদখোর কিয়ামতের দিন সমস্ত হাশরবাসীর সামনে সুদখোরির শাস্তিস্বরূপ ঘৃণিত পাগল হয়ে পুনরুত্থিত হবে। সুদ ভক্ষণের আলামত হিসেবে আল্লাহ তাআলা এই রূপ দেবেন। কারণ, সে সুদ খেয়ে পেট ভারী করেছে। সুতরাং তারা যখন কবর থেকে বের হবে, পেট বড় ও ভারী হওয়ার কারণে উঠতে উঠতে-পড়তে পড়তে চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার কাছে গুনাহ থেকে মুক্তি চাই, শান্তি চাই এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাই।

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

আর যে ব্যক্তি (গনিমতের মাল হতে) খিয়ানত করবে, কিয়ামতের দিবসে খিয়ানতের বস্তু নিয়ে উপস্থিত হবে। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬১]

কিয়ামতের দিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে?

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ

যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং তদ্রূপ আকাশকেও। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪৮]

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো—সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

পুলসিরাতের ওপর।[৭৯]

---

[৭৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৯, হাদিস : ৪৯৯৯; *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৩৩, হাদিস : ৪২৬৯।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামতের দিন সমস্ত জমিনকে আল্লাহ তাআলা মুঠোয় ধারণ করবেন এবং আকাশগুলোকে তার ডান হাতে দুমড়িয়ে রাখবেন, তখন মুমিনরা কোথায় অবস্থান করবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন—

عَلَى الصِّرَاطِ يَا عَائِشَةُ

হে আয়িশা, পুলসিরাতের ওপর।[৮০]

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাদিসটি হাসান সহিহ।

এই হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে—এই আকাশ ও জমিনসমূহ থাকবে না, এগুলোকে পরিবর্তন করা হবে, আল্লাহ তাআলা অন্য জমিন সৃষ্টি করবেন, পুলসিরাতে পাড়ি দিয়ে আসার পর মানুষেরা সেখানে অবস্থান করবে। কিছু মানুষের মন্তব্য—মৌলিক জমিনকে পরিবর্তন করা হবে না; বরং জমিনের গুণাগুণ পরিবর্তন করা হবে, আঁকাবাঁকা সোজা করা হবে, পাহাড়গুলো সমতল করা হবে এবং জমিনকে প্রলম্বিত করা হবে; তাদের এই মন্তব্য বিশুদ্ধ নয়।

[৮০] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬, হাদিস : ৩১৬৫।

হাশর
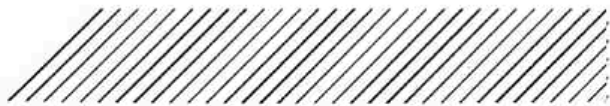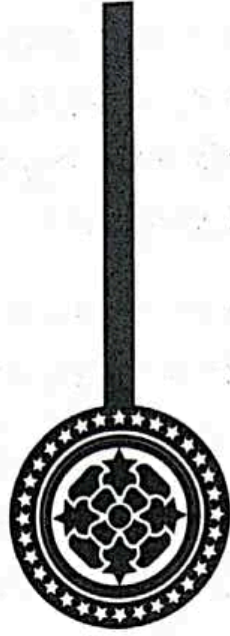
হাশর

হাশর শব্দের অর্থ—একত্রিত হওয়া। এটা হবে চার প্রকার। দুটি জমায়েত হবে দুনিয়াতে, আর দুটি জমায়েত হবে আখিরাতে।

প্রথম জমায়েত : দুনিয়ার জমায়েতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ.

> তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। [সুরা হাশর, আয়াত :২]

ইমাম জুহরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—তারা এমন বংশের ছিল যারা কখনো দেশান্তরিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর দেশান্তর বরাদ্দ রেখেছেন। যদি এমন বরাদ্দ না থাকত, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। তারা (প্রথমবার দেশান্তরিত হয়ে) প্রথমত দুনিয়াতে সিরিয়ায় জমায়েত হয়েছিল।

দ্বিতীয় জমায়েত : আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

মানুষকে তিন ভাগে জমায়েত করা হবে—একদল জান্নাতের আশাবাদী; একদল জাহান্নামের ভয়ে ভীত হবে; তাদের দুজন এক উটে, তিনজন এক উটে, চারজন এক উটে এবং দশজন এক উটে। (তৃতীয় দল) বাকিদেরকে জমায়েত করবে আগুন। এই

আগুন তাদের সাথে রাত কাটাবে—যেখানে তারা রাত কাটাবে, তাদের সাথেই দুপুর কাটাবে—যেখানে তারা দুপুর কাটাবে, তাদের সাথেই সকাল কাটাবে—যেখানে তারা সকাল কাটাবে এবং তাদের সাথেই সন্ধ্যা কাটাবে—যেখানে তারা সন্ধ্যা কাটাবে। (অর্থাৎ সর্বদা আগুন তাদের সাথেই থাকবে।)[৮১]

কাজি আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—এই জমায়েতটি হবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে এবং এটাই হবে কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে সর্বশেষ।

ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহও কিয়ামতের আলামতগুলো উল্লেখ করার পর বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন—(কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে) সর্বশেষ হলো, ইয়ামান থেকে আগুন বের হবে—যা মানুষকে জমায়েত হওয়ার স্থানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।'[৮২]

তৃতীয় জমায়েত : কিয়ামতের অবস্থানস্থলে জমায়েত হওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا

> আমি মানুষকে একত্রিত করব। অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ৪৭]

চতুর্থ জমায়েত : জান্নাত এবং জাহান্নামের জমায়েত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۙ

> সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেজগারদের অতিথিরূপে সমবেত করব। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৮৫]

এই আয়াতের শেষ শব্দ وَفْدًا এর অর্থ হলো—সম্ভ্রান্ত শ্রেণির ঘোড়ায় আরোহণ করে। কেউ কেউ অর্থ করেছেন—আমল অনুযায়ী মূল্যবান সওয়ারিতে আরোহণ করে।

মুত্তাকিদের ক্ষেত্রে وَفْدًا শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো—তারা আহ্বায়িত স্থানে সবার আগে পৌঁছবে। তারা ক্লান্ত হবে না, তবে খুব দ্রুত চলবে এবং ফিরিশতারা তাদেরকে সুসংবাদ শোনাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

---

[৮১] *শরহুস-সুয়ুতি আলা সুনানিন-নাসায়ি,* খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১, হাদিস : ২০৮৫। হাদিসের এই অনুবাদ ও মর্ম এই শরাহ গ্রন্থের আলোকেই করেছি।—অনুবাদক।

[৮২] *সহিহ মুসলিম,* খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৪, হাদিস : ৫১৬২।

وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ۖ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

এবং ফিরিশতারা তাদের অভ্যর্থনা জানাবে—আজ হলো ওইদিন দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৩]

আর অপরাধীদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে—

وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا.

এবং অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৮৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

সেদিন আমি অপরাধীদের সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। [সুরা তোহা, আয়াত : ১০২]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে চেহারার ওপর কীভাবে হাঁটানো হবে? জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

'যেই আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে দু পায়ের ওপর হাঁটাতে সক্ষম, সেই আল্লাহ কি তাকে কিয়ামতের দিন চেহারার ওপর হাঁটাতে পারবেন না?'

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহর কাছে যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রশ্নের বিষয়টি পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, আমাদের রবের ইজ্জতের শপথ! অবশ্যই তিনি এমন করতে পারবেন।[৮৩]

কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিতির বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ اسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ.

ভালোভাবে শোনো, যেদিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে। [সুরা ক্বফ, আয়াত : ৪১]

[৮৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদিস : ৪৩৮৮; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড :১৩, পৃষ্ঠা : ৪০৯, হাদিস : ৫০২০।

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আহ্বানকারী হলেন শিঙার ধারক। তিনি বাইতুল মাকদিসের পাথর থেকে আহ্বান করবেন।

ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জনৈক আহ্বায়ক এমনভাবে আহ্বান করবে; যেন সেই আহ্বান হাশরবাসীর কর্ণকুহরে গুঞ্জরিত হবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۙ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا.

যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যেদিন ভূমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছোটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। [সুরা ক্বফ, আয়াত : ৪২-৪৪]

মানুষ কোথায় যাবে? শিঙার ধারক আহ্বানকারীর কাছে বা হাশরের মাঠ বাইতুল মাকদিসের দিকে।

তারপর ইরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ

এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্য অতি সহজ। [সুরা কফ, আয়াত : ৪৪]

সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'পরিচ্ছন্ন গোলকের মতো ঝকঝকে সাদা জমিনে কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, যেখানে কোনো বস্তুর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।'[৮৪]

নগ্ন পা-উলঙ্গ-খাতনাহীন জমায়েত

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে নসিহত করার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন—'হে মানবজাতি! তোমরা আল্লাহর নিকট পুনরুত্থিত হবে নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ হয়ে, খাতনাহীন অবস্থায়। (কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে) যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তা পূর্ণ করবই। [সুরা আম্বিয়া, আয়াম : ১০৪] খবরদার, কিয়ামতের দিন প্রথম পোশাক পরানো হবে ইবরাহিম আলাইহিস

[৮৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৭৮, হাদিস : ৪৯৯৮।

সালামকে। খবরদার, আমার উম্মতের অনেক মানুষকে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাদেরকে বাম পার্শ্বে রাখা হবে। তখন আমি বলব—হে আমার রব, এরা আমার সাথি, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—তুমি জানো না, তোমার অবর্তমানে (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কী আবিষ্কার করেছে! তখন আমি সেকথাই বলব যেমন নেককার বান্দা বলেছে। (কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে।)

আর তাদের কাজকর্মের আমি সাক্ষী ছিলাম, যতদিন তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম। অতঃপর তুমি আমাকে উঠিয়ে নিলে, তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক, আর তুমি হলে প্রত্যেক ব্যাপারে সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তুমি তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৭-১১৮] তখন আমাকে বলা হবে—যখন থেকে তুমি তাদের হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তারা সর্বদা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং উল্টো পায়ে ফিরে গেছে।[৮৫] [৮৬]

হাদিসে বর্ণিত বার্তা—প্রথমে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে পোশাক পরানো হবে, এর মাধ্যমে তাঁর বিশাল মর্যাদা এবং বিশেষত্বের কথা বলা হয়েছে। যেমন মুসা আলাইহিস সালামের বিশেষত্ব হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আরশের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় পাবেন; অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমত জমিন বিদীর্ণ হয়ে বের হবেন। তবে এর দ্বারা এমনটা আবশ্যক হবে না যে, সাধারণভাবে ইবরাহিম এবং মুসা আলাইহিমাস সালামের মর্যাদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক হবে। বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের মাঠে সবার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান হবেন।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ

> সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। [সুরা আবাসা, আয়াত : ৩৭]

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

---

[৮৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭, হাদিস : ৫১০৪।
[৮৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৩৭, হাদিস : ৩১০০।

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ.

মানুষকে কিয়ামতের দিন নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ অবস্থায় খাতনাহীনভাবে জমায়েত করা হবে। আয়িশা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! নর-নারী সবাই একে অপরের দিকে দেখবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হে আয়িশা, পরিস্থিতি পরস্পরের দিকে তাকানোর চেয়ে মারাত্মক কঠিন হবে। (যার কারণে অন্যের দিকে তাকানোর অবকাশ থাকবে না।)[৮৭]

কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন নাম

কিয়ামত দিবসের অনেক নাম রয়েছে। যেমন :

১. يَوْمُ السَّاعَةِ -কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করিনি। [সুরা রুম, আয়াত : ৫৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ

যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। [সুরা রুম, আয়াত : ১২]

২. يَوْمُ الْقِيَامَةِ -আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ

আমি শপথ করি কিয়ামত দিবসের। [সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ১]

৩. يَوْمُ النَّفْخِ -আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

[৮৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫, হাদিস : ৫১০২।

وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে যেদিন শিঙায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। [সুরা আনআম, আয়াত : ৭৩]

৪. يَوْمُ الرَّادِفَةِ وَ يَوْمُ الرَّاجِفَةِ -আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ

'যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী।' [সুরা নাজিয়াত, আয়াত : ৬,৭]

৫. يَوْمُ الْقَارِعَةِ-কড়াঘাত করার দিন। কারণ, এ দিনের ভয়াবহতা হৃদয়গুলোতে কড়াঘাত করবে।

৬. يَوْمُ الْبَعْثِ –পুনরুত্থান দিবস।

৭. يَوْمُ النُّشُوْرِ –উত্থানের দিন। যার মাঝে জীবিত করার অর্থ রয়েছে। আরবিতে বলা হয়ে থাকে—

أنشر الله الموتى فنشروا

আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করেছেন, সুতরাং তারা জীবিত হয়েছে।

৮. يَوْمُ الْخُرُوْجِ -আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا

সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হবে। [সুরা মাআরিজ, আয়াত : ৪৩]

তো এই দিনের শুরুটা হবে কবর থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে, আর শেষটা হবে মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার মাধ্যমে। তারপর কেউ জাহান্নাম থেকে বেরও হবে না এবং জাহান্নামে প্রবেশও করবে না।

৯. يَوْمُ الْحَشْرِ -সমবেত হওয়ার দিন।

১০. يَوْمُ الْعَرْضِ –উপস্থাপন করার দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

'সেদিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে; তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না।' [সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১৮]

এর প্রকৃতি হলো—কারও অবস্থা জানার জন্য কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা।

১১.يَوْمُ الْجَمْعِ-একত্রিত হওয়ার দিন। এর প্রকৃতি হলো—একজনকে আরেকজনের সাথে মিলিয়ে জোড় করে দেওয়া। অথবা এক জোড়াকে আরেক জোড়ার সাথে মিলিয়ে জমায়েত করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদের সমবেত করবেন। [সুরা তাগাবুন, আয়াত : ৯]

১২.يوم الفزع-আতঙ্কের দিন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

মহাত্রাস তাদের চিন্তান্বিত করবে না। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৩]

১৩. يوم التناد-আর্তনাদের দিন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ

আমি তোমাদের ওপর ভয় করছি আর্তনাদের দিনে। যেদিন তোমরা মুখ ফিরিয়ে পালাবে। [সুরা গাফির, আয়াত : ৩২-৩৩]

১৪.يوم الواقعة-আরবি ভাষায় শব্দটির মূল হলো وقع , যার অর্থ সংঘটিত হওয়া, পাওয়া। শরিয়তে কিয়ামতের দিন সংঘটিত হওয়ার এবং পাপ-পুণ্যের বিনিময় পাওয়ার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১৫.يوم الخافضة والرافعة –উঁচু-নিচু করার দিন। অর্থাৎ এক শ্রেণি জান্নাতে উত্তীর্ণ হবে, আরেকটি শ্রেণি জাহান্নামে অধঃপতিত হবে।

১৬.يوم الحساب –হিসাবের দিন। আল্লাহ তাআলা এই দিন সৃষ্টির ভালো ও মন্দ আমলের হিসাব নেবেন, নিজের নিয়ামত দান করবেন। তারপর পরস্পরের বিনিময় দেবেন।

১৭. يَوْمُ السُّؤَالِ-জিজ্ঞাসার দিন। আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টিকে ইহকালে-পরকালে জিজ্ঞাসা করবেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং হিকমত প্রকাশ করার জন্য।

১৮. يَوْمُ الشَّهَادَةِ-সাক্ষ্যের দিন। ইরশাদ হয়েছে—

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে। [সুরা গাফির, আয়াত : ৫১]

১৯. يَوْمُ الْحَاقَّةِ –সত্যের দিন। কারণ, এদিন সমস্ত বিষয় সত্যরূপে প্রকাশিত হবে।

২০. يَوْمُ الطَّامَّةِ –বিজয়ীর দিন।

২১. يَوْمُ الصَّاخَّةِ- ফুঁৎকারের দিন। ইকরিমা বলেছেন الصاخة—হলো প্রথম ফুঁৎকার। আর الطامة হলো—দ্বিতীয় ফুঁৎকার।

২২. يَوْمُ الْوَعِيْدِ –শাস্তির দিন। আল্লাহ তাআলা অনেক কাজের আদেশ যেমন দিয়েছেন, তেমনি অনেক কাজ থেকে বারণ করেছেন। অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি যেমন দিয়েছেন, তেমনি অনেক কাজের ব্যাপারে ভীতিপ্রদর্শনমূলক সতর্কবার্তা প্রদান করেছেন। সুতরাং এটি يَوْمُ الْوَعْدِ প্রতিশ্রুতির দিনও। তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিয়ামতের, আর সতর্ক করেছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে। সতর্কবার্তার মূল হলো—আল্লাহর বিধানের অন্যথা করলে শাস্তি পেতে হবে। আর প্রতিশ্রুতির মূল হলো—আল্লাহর বিধানের অনুকূল চললে পুরস্কৃত হওয়া যাবে।

২৩. يَوْمُ الدِّيْنِ-প্রতিদান দিবস।

২৪. يَوْمُ الْجَزَاءِ –প্রতিদানের দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আজকে তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান প্রদান করা হবে। [সুরা জাসিয়া, আয়াত : ২৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ

প্রতিটি প্রাণকে তার কৃতকর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। [সুরা গাফির, আয়াত : ১৭]

২৫. يوم التلاق-সাক্ষাতের দিন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

যেন সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে। [সুরা গাফির, আয়াত : ১৫]

২৬. يَوْمُ الْاٰزِفَةِ –নৈকট্যের দিন।

২৭. يَوْمُ الْمَاٰبِ –আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার দিন।

২৮. يوم المصير–আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার দিন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

আকাশ ও জমিনসমূহের আধিপত্য আল্লাহর এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। [সুরা নুর, আয়াত :৪২]

২৯. يَوْمُ الْقَضَاءِ –ফায়সালার দিন। এ দিন চূড়ান্ত নির্দেশ ও ফায়সালা প্রদান করা হবে।

৩০. يَوْمُ الْوَزْنِ –ওজন করার দিন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ

এবং সেদিনের ওজন হবে সত্য। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৮]

৩১. يوم عقيم –বন্ধ্যা দিন। যেহেতু এই দিনের পর দুনিয়ার আর কোনো দিন থাকবে না, এজন্য কিয়ামতের দিনকে বন্ধ্যা নামে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

৩২. يَوْمُ عَسِيْرٍ –কঠিন দিন। এই কঠিন মুহূর্ত বিশেষভাবে কাফিরদের জন্য।

৩৩. يَوْمُ مَشْهُوْدٍ –প্রত্যক্ষকৃত দিন। যেহেতু এই দিনটিকে সবাই প্রত্যক্ষ করবে, তাই প্রত্যক্ষকৃত দিনও বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন—যেহেতু শহিদগণ এদিন সাক্ষ্য প্রদান করবে, তাই কিয়ামতের দিনকে يَوْمُ مَشْهُوْدٍ তথা সাক্ষ্য দেওয়ার দিনও বলা হয়।

৩৪. يَوْمُ التَّغَابُنِ –প্রতারণার দিন। যেহেতু এদিন মানুষ আল্লাহর কাছে তাদের কামনা অনুপাতে মর্যাদা পেতে ব্যর্থ হবে এবং মনে মনে প্রতারিত হবে—একদল যাবে

জান্নাতে, আরেক দল যাবে জাহান্নামে। তাই এই দিনটিকে প্রতারণার দিন বলা হয়। আরবি ভাষায় লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো একজনের জন্য আধিক্য প্রমাণিত হওয়াকে তাগাবুন বলা হয়। (যেহেতু কিয়ামতের মাঠে একদল জান্নাতে যাবে, আরেক দল বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে যাবে, তাই এই দিনকে يَوْمُ التَّغَابُنِ –প্রতারণার দিন বলা হয়।)

৩৫. يَوْمُ الْغَاشِيَةِ –আবরণের দিন। এদিন যেহেতু আতঙ্কে সবার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ের আবরণে ঢেকে যাবে, তাই কিয়ামতের দিনকে يَوْمُ الْغَاشِيَةِ -আবরণের দিনও বলা হয়।

কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের জাগতিক কোনো কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর থেকে কিয়ামতের কোনো কষ্ট দূর করবেন।[৮৮]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> তোমাদের পূর্ববর্তী একজন মানুষের হিসাব নেওয়া হবে। তখন তার কোনো নেক আমল পাওয়া যাবে না। তবে সে লোকজনের সাথে মিশত, ওদিকে লোকটি ছিল ধনাঢ্য। সে তার কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দিত—লোকজনের প্রতি যেন কঠোরতা প্রদর্শন না করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—আমি মানুষের দোষ ক্ষমা করার ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি হকদার। অতএব, তোমরাও তাদের দোষ ক্ষমা করো।[৮৯]

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> জনৈক ব্যক্তি মারা গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—তুমি কী আমল করতে? সে বলল—আমি লোকজনের সাথে ব্যবসা

---

[৮৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২১২, হাদিস : ৪৮৬৭।
[৮৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২০১, হাদিস : ২৯২১।

করতাম। তো আমি যখন কোনো অভাবী মানুষকে দেখতাম, নগদ কিছু টাকা-পয়সা ছেড়ে দিতাম। এই ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।[৯০]

কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি খুঁজছিলেন, যে আত্মগোপন করে ছিল। তারপর তাকে পেলেন। সে বলল—আমি অভাবী। কাতাদা বললেন, আল্লাহর কসম? লোকটি বলল—আল্লাহর কসম। তারপর কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

যে ব্যক্তি এটা চেয়ে খুশি হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন, সে যেন অভাবী মানুষের কষ্ট দূর করে বা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়।[৯১]

আবুল ইয়াসার বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

যে ব্যক্তি কোনো অভাবীকে অবকাশ দেয় বা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়, তাকে আল্লাহ তাআলা তার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।[৯২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন—

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ তার আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন, যেদিন তার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তারা

[৯০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৯৯, হাদিস : ২৯১৯।
[৯১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২০৩, হাদিস : ২৯২৩।
[৯২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৯৫, হাদিস : ৫৩২৮।

হলো—নীতিবান শাসক; ওই যুবক যে তার যৌবনকালকে তার রবের ইবাদতে কাটিয়েছে; ওই মানুষ যার কলব মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে; ওই দুজন মানুষ যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তারপর আল্লাহর জন্যই একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়; ওই মানুষ যাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো সুন্দরি ললনা ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করে, আর সে জবাব দেয়—আমি আল্লাহকে ভয় করি; ওই মানুষ যে এত গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দান করেছে এবং সেই মানুষ যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, যার কারণে তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।[৯৩]

এই অধ্যায়ের সমর্থনে এবং অধ্যায়ের সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করে কুরআন কারিমের এই আয়াতগুলো। ইরশাদ হয়েছে—

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّه مُسْتَطِيْرًا، وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّه مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا، اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا، فَوَقٰىهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّ سُرُوْرًا.

তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। তারা আল্লাহর প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দিকে আহার্য দান করে। তারা বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি, অতঃপর আল্লাহ তাদের সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দেবেন সজীবতা ও আনন্দ। [সুরা দাহার, আয়াত : ৭-১১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

যে ব্যক্তি নেককাজ করে, আমরা তার প্রতিদান নষ্ট করব না। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ৩০]

---

[৯৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫১, হাদিস : ৬২০; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২৯, হাদিস : ১৭১২।

এমনিভাবে অনেক স্থানে নেককাজের আলোচনা করার পর বলা হয়েছে—

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

তাদের ওপর না কোনো ভয় আসবে, না কোনো কারণে তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৩৮]

হাশরবাসীর জন্য আমাদের নবির শর্তহীন শাফায়াত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গোশত নিয়ে আসা হলো। তিনি নিজের পছন্দনীয় রান উঠিয়ে নিলেন এবং সেখান থেকে কিছু আহার করলেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

আমি কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সর্দার হব। তোমরা কি জানো—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পূর্বাপর সকলকে এক মাটিতেই একত্রিত করবেন? অতঃপর তাদেরকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে, চোখ তাদেরকে নজরদারি করবে এবং সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে। ফলে মানুষ অবর্ণনীয় ও অসহনীয় চিন্তা ও কষ্টে পতিত হবে। তখন কিছু মানুষ পরস্পরকে বলবে, দেখছ না—তোমরা কোন পরিস্থিতিতে আছ? দেখছ না তোমাদের কী হচ্ছে? তোমরা কি এমন কাউকে দেখছ না যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে শাফায়াত করবেন?

তখন কিছু মানুষ পরস্পরকে বলবে—আদম আলাইহিস সালামের কাছে চলো! সুতরাং তারা আদম আলাইহিস সালামের নিকট গিয়ে বলবে—হে আদম, আপনি আমাদের পিতা, আপনি সমগ্র মানবজাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মাঝে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার উদ্দেশ্যে সিজদা করতে; আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? তখন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, আজকে আমার রব এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ইতিপূর্বে এ পরিমাণ ক্রোধ কখনো করেননি, পরবর্তী সময়েও কখনো এত রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে গাছের ফল খেতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি তার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছি। আমার কী হবে, আমার কী হবে? তোমরা অন্য কারও কাছে যাও! তোমরা নুহের কাছে যাও!

এরপরে তারা নুহ আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে—হে নুহ, আপনি পৃথিবীতে প্রথম রাসুল। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা

কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? তখন নুহ আলাইহিস সালাম বলবেন, আজকে আমার রব এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ইতিপূর্বে এ পরিমাণ ক্রোধ কখনো করেননি, পরবর্তী সময়েও কখনো এত রাগান্বিত হবেন না। আমার দায়িত্ব ছিল আমার জাতিকে দ্বীনের পথে আহ্বান করা (কিন্তু আমি তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেছিলাম) আমার কী হবে, আমার কী হবে? তোমরা বরং ইবরাহিমের কাছে যাও!

তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে—হে ইবরাহিম, আপনি আল্লাহর নবি, গোটা পৃথিবীতে কেবল আপনিই তার খলিল-বন্ধু, আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলবেন—আজকে আমার রব এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ইতিপূর্বে এ পরিমাণ ক্রোধ কখনো করেননি, পরবর্তী সময়েও কখনো এত রাগান্বিত হবেন না। এরপর নিজের তাওরিয়া (বাহ্যিক অর্থে মিথ্যে, কিন্তু নিগূঢ় অর্থে সত্য) এর কথা আলোচনা করে বললেন—আমার কী হবে, আমার কী হবে? তোমরা অন্যের কাছে যাও, মুসার কাছে যাও!

তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে—হে মুসা, আপনি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ আপনাকে তার রিসালাত দ্বারা এবং গোটা মানবজাতির মধ্য থেকে কেবল আপনাকে তার সাথে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন; আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? তখন মুসা আলাইহিস সালাম বলবেন, আজকে আমার রব এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ইতিপূর্বে এ পরিমাণ ক্রোধ কখনো করেননি, পরবর্তী সময়েও কখনো এত রাগান্বিত হবেন না। আমি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়াই একজন লোককে হত্যা করেছিলাম। আমার কী হবে, আমার কী হবে? তোমরা ইসার কাছে যাও!

তারা ইসা আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে—হে ইসা, আপনি আল্লাহর রাসুল। মায়ের কোলে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আল্লাহর কালিমা, তিনি আপনার মা মারইয়ামের মাঝে তা ফুঁকে দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? তখন ইসা আলাইহিস সালাম বলবেন—আজকে আমার রব এত বেশি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ইতিপূর্বে এ পরিমাণ ক্রোধ কখনো করেননি, পরবর্তী সময়েও কখনো এত রাগান্বিত হবেন না। তিনি নিজের কোনো গুনাহের আলোচনা না করেই বললেন—আমার কী হবে, আমার কী হবে? তোমরা অন্যের কাছে যাও, মুহাম্মদের কাছে যাও!

অবশেষে তারা আমার কাছে এসে বলবে—হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রাসুল, আপনি শেষ নবি। আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল অসংগতি মার্জনা করেছেন। আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফায়াত করুন। আপনি কি দেখছেন না—আমরা কোন পরিস্থিতিতে পড়েছি? আপনি কি দেখছেন না—আমাদের অবস্থা কত ভয়াবহ? সুতরাং আমি আরশের নিচে এসে আমার রবের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। তখন আল্লাহ আমার জন্য সুযোগ করে দেবেন এবং আমার জন্য তার এমন প্রশংসা ও স্তুতি ইলহাম করবেন ইতিপূর্বে যা অন্য কারও জন্য অবারিত করেননি। তারপর আল্লাহ বলবেন—হে মুহাম্মদ, মাথা উত্তোলন করো। চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত গ্রহণ করা হবে। সুতরাং আমি মাথা উঠিয়ে বলব—হে আমার রব, আমার উম্মতের কী হবে, আমার উম্মতের কী হবে? তখন বলা হবে—হে মুহাম্মদ, তুমি জান্নাতের বাবুল আইমান দিয়ে তোমার বে-হিসাব উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তারা অন্যান্য দরজা বাদ দিয়ে এই দরজায় সকলের সাথে শরিক থাকবে। ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, জান্নাতের দরজার দুই চৌকাঠের মাঝে মক্কা ও হাজারের দূরত্ব পরিমাণ দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বসরার দূরত্ব সমপরিমাণ দূরত্ব।'[৯৪] *সহিহুল বুখারিতে* রয়েছে—মক্কা ও হিময়ারের দূরত্বের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।'[৯৫]

জ্ঞাতব্য : এই শর্তহীন ও ব্যাপক শাফায়াত—যা সমস্ত নবির মাঝে কেবল আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব। এটাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের উদ্দেশ্য—

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

> প্রতিটি নবির একটি দুআ অবশ্যই কবুল করা হয়। প্রত্যেক নবিই তা দ্রুতই চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি সে দুআটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াত করার জন্য রেখে দিয়েছি।[৯৬]

আর সুদীর্ঘ এই হাদিসে হাশরবাসীর জন্য যেই শাফায়াতের কথা বলা হয়েছে, তা হলো—দ্রুত হিসাব গ্রহণ করার জন্য এবং কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এটাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব।

---

[৯৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৮, হাদিস : ২৮৭।
[৯৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩২২, হাদিস : ৪৩৪৩।
[৯৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৫৯, হাদিস : ২৯৬।

তাহলে হাদিসে যে বলা হয়েছে—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমার উম্মতকে বাঁচাও, আমার উম্মতকে বাঁচাও—এর মর্ম কী? এর মর্ম হলো, নিজের উম্মতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, তাদের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রতি মমতাময় আচরণ। আর আল্লাহ তাআলা যে তাকে বলবেন—হে মুহাম্মদ, তুমি জান্নাতের বাবুল আইমান দিয়ে তোমার বে-হিসাব উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাও—এর মর্ম হলো, তাকে বলা হয়েছে, খুব দ্রুত গোটা হাশরবাসীর জন্য শাফায়াত করতে। কারণ, যখন তাকে অগণিত মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে নিজের উম্মত এবং অন্যান্য উম্মতও শামিল হয়ে গেছে। আর মানুষেরাও এই শাফায়াতের আবেদন করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত ইশারা ও ইলহামের কারণেই। যার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রতিশ্রুত মাকামে মাহমুদের রূপায়ণ ঘটবে। এজন্য প্রত্যেক নবিই বলেছেন—আমরা এই শাফায়াতের জন্য নই, আমরা এই শাফায়াতের জন্য নই। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গড়াবে, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এ কাজের জন্যই তো আমি।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذٰلِكَ و قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلٰى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَأْتُونَ آدَمَ .
>
> আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে একত্রিত করবেন। তারপর তাদের প্রতি ইলহাম-ইশারা করা হবে; যার কারণে তারা বলবে—আমরা যদি আমাদের রবের কাছে শাফায়াতের জন্য কাউকে পেতাম, যার মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে এই অবস্থান থেকে প্রশান্তি দেবেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সুতরাং তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে।[৯৭]

এই শাফায়াতই মাকামে মাহমুদ

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

---

[৯৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫, হাদিস : ২৮৪।

'আমি কিয়ামতের দিন আদমসন্তানের সর্দার হব, তবে এতে অহংকারের কিছু নেই। আমার হাতে থাকবে প্রশংসার ঝান্ডা, তবে এতেও অহংকারের কিছু নেই। আদম আলাইহিস সালাম-সহ প্রত্যেক নবি সেদিন আমার ঝান্ডাতলে অবস্থান করবেন। আমার দ্বারা প্রথমে জমিন বিদীর্ণ হবে, তবে এতেও গর্বের কিছু নেই। তারপর মানুষ তিনটি আতঙ্কের মুখোমুখি হবে।

তারা (আতঙ্ক থেকে মুক্তির জন্য) আদম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে—আপনি আমাদের পিতা, তাই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত করুন। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, আমি একটি পদস্খলনের শিকার হয়ে জমিনে নিক্ষিপ্ত হয়েছি (তাই আমি শাফায়াত করতে পারব না), তোমরা নুহের কাছে যাও।

তারা নবি নুহ আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। নুহ বলবেন—আমি জমিনবাসীর বিরুদ্ধে বদ-দুআ করায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে (তাই আমি শাফায়াত করতে পারব না), তোমরা ইবরাহিমের কাছে যাও। সুতরাং তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি তিনটি অসত্য বলেছি (তাই শাফায়াত করতে পারব না)। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তার প্রতিটি অসত্যই আল্লাহর দ্বীনে বৈধ ছিল। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলবেন, অতএব তোমরা মুসার কাছে যাও!

তারা মুসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি একজনকে হত্যা করেছি (তাই শাফায়াত করতে পারব না)। তোমরা ইসার কাছে যাও! সুতরাং তারা ইসা আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনি বলবেন—আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ আমার ইবাদত করেছে (আমি কীভাবে শাফায়াত করব? তোমরা মুহাম্মদের কাছে যাও! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুতরাং তারা আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সাথে যাব।

ইবনু জুদআন বলেন, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি জান্নাতের দরজার চৌকাঠ ধরে ঝাঁকুনি দেবো। বলা হবে, কে তিনি? তখন বলা হবে—মুহাম্মদ! সুতরাং আমার জন্য খুলে দেওয়া হবে এবং তারা আমাকে মারহাবা জানাবে। অতঃপর আমি সিজদাবনত হব। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমার হৃদয়ে তার প্রশংসা ও স্তুতি ইলহাম করবেন। তারপর আমাকে বলা হবে—মাথা উঁচু করে চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে, শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে এবং বলো, তোমার কথা শোনা হবে। এটাই হলো 'মাকামে মাহমুদ' যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

হয়তো বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭৯][৯৮]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

কিয়ামতের দিন মানুষেরা লাশের মতো হয়ে যাবে। প্রতিটি উম্মত তাদের নবির পিছু পিছু চলবে আর বলবে, হে অমুক! শাফায়াত করুন, হে অমুক! শাফায়াত করুন। পরিশেষে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর শাফায়াতের দায়িত্ব বর্তাবে। এটাই হবে সেই দিন—যেদিন আল্লাহ তাআলা তাকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করবেন।[৯৯]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে যে—'তিনটি আতঙ্কজনক' পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো—(আল্লাহই ভালো জানেন) প্রথমবার যখন জাহান্নামকে তার লাগাম ধরে টেনে আনা হবে, এটা হবে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করার এবং হিসাবের পূর্বে। দ্বিতীয়বার যখন জাহান্নাম নিশ্বাস ত্যাগ করবে, তখন সকলের হৃদয়ে ভয় ও আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। তারপর তৃতীয়বার যখন জাহান্নাম আরেকবার নিশ্বাস গ্রহণ করবে, লোকজন ভয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে, চোখগুলো ছানাবড়া হয়ে যাবে এবং তারা এই ভয়ে আড়চোখে দেখতে থাকবে—হয়তো জাহান্নামের আগুন তাদের কাছে পৌঁছে যাবে বা আগুন তাদেরকে পাকড়াও করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে মুক্তি.দিন।

জ্ঞাতব্য: যখন প্রমাণিত হলো যে, মাকামে মাহমুদ হলো শাফায়াতের বিষয়, যাকে নবিগণ উপেক্ষা করতে থাকবেন এবং অবশেষে আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তখন তিনি মুমিন-কাফির নির্বিশেষ সকল হাশরবাসীর জন্য নিঃশর্ত শাফায়াত করবেন যে, তাদেরকে কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হোক। তবে জেনে রাখা ভালো যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে—তা কতবার হবে?

কাজি আয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি শাফায়াত করবেন :

---

[৯৮] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২২, হাদিস : ৩০৭৩।
[৯৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৩৪, হাদিস : ৪৩৪৯।

১. ব্যাপক ও শর্তহীন শাফায়াত।

২. একদল জান্নাতিকে হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফায়াত।

৩. এমন একদল উম্মত—গুনাহের কারণে যাদের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যাবে, তাদের জন্য এবং নবিজির ইচ্ছা অনুযায়ী আরও কিছু মানুষের জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত।

৪. সেসব উম্মত যারা গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারপর তাদের মুক্তির জন্য আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য নবি আলাইহিমুস সালাম, ফিরিশতা এবং অন্যান্য মুমিন ভাইদের শাফায়াত।

৫. জান্নাতিদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—ছয় নাম্বার শাফায়াত হবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত চাচা আবু তালিবের আজাব হালকা করার জন্য।

নবিজির শাফায়াতে ধন্য হবেন যারা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াতলাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

> ‘যে ব্যক্তি তার হৃদয় থেকে, তার প্রাণ থেকে কেবল আল্লাহর জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আমি তার জন্য শাফায়াত করব।’[১০০]

সাক্ষাৎকার ও আমলনামা সমাচার

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى { فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ.

---

[১০০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৭৪, হাদিস : ৯৭।

কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে—সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে? [সুরা ইনশিকাক, আয়াত : ৭-৮] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটা তো হিসাব নয়, বরং হিসাবের উপস্থাপনা মাত্র। আর যাকেই কিয়ামতের দিন কড়াকড়ি হিসাবের সম্মুখীন করা হবে—তাকে আজাব দেওয়া হবে।[১০১]

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, জাহান্নামের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র আমি কেঁদে ফেললাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, জাহান্নামের কথা স্মরণ হয়ে। আপনারা কি কিয়ামতের দিন আপনাদের পরিবারের লোকদেরকে স্মরণ করবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ { هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ } حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ .

তবে তিন স্থানে কেউ কাউকে মনে রাখবে না—মিজানের সামনে, আমলনামা হালকা হবে নাকি ভারী, জানার আগপর্যন্ত। আমলনামা প্রদান করার সময়, যখন বলা হবে—এসো তোমাদের আমলনামা পড়ো, এ কথা জানার আগপর্যন্ত যে, তা ডান হাতে না, বাম হাতে আসবে, নাকি পিঠের পেছন দিয়ে দেওয়া হবে। পুলসিরাতের কাছে, যখন আমার পেছনে জাহান্নাম থাকবে।[১০২]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ .

আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৩]

---

[১০১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২০৩, হাদিস : ৬০৫৬; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৯, হাদিস : ৫১২২। তবে উভয় গ্রন্থের মূল শব্দের মাঝে কিছুটা বেশকম রয়েছে—অনুবাদক।
[১০২] *সুনানু আবু দাউদ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৭০, হাদিস : ৪১২৮।

ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, প্রতিটি মানুষের গ্রীবাদেশে একটি মালা ঝুলানো আছে, যাতে তার আমলনামা লেখা হয়। যখন সে মারা যায়, তা প্যাঁচিয়ে রাখা হয়। আর যখন তার পুনরুত্থান ঘটবে, তখন তা খোলা হবে এবং তাকে বলা হবে—

> اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا
>
> পাঠ করো তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৪]

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

> وَ نُخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا، اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.
>
> কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৩-১৪]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মানুষ মূর্খ হোক বা শিক্ষিত—তার আমলনামা পড়তে পারবে।

বান্দাকে জিজ্ঞাসিতব্য বিষয় এবং জিজ্ঞাসার পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

> اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا
>
> নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ৩৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

> ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
>
> অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেবো, যা কিছু তোমরা করতে। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৩]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ بَلٰى وَ رَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে, অতঃপর তোমাদের অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে; এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। [সুরা তাগাবুন, আয়াত : ৭]

কুরআন কারিম আরও বলেছে—

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه

আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পারবে। [সুরা জিলজাল, আয়াত : ৮]

অর্থাৎ অণু পরিমাণ পাপ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার বদলা দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

তারপর অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে (ভোগকৃত) নিয়ামত সম্পর্কে। [সুরা তাকাসুর, আয়াত : ৮]

আবু বারজাহ আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ.

কিয়ামতের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার দু পা নড়াচড়া করতে পারবে না, যতক্ষণ জিজ্ঞেস করা না হবে—তার জীবন সম্পর্কে, সে তা কোথায় ব্যয় করেছে; তার ইলম সম্পর্কে, সে তা কোন কাজে লাগিয়েছে; তার অর্থ সম্পর্কে, সে তা কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার শরীর সম্পর্কে—সে তা কোথায় নষ্ট করেছে।[১০৩]

সাফওয়ান ইবনু মুহরিজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

[১০৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৪৩, হাদিস : ২৩৪১।

নাজওয়া সম্পর্কে কীভাবে বলতে শুনেছেন? ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি—

> কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি আল্লাহ তাআলা তাকে একান্তে নিজের কাছে নিয়ে তার পাপরাশি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করাবেন। তারপর তাকে বলবেন—তুমি এগুলোর কথা জানো? সে বলবে, হে আমার রব! আমি জানি। আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার এই অপরাধগুলো গোপন করে রেখেছিলাম, আর আজকে সেগুলো ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তার নেককাজের আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে বলা হবে—এরাই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ওপর মিথ্যারোপ করেছিল।[১০৪]

ইমাম বুখারিও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং পরিশেষে বলেছেন—

هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

এরাই সেসব লোক—যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, শুনে রাখো, জালিমদের ওপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত রয়েছে। [সুরা হুদ, আয়াত : ১৮]

আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন

আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> আল্লাহ তাআলা সবার সাথেই কথা বলবেন, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। সে ডান দিকে তাকালেও নিজের প্রেরিত আমলই দেখতে পারবে, বাম দিকে তাকালেও নিজের প্রেরিত আমলই দেখতে পারবে। সামনে তাকালে নিজের সামনে কেবল জাহান্নামই দেখতে পারবে। অতএব, এক টুকরো খেজুর দিয়ে (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে) হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো।[১০৫]

কিয়ামতের দিন হবে ইনসাফ ও বদলা নেওয়ার দিন

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[১০৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৪৩, হাদিস : ৪৯৭২।
[১০৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৫, হাদিস : ১৬৮৮।

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

কিয়ামতের দিন অধিকারীর অধিকার প্রদান করা হবে। এমনকি শিংহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগল থেকে বদলা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।[১০৬]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যদি কারও কাছে তার ভাইয়ের কাছ থেকে জুলুম করে নেওয়া কোনো বস্তু থাকে, তাহলে সে যেন আজকেই তার কাছ থেকে তা বৈধ করে নেয়। কেননা, পরে অর্থ-কড়ি নাও থাকতে পারে; সেই ক্ষণটি আসার পূর্বে—যখন তার ভাইয়ের জন্য তার সওয়াব থেকে জুলুমের বিনিময় দেওয়া হবে; নেকি না থাকলে ভাইয়ের গুনাহ তার ওপর চাপানো হবে।'[১০৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'তোমরা কি জানো প্রকৃত নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ বললেন, নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি যার কাছে অর্থসম্পদ কিছু নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব তো ওই ব্যক্তি—যে কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, জাকাত নিয়ে হাজির হবে; কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, অন্যায়ভাবে কারও রক্ত প্রবাহিত করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং একজনকে নেকি দেবে, আরেকজনকে নেকি দেবে। যদি সবার অধিকার আদায়ের পূর্বেই তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তাহলে হকদারের গুনাহ তার ওপর চাপানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১০৮]

আমরা যখন এটা স্বীকার করব, তখন প্রতিটি মুসলিমের ওপর জরুরি হবে, নিজের নফসের হিসাবের প্রতি সজাগ হওয়া। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

---

[১০৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৬০, হাদিস : ৪৬৭৯।
[১০৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৯৯, হাদিস : ৬০৫৩।
[১০৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪৫৯, হাদিস : ৪৬৭৮।
উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদিসে বুঝানো হয়েছে, ঐ ব্যক্তির আমলনামায় নামাজ-রোজাসহ সব আমল থাকার পরও সে কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হয়ে যাবে। কারণ, তার নেকি ওই সকল লোকদের দিয়ে দিতে হবে; দুনিয়াতে যাদের হক সে নষ্ট করেছে।—সম্পাদক।

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوهَا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا

তোমরা নিজেদের হিসাব নাও—তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গ্রহণের পূর্বেই এবং নিজের আমল পরিমাপ করো—তোমাদের আমল পরিমাপ করার পূর্বেই।

তো নিজের হিসাব নিজে কীভাবে করতে হবে? পদ্ধতি হলো—মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত পাপাচার থেকে একনিষ্ঠভাবে তাওবা করতে হবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ফরজকৃত ছুটে যাওয়া বিধানগুলোকে পূর্ণ করতে হবে। মাজলুমদের অধিকারগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝিয়ে দিতে হবে। যাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে—সেটা মুখ দিয়ে হোক, হাত দিয়ে হোক, হৃদয়ের ওপর চাপ প্রয়োগ করে হোক—সকলকেই সন্তুষ্ট করতে হবে। যেন মৃত্যুর মুহূর্তে তার দায়িত্বে কোনো ফরজ বা জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। এমন ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর যদি মাজলুমদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পূর্বেই মারা যায়, তাহলে সকল হকদার জমা হবে। তারপর কেউ তার হাত ধরবে, কেউ কপালের চুল ধরবে, কেউ তার গলা ধরবে। একজন বলবে, আমার প্রতি তুই জুলুম করেছিস, আরেকজন বলবে—আমাকে গালি দিয়েছিস। আরেকজন বলবে—আমাকে উপহাস করেছিস। অন্যজন বলবে—পশ্চাতে আমার নিন্দা করেছিস। আরেকজন বলবে—আমি তোর প্রতিবেশী ছিলাম, আমার সাথে অসদাচরণ করেছিস। একজন বলবে—আমাকে কাজ দিয়ে প্রতারণা করেছিস। আরেকজন বলবে—আমার কাছে পণ্য বিক্রয় করেছিস দোষ গোপন রেখে। কেউ বলবে—আমাকে অভাবী দেখেছিলি অথচ তুই ধনাঢ্য ছিলি, তারপরও আমার আহারের ব্যবস্থা করিসনি। অন্যজন বলবে—আমাকে মাজলুম পেয়েছিলি, ওদিকে তুই জুলুমকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখতিস; কিন্তু তুমি জালিমের সাথে সন্ধি করেছিস, আমার প্রতি কোনোপ্রকার সহানুভূতি দেখাসনি। (অতএব, এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।)

প্রথমে বান্দার যা হিসাব হবে

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে প্রথম হত্যা সম্পর্কে ফায়সালা করা হবে।[১০৯]

---

[১০৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩০, হাদিস : ৩১৭৮।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন—

(কিয়ামতের দিন) 'প্রথমত বান্দার নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে এবং মানুষের পরস্পরের মাঝে প্রথমে হত্যার বিচার করা হবে।'[১১০]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ধরে নিয়ে আসবে, তখন হত্যাকারীর কপালের চুল ও মাথা তার মুষ্টিবদ্ধ থাকবে এবং তার রগগুলো থেকে রক্ত বের হবে। নিহত ব্যক্তিটি বলবে—হে আমার রব! এই লোকটিই আমাকে হত্যা করেছে, এভাবে তাকে আরশের কাছে নিয়ে যাবে।'[১১১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> কিয়ামতের দিন প্রথমত মানুষের আমলগুলোর মাঝে নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আমাদের রব আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও ফিরিশতাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার নামাজগুলো দেখো তো পূর্ণ করেছে নাকি অসম্পূর্ণ রেখেছে! যদি পূর্ণ হয়, তাহলে পূর্ণ লিখে দেওয়া হবে। আর যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তাহলে ফিরিশতাদেরকে বলবেন—দেখো তো তার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না!? যদি তার নফল ইবাদত থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলবেন—তার নফল থেকে ফরজগুলোকে পূর্ণ করে দাও। পরে এর ওপর ভিত্তি করেই অন্যান্য আমল গ্রহণ করা হবে।।[১১২]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—নফল ইবাদতের মাধ্যমে ফরজ ইবাদতের অপূর্ণতা পূরণ করে দেওয়া হবে কেবল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে—যার থেকে অনিচ্ছাকৃত ভুলে কোনো ফরজ ছুটে গেছে, অথবা নামাজের রুকু সিজদা সুন্দরভাবে আদায় করতে পারেনি এবং সে তা বুঝতে পারেনি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গোটা নামাজ বা তার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছেড়ে দিয়েছে, মনে হওয়ার পরও তা আদায় করেনি বরং পরবর্তী সময়ে ফরজের কথা মনে হওয়া সত্ত্বেও নফলে মত্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এমন ব্যক্তির ফরজের অসম্পূর্ণতা নফল দিয়ে পূরণ করা হবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[১১০] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৪২, হাদিস : ৩৯২৬।

[১১১] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ২৯১, হাদিস : ২৯৫৫। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব।

[১১২] *সুনানু আবু দাউদ*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯, হাদিস : ৭৩৩; *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস : ৪১৩; *সুনানুন নাসায়ি* : হাদিস : ৪৬৫।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো—ফরজ আদায়ে যত্নবান হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা যেভাবে নির্দেশ করেছেন সেভাবেই আদায় করা। যেমন রুকু সিজদা পূর্ণ করা, কলবকে উপস্থিত রেখে নামাজ আদায় করা। যদি এগুলোর কোনোটিতে উদাসীনতা এসে থেকে, তাহলে নফল দ্বারা তা পূর্ণ করার চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার অবহেলা করবেন না এবং ছেড়েও দেবেন না। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ফরজ নামাজ পড়তে পারে না, সে নফল ইবাদতও ভালোভাবে পালন না করার পথ খোঁজে। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! বরং মানুষ তো চূড়ান্ত পর্যায়ে অসম্পূর্ণতা ও বিঘ্নতাসহ নফল ইবাদত করে। কারণ, তারা মনে করে নফল তো হালকা, নফল তো গুরুত্বহীন।

আল্লাহর কসম! বরং বর্তমান যুগে দেখা যায়—যেই লোকটি মানুষের অনুসরণীয় বলে খ্যাত, যার ইলমের আলোচনা হয়, সেও এভাবে নফল আদায় করে। বরং সে ফরজ নামাজও আদায় করে মুরগির ঠোকরের মতো। তাহলে নামাজ সম্পর্কে জাহিলরা কী করবে! যদি এটাই বাস্তবতা হয়, তাহলে এমন নফল দিয়ে ফরজের অসম্পূর্ণতা কীভাবে পূর্ণ হবে? আফসোস! আফসোস!

মনে রাখবেন, যদি এমনই হয় নামাজের অবস্থা, তাহলে সেই নামাজি ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হবে। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا .

অতঃপর তাদের পরে এলো অপদার্থ স্থলাভিষিক্ত। তারা নামাজ নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেবো। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। [সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৬৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত। [সুরা নুর, আয়াত : ২৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا

এবং তারা নিজেদের চামড়াগুলোকে বলবে—তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ২১]

আবু সাইদ খুদরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِي يَوْمَكَ هَذَا قَالَ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي .

কিয়ামতের দিন বান্দাকে হাজির করা হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি কি তোমাকে কান, চোখ, সম্পদ এবং সন্তান দিইনি? তোমার জন্য চতুষ্পদ জন্তু এবং ফসলকে অনুগত করে দিইনি? আমি কি তোমাকে মাথা উঁচু করে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং বিত্তশালী হয়ে চলার সুযোগ করে দিইনি? তুমি কি কখনো ভেবেছিলে আজকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে? বান্দা বলবে—না। তখন আল্লাহ বলবেন—আজকে আমি তোমাকে ভুলে গেলাম, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।[১১৩]

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হাসলাম? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন—

'বান্দা তার রবের সাথে যে কথোপকথন হবে তা স্মরণ হয়ে গেল। বান্দা বলবে, হে আমার রব, তুমি কি আমাকে জুলুম থেকে মুক্তি দাওনি? আল্লাহ বলবেন—অবশ্যই।

---

[১১৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৫৮, হাদিস : ২৩৫২।

বান্দা বলবে, আমি আমার ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত কারও সাক্ষী হওয়াকে বৈধ মনে করি না। আল্লাহ বলবেন—আজকে তোমার বিরুদ্ধে তোমার নফস এবং কিরামান কাতিবাইন-ই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—সুতরাং তার মুখের ওপর সিলগালা করে দিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে—তোমরা কথা বলো! সুতরাং সেগুলো নিজেদের কর্মের কথাগুলো প্রকাশ করবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তারপর বান্দা ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথার মাঝ থেকে অন্তরায় তুলে দেওয়া হবে। তখন বান্দা বলবে—তোরা দূর হয়ে যা, তোরা ভেগে যা। তোদের কারণেই তো আমি (পাপের পথে) সংগ্রাম করেছি।'[১১৪]

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> 'কিয়ামতের দিন কাফিরকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমাকে যদি জমিন পূর্ণ করে স্বর্ণ দেওয়া হতো, তাহলে তুমি কি তা থেকে দান করতে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে—তোমার কাছে এর চেয়েও কম মূল্যের বস্তু চাওয়া হয়েছিল (কিন্তু তুমি তা দান করোনি)।'[১১৫]

পূর্ববর্তী নবিদের পক্ষে উম্মতে মুহাম্মদির সাক্ষ্য

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّ مَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ.

---

[১১৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২২০, হাদিস : ৫২৭১।
[১১৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২০৪, হাদিস : ৬০৫৭।

ইমাম মুসলিমও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তবে মূল পাঠে কিছুটা বেশকম আছে। যেমন *সহিহুল বুখারি* গ্রন্থে আছে—

قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ

তোমার কাছে এর চেয়েও কমমূল্যের বস্তু চাওয়া হয়েছিল (কিন্তু তুমি তা দান করোনি।

আর *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে আছে—

كَذَبْتَ قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذٰلِكَ

'তুমি মিথ্যা বলেছ। কারণ, তোমার কাছে এর চেয়েও কম মূল্যের বস্তু চাওয়া হয়েছিল (কিন্তু তুমি তা দান করোনি।'[১১৫]

অতএব, আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করব—যাদের কাছে রাসুল প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসুলগণকে। অতঃপর আমি সজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব, বস্তুত আমি অনুপস্থিত ছিলাম না। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৬-৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। [সুরা হিজর, আয়াত : ৯২]

জিজ্ঞাবাদের আরম্ভ হবে নবিদের থেকে। ইরশাদ হয়েছে—

فَيَقُوْلُ مَا ذَا اُجِبْتُمْ

তোমাদের কী জবাব দেওয়া হয়েছে? [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৯]

এই আয়াতের তাফসিরে বলা হয়েছে, তারা সবগুলো জবাব জানতেন। কিন্তু আতঙ্কে তাদের জ্ঞান লোপ পাবে, তাদের বুদ্ধি চলে যাবে এবং কঠিন আতঙ্ক, সম্বোধনের ভয়াবহতা এবং বিষয়টির কাঠিন্যে তারা সব ভুলে যাবেন। যার কারণে তারা জবাব দেবেন—

لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৯]

তারপর আল্লাহ তাআলা নবিদেরকে নৈকট্য প্রদান করবেন। অতঃপর নুহ আলাইহিস সালামকে ডাকবেন। ডেকে বলা হবে—আতঙ্কে গোটা সমাবেশের জ্ঞান লোপ পাওয়ায় জবাব দিতে পারবেন না। তারপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বাভাবিক করবেন, তাদের স্মরণশক্তি জাগ্রত করবেন। সুতরাং তারা উম্মতের পক্ষ হয়ে নবিগণ জিজ্ঞাসার জবাব দেবেন। বলা হয়—তারা আত্মসমর্পণমূলক জবাব দেবেন। যেমন ইসা মাসিহ আলাইহিস সালাম বলবেন—

تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَ لَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

আপনি তো আমার মনের কথা জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৬]

তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, রাসুলদের মাঝে পদমর্যাদার তারতম্য রয়েছে। হ্যাঁ, ইসা আলাইহিস সালাম সর্বাধিক মর্যাদাবানদের মধ্যে একজন। কেননা, তিনি আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর সৃষ্টি রুহ। ইমাম আবু হামেদ রাহিমাহুল্লাহ এভাবেই বলেছেন।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

(কিয়ামতের দিন) একজন নবি আসবেন, তার সাথে দুজন অথবা তিনজন লোক আসবে। বা তার চেয়ে বেশকম মানুষ থাকবে। তখন নবিকে বলা হবে—আপনি কি আপনার জাতির কাছে দ্বীন পৌঁছিয়েছেন? তিনি বলবেন—হ্যাঁ। তখন তার জাতিকে ডাকা হবে। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নবি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে—না। তখন নবিকে বলা হবে—আপনার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? নবি বলবেন—মুহাম্মদ এবং তাঁর উম্মত। সুতরাং মুহাম্মদের উম্মতকে ডাকা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে—এই নবি কি তার জাতির কাছে দ্বীন পৌঁছিয়েছেন? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বলা হবে—তোমরা এটা কীভাবে জানলে? তারা বলবে, আমাদের নবি আমাদেরকে জানিয়েছেন—রাসুলগণ তার জাতির কাছে দ্বীন পৌঁছিয়েছেন। আমরা আমাদের নবিকে সত্যায়ন করেছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ কথাটাই কুরআন কারিমে বলা হয়েছে—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'কিয়ামতের দিন নুহ আলাইহিস সালামকে ডাকা হবে। তিনি বলবেন, হে আমার রব! আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি দ্বীন পৌঁছে দিয়েছ? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। তখন তার উম্মতকে জিজ্ঞেস করা হবে—নুহ কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন? তারা বলবে—আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসেনি। তখন আল্লাহ নুহকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার সাক্ষী কে? তিনি বলবেন—মুহাম্মদ এবং তাঁর উম্মত। তখন সাক্ষ্য দেবে যে, নুহ আলাইহিস

সালাম দ্বীন তার জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। কুরআনের আয়াত এবং রাসুল তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী হবেন। এটাই হচ্ছে নিচের আয়াতটির মর্ম—

> এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি, যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩]

জাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি এবং প্রতারক ও সীমালঙ্ঘনকারীর লাঞ্ছনা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> 'যে স্বর্ণ ও রূপার মালিক তার হক আদায় করেনি (জাকাত প্রদান করেনি), কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের পাত বানানো হবে। অতঃপর সেটিকে আগুনে জ্বালানো হবে। তারপর উত্তপ্ত পাতের মাধ্যমে তার পাঁজরে, তার কপালে এবং তার পিঠে ছ্যাঁক দেওয়া হবে। যখনই শীতল হয়ে যাবে, আবার গরম করা হবে; এমন দিন এটি করা হবে—যেদিনের পরিমাণ হবে (দুনিয়ার) পঞ্চাশ হাজার বছর। এরই মাঝে বান্দাদের ফায়সালা হয়ে যাবে। তারা হয়তো জান্নাতের পথ নতুবা জাহান্নামের পথ দেখবে। বলা হলো—হে আল্লাহর রাসুল, উটের বিষয়টি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—উটের মালিকও যদি তার অধিকার প্রদান না করে, যেমন তার অধিকারের মধ্য থেকে এটাও যে—তার পানি পান করার দিন তাকে দোহন করা হবে; (যদি তার অধিকারগুলো প্রদান না করা হয়) তাহলে কিয়ামতের দিন তার জন্য এমন বিশাল ও সমতল ভূমির ব্যবস্থা করা হবে—যেখানে একটি দানার অধিকারও বাদ পড়বে না। এই মাঠের মধ্যে উট তাকে খুর দ্বারা পদদলিত করবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াবে। একবার যখন এমন করবে, আবার শুরু করা হবে। সে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ। এভাবে একসময় বান্দাদের ফায়সালা হয়ে যাবে। তারা হয়তো জান্নাতের দিকে বা নতুবা জাহান্নামের দিকে নিজের পথ দেখবে। আবার জিজ্ঞেস করা হলো—হে আল্লাহ রাসুল! গরু ও ছাগলের ব্যাপারটি? রাসুল সা. বললেন, গরু ও ছাগলের মালিকও যে তাদের অধিকার আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার জন্য বিশাল সমতল ভূমির ব্যবস্থা করা হবে। যেখানে কোনো অধিকার বাদ পড়বে না। কোনো গরু বা ছাগলের প্যাঁচানো শিং থাকবে না, কোনোটি শিংহীন থাকবে না এবং কোনোটির শিং ভেতর থেকে ভাঙাও থাকবে না। এমন গরু ও ছাগলগুলো

তাকে শিং দ্বারা গুঁতোবে এবং খুর দ্বারা পদদলিত করবে। একবার যখন অতিক্রম করবে, আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ। একসময় বান্দাদের মাঝে ফায়সালা হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই জান্নাতের পথ বা জাহান্নামের পথ দেখবে।...[১১৬] হাদিসটি এই অর্থে বুখারিও বর্ণনা করেছেন।[১১৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا { لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ } .

যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন কিন্তু সে সম্পদের জাকাত প্রদান করল না, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে তার জন্য এমন টাকওয়ালা দুই মুখ-বিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে রূপান্তরিত করা হবে। সাপটিকে তার গলায় প্যাঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার দুই চাপাকে জাপটে ধরবে, তারপর বলবে—আমি তোর সম্পদ, আমি তোর অর্থের ভান্ডার। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন—

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

মানুষ যেন আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদে কৃপণতা করাকে তাদের জন্য কল্যাণকর মনে না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। যেসব বিষয় নিয়ে তারা কার্পণ্য করে সেগুলো বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে।[১১৮]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[১১৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৪০, হাদিস : ১৬৪৭।

[১১৭] *সহিহুল বুখারি* : হাদিস : ১৪০২।

[১১৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২১০, হাদিস : ১৩১৫। তবে হাদিসে কেবল আয়াতের প্রথমাংশটি উল্লেখ আছে। প্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে আমি পরেরও অনেকাংশ উল্লেখ করেছি।—অনুবাদক।

> কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন পূর্বাপর সকলকে সমবেত করবেন, তখন প্রত্যেক প্রতারকের জন্য পতাকা উঁচু করা হবে এবং বলা হবে—এটা অমুকের ছেলে অমুকের সাথে প্রতারণাকারী।[১১৯]

আল্লাহ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারী এবং জাকাত অস্বীকারকারীকে যে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, তা ঠিক গাদ্দারের লাঞ্ছনার মতোই হবে। আল্লাহ তাআলা এই শাস্তিকে মানুষের বুঝ ও অনুধাবন-শক্তি অনুপাতে নির্ধারিত করেছেন।

দায়িত্বশীলদের আলোচনা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ.

> দশজনের নেতাকে কিয়ামতের দিন হাত বেঁধে নিয়ে আসা হবে। তারপর হয়তো তার কৃত ইনসাফ তাকে মুক্ত করবে কিংবা তার কৃত জুলুম তাকে ধ্বংস করবে।[১২০]

আবু হুমাইদ সায়িদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আসাদ গোত্রের 'ইবনুল-লুতবিয়্যাহ' নামক লোককে জাকাত আদায়ের কাজে নিয়োগ দিলেন। তিনি জাকাত আদায় করে এসে বললেন—এটা আপনাদের, আর এটা আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে আরোহণ করে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর স্তুতি বর্ণনা করে বললেন—

> জাকাত আদায়কারীর কী হলো! আমরা তাকে আদায়ের কাজে প্রেরণ করলাম। আর সে এসে বলছে—এটা আপনাদের, আর এটা আমার। সে কেন নিজের পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকল না? তাহলে দেখতে পেত যে, তাকে হাদিয়া দেওয়া হয় কি না! ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ; সে যা-ই গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তা কাঁধে করে হাজির হবে। যদি উট হয়, তাহলে তার স্বভাবজাত শব্দ করবে। যদি গরু হয়, তাহলে সে তার স্বভাবজাত শব্দ করবে। আর যদি ছাগল হয়, তবুও সে তার স্বভাবজাত শব্দ

---

[১১৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৫৬, হাদিস : ৩২৬৫।
[১২০] *মুসনাদু আহমদ*, খণ্ড : ১৯, পৃষ্ঠা : ২৪৭, হাদিস : ৯২০৪।

করবে। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই হাত উত্তোলন করলেন, এমনকি আমরা তার দুই বগলের শুভ্রতা দেখতে পারলাম। তারপর বললেন—হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? এভাবে তিন বার বললেন।[১২১]

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ

'আমরা যাকে কাজে নিযুক্ত করি, তার রিজিকের ব্যবস্থা করি। এরপর যা সে গ্রহণ করবে, সেটা 'আত্মসাৎ'।[১২২]

হাউজে কাউসারের বিবরণ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.

আমি (হাউজের পার্শ্বে) দাঁড়িয়ে থাকব। ইতিমধ্যেই একদল মানুষ আসবে, আমি তাদেরকে চিনতে পারব। হঠাৎ আমার ও তাদের মাঝে একজন লোক বের হয়ে তাদেরকে বলবে—চলো। আমি বলব কোথায়? সে বলবে জাহান্নামের দিকে। আল্লাহর কসম, আমি জিজ্ঞেস করব, তাদের দোষ কী? লোকটি বলবে, তারা দলে-দলে মুরতাদ হয়ে গেছে। তারপর আরেক দল মানুষ আসবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব। হঠাৎ আমার ও তাদের মাঝ

[১২১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১০০, হাদিস : ৬৬৩৯।

[১২২] *সুনানু আবু দাউদ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ২৫৫৪।

থেকে একজন লোক বের হবে। তারপর তাদেরকে বলবে—চলো। আমি জিজ্ঞেস করব, কোথায় যাবে? সে বলবে জাহান্নামের দিকে। আমি জানতে চাইব এদের দোষ কী? তারা বলবে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আমি তাদের কাউকেই মুক্ত হতে দেখব না, তবে দলছুট জন্তুর মতো (সামান্য কিছু কিছু) মানুষ মুক্ত হতে পারবে।[১২৩]

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজিকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! হাউজের পাত্রগুলো কেমন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! (আমার) হাউজের পানপাত্র নিকশ কালো অন্ধকার রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি হবে। পাত্রগুলো হবে জান্নাতের। যে ব্যক্তি সেই হাউজ থেকে পান করবে, কিয়ামতের শেষ পর্যন্ত সে পিপাসার্ত হবে না। এই হাউজে জান্নাতের দুটি নালা প্রবাহিত হবে। যে ব্যক্তি সেখান থেকে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। যার প্রস্থ হবে আম্মান থেকে আইলার দূরত্ব সমপরিমাণ। আর তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট।[১২৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর মুচকি হেসে মাথা

---

[১২৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৫০, হাদিস : ৬০৯৯।

জ্ঞাতব্য: *'আল-কুওয়াত'* গ্রন্থপ্রণেতা প্রমুখের মন্তব্য হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজ হবে পুলসিরাতের পরে। তবে বিশুদ্ধ মতামত হলো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি হাউজ আছে: একটির অবস্থান কিয়ামতের মাঠেই পুলসিরাতের আগে। আর দ্বিতীয়টির অবস্থান হলো—জান্নাতে। দুটি হাউজকেই কাউসার বলা হয়। সামনে ইনশাআল্লাহ এর আলোচনা আসবে। আরবি ভাষায় কাউসার শব্দের অর্থ হলো—অপরিমিত কল্যাণ। তবে মিজান বা হিসাব-কিতাবের পাল্লা আগে নাকি কাউসার আগে—বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

কেউ বলেছেন মিজান আগে, কেউ বলেছেন হাউজ আগে। আবুল হাসান আল-কাবিসি বলেছেন, বিশুদ্ধ কথা হলো—হাউজ আগে।

আমি বলব, প্রকৃত মর্মও এমনটিই দাবি করে। কারণ, মানুষেরা কবর থেকে পিপাসার্ত হয়ে উঠবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং মানুষ মিজান এবং পুলসিরাতের আগে হাউজের কাছেই আসবে। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।—লেখক।

নোট: (লেখক) আমি বলব, হাদিসটি সহিহ হওয়ার সাথে সাথে এ-বিষয়টির প্রতিও খুব ভালোভাবে প্রমাণ বহন করছে যে, হাউজটি কিয়ামতের মাঠে পুলসিরাতের আগেই হবে। কেননা, পুলসিরাত হলো—জাহান্নামের ওপর স্থাপিত সুদীর্ঘ সেতু, যার ওপর দিয়ে পার হতে হবে। যে ব্যক্তি পার হয়ে যেতে পারবে, সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। (তার তো আর পানি পান করে নিরাপদ থাকার প্রয়োজন হবে না।) যা প্রমাণ করে যে, নবিদের হাউজগুলোও কিয়ামতের ময়দানেই অবস্থিত হবে।

[১২৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪২২, হাদিস : ৪২৫৫।

উত্তোলন করলেন। আমরা জানতে চাইলাম, আপনি হাসলেন কেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ওপর এই মুহূর্তে একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তিনি পড়লেন—

শুরু করছি অতিশয় দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার রবের জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি করো। নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ হবে।' তারপর বললেন—তোমরা কি জানো কাউসার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি একটি নদী। যার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছেন। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। সেটি এমন একটি হাউজ, যার পাত্রসংখ্যা তারকারাজির সমান। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেখান থেকে পান করার জন্য আসবে। তাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব—হে আমার রব! সে তো আমার উম্মত। তখন আল্লাহ বলবেন—তুমি জানো না, তোমার অবর্তমানে তারা (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কী আবিষ্কার করেছে![১২৫]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

আমার হাউজের আয়তন হবে এক মাসের দূরত্বের সমপরিমাণ। তার কোণগুলো সমান। তার পানি রূপার চেয়ে সাদা, তার গন্ধ মিশকের চেয়ে বেশি সুঘ্রাণযুক্ত, তার পাত্রগুলো আকাশের তারকারাজিসম। যে ব্যক্তি সেখান থেকে পান করবে, সে পরবর্তী সময়ে কখনো পিপাসার্ত হবে না।[১২৬]

হাউজে কাউসার থেকে যাদেরকে বিতাড়িত করা হবে

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন—

---

[১২৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৬৪, হাদিস : ৬০৭।
[১২৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪১১, হাদিস : ৪২৪৪।

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمْ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ .

হাউজের পাশে আমার অনেক উম্মত পানি পান করার জন্য আমার কাছে আসবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব। কিন্তু আমার কাছে আসার পূর্বেই তাদেরকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব—তারা তো আমার উম্মত। তখন আল্লাহ্ বলবেন—তুমি জানো না, তোমার অবর্তমানে তারা (দ্বীনের মধ্যে) নতুন কী আবিষ্কার করেছিল![১২৭]

আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আমি হাউজের পাড়ে অবস্থান করতে থাকব। ইতিমধ্যেই তোমাদের মধ্য থেকে অনেকে আমার কাছে পানি পান করার জন্য আসতে চাইবে। তখন তাদের মধ্য থেকে অনেককেই আমার কাছে আসতে বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব—হে আমার রব! সে আমার দলের এবং আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন বলা হবে, তুমি তো বুঝতে পারোনি যে, তোমার অবর্তমানে তারা কী করেছে! আল্লাহর কসম! তোমার অবর্তমানে তারা অবিচল থাকেনি, বরং উল্টো দিকে ফিরে গেছে।'[১২৮]

ব্যাখ্যা: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যারা মুরতাদ হয়ে যাবে, দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করবে—যার প্রতি আল্লাহ রাজি নন এবং যার অনুমতি আল্লাহ তাআলা প্রদান করেননি, তারাই হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িত হবে এবং তাদেরকে সেখান থেকে দূর করে দেওয়া হবে। আর সবচেয়ে বেশি বিতাড়িত হবে সেসমস্ত মানুষ—যারা মুসলিমদের দলবদ্ধতার বিরোধিতা করেছে এবং তাদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যেমন খারিজিদের বিভিন্ন শ্রেণি, রাফিজিদের বিভিন্ন শ্রেণির পথভ্রষ্টরা এবং মুতাজিলাদের সমস্ত শ্রেণি। তারা সকলেই দ্বীনকে বিকৃত করেছে। সেসকল জালিম—যারা জুলুম নির্যাতনে লিপ্ত ছিল, সত্যকে দমিয়ে ফেলার অপচেষ্টা করেছে, সত্যের অনুসারীদেরকে হত্যা ও লাঞ্ছিত করেছে। সেসব অভিশপ্ত মানুষ—যারা কবিরা গুনাহের কাজকে হালকা ভেবেছে। ঠিক তেমনিভাবে সেসব মানুষ—যারা দ্বীনের মাঝে বক্রতা ও বিদআত সৃষ্টি করেছে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে।

জান্নাতে নবিজির হাউজে কাউসার

আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

[১২৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৪৭, হাদিস : ৬০৯৬।
[১২৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪১২, হাদিস : ৪২৪৫।

بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ.

আমি জান্নাতের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ একটি নদীর কাছে পৌঁছে গেলাম। যার কিনারে মুক্তার তৈরি পাত্র ছিল। আমি বললাম, জিবরিল এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই কাউসার—আপনার রব আপনাকে যা দান করেছেন। এর মাটি বা সুঘ্রাণ হলো অজস্র মিশক।[১২৯]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘কাউসার জান্নাতে অবস্থিত একটি নদী। তার কিনারাগুলো স্বর্ণের। এটি প্রবাহিত হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের ওপর দিয়ে। তার মৃত্তিকা হবে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিময়। তার পানি হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং বরফের চেয়ে সাদা।’[১৩০]

---

[১২৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৪৬, হাদিস : ৬০৯৫।

[১৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০৪, হাদিস : ৩২৮৪। ইমাম তিরমিজি বলেন—হাদিসটি হাসান সহিহ।

মিজান—পাল্লা বা নিক্তি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه ۙ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه ۙ فَاُمُّه هَاوِيَةٌ .

সুতরাং যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবনযাপন করবে। আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া (জাহান্নাম)। [সুরা কারিয়া, আয়াত : ৬-৯]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—হিসাব শেষ হওয়ার পর আমল ওজন করা হবে। কেননা, ওজন হবে প্রতিদানের জন্য। সুতরাং তা হিসাবের পরেই হওয়া সংগত। কেননা, হিসাব হবে আমলের সংখ্যা (কোয়ান্টিটি) স্থির করার জন্য, আর ওজন করা হবে তার মান (কোয়ালিটি) প্রকাশ করার জন্য। যেন কোয়ান্টিটি ও কোয়ালিটি দুটি মিলিয়ে প্রতিদান প্রদান করা যায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ نَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا.

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ.

অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৮,৯] আয়াত দুটি সুরা মুমিনুনেও আছে।

এই আয়াতগুলোতে কাফিরের আমলেরও ওজন করার সংবাদ রয়েছে। কারণ—'যাদের পাল্লা হালকা হবে'—এই অর্থসম্বলিত আয়াতগুলোর সাধারণ অর্থের মধ্যে কাফিররা অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রমাণ হলো—সুরা মুমিনুনে বলা হয়েছে :

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হতো না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যারোপ করতে। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১০৫]

সুরা আরাফে আছে—

بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ

কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন—

فَاُمُّه هَاوِيَةٌ

তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। [সুরা কারিয়া, আয়াত : ৯]

এ ধরনের শর্তহীন শাস্তির সতর্কবার্তা কাফিরদের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। তদুপরি এই দাবি এবং সামনের আয়াতের বাণীর মাঝে সমন্বয়ও পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে—

وَ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ؕ وَ كَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৪৭]

এখান হতে প্রমাণিত হলো, কাফিররা দ্বীনের মৌলিক এবং শাখাগত যেসব বিষয়ে বিরোধিতা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এটাও প্রমাণিত যে, তাদের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় দিতে থাকেন। যে কারণে তারা দুনিয়ায় বিভিন্ন নিয়ামত পেয়ে থাকে। কিন্তু এসব ভালো কাজ কিয়ামতের ময়দানে হিসাবের পাল্লায় উঠানো হলেও কোনো মূল্য ও প্রতিদান পাবে না। তবে পাল্লায় তোলার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিসাবের সময় সেগুলোরও হিসাব নেওয়া হবে। কুরআন কারিমের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদেরকে নেক কাজের সম্বোধন করা হয়েছে, তারাও জিজ্ঞাসিত হবে, তাদের হিসাব গ্রহণের কথাও আছে এবং ইবাদতে বিঘ্ন ঘটানোর কারণে শাস্তিও পাবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ.

মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ; যারা জাকাত প্রদান করে না এবং তারা পরকালকে অস্বীকার করে। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৬-৭]

তো এই আয়াতে জাকাত অস্বীকার করার কারণে মুশরিকদের শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এমনকি অপরাধীদের শাস্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

কিসে তোমাদের জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে? [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪২]

এর দ্বারা পরিষ্কার হলো—মুশরিকরা পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে, নামাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও জাকাত প্রদানের ব্যাপারে সম্বোধিত হয়েছে এবং তারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, হিসাবের মুখোমুখি হবে এবং বিঘ্নতার দায়ে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا { فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا }

কিয়ামতের দিন বিশালাকারের মোটাতাজা মানুষ আসবে, অথচ আল্লাহর কাছে মাছির পাখা পরিমাণ ওজনও হবে না। তোমরা চাইলে এই আয়াত পড়তে পারো—

فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا

সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো ওজন (গুরুত্ব) স্থির করব না। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ১০৫]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—হাদিসের মর্ম হলো, তাদের কোনো নেকি থাকবে না, তাদের আমলগুলো হবে আজাবের যোগ্য। সুতরাং তাদের কোনো নেককাজ কিয়ামতের দিন গ্রাহ্য হবে না। আর যার নেককাজ থাকবে না, সে তো অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'কিয়ামতের দিন তিহামা পাহাড়ের মতো আমল নিয়ে আসা হবে, কিন্তু তার কোনো ওজন থাকবে না।'

কেউ কেউ বলেছেন—এগুলো দ্বারা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এবং উপমা পেশ করা হয়েছে। যেন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—সেদিন আমার কাছে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে লৌকিকভাবে মোটা হওয়ার নিন্দাজ্ঞাপন বোঝা যায়। ফলে হাদিস দ্বারা কেবল ফুর্তি ও মোটা হওয়ার জন্য প্রয়োজনের অধিক খাওয়া হারাম প্রমাণিত হয়।

মিজানের মাধ্যমে আমল পরিমাপের পদ্ধতি

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সবার সামনে আমার একজন উম্মতকে মুক্তি দেবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি খাতা খুলবেন। প্রতিটি খাতা হবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রলম্বিত। তারপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন—তুমি কি এগুলোর কোনোটি অস্বীকার করতে পারবে এবং বলতে পারবে যে, আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত লেখক তোমার প্রতি জুলুম করেছে? সে বলবে, হে আমার রব, না। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেন—তোমার কি কোনো আপত্তি আছে? সে বলবে, হে আমার রব! না। এবার আল্লাহ তাআলা বলবেন—তবে আমার কাছে তোমার একটি নেকি আছে। আজকে তোমার ওপর জুলুম করা হবে না। তখন একটি কাগজের টুকরো বের হবে—যাতে লেখা আছে :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

এবার আল্লাহ বলবেন—কাগজটাকে তোমার ওজনের পাল্লায় রাখো। সে বলবে, এতগুলো খাতার সাথে এই কাগজের টুকরোর কী মূল্য আছে? আল্লাহ বলবেন, তোমার প্রতি জুলুম করা হবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তখন এক পাল্লায় খাতাগুলো রাখা হবে, আরেক পাল্লায় রাখা হবে কাগজের টুকরোটি। সাথে সাথে খাতাগুলো শুন্যে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরোটি ভারী হবে। কারণ, আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোনো বস্তু ভারী হতে পারে না।[১৩১]

জ্ঞাতব্য : উলামায়ে কিরাম বলেছেন, পরকালে মানুষ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হবে :

[১৩১] *সুনানুত তিরমিজি,* খণ্ড : ৯, খণ্ড : ২৩২, হাদিস : ২৫৬৩। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব।'

প্রথমত : মুত্তাকি, যাদের কোনো কবিরা গুনাহ নেই।

দ্বিতীয়ত : মিশ্র শ্রেণির, যারা নির্লজ্জ এবং কবিরা গুনাহ করেছে; তবে ঈমানদার।

তৃতীয়ত : কাফির।

মুত্তাকিনদের নেকগুলো জ্যোতির্ময় পাল্লায় রাখা হবে, যদি তাদের কোনো সগিরা গুনাহ থাকে, তাহলে অন্য পাল্লায় রাখা হবে। আল্লাহ তাআলা সেই সগিরা গুনাহগুলোর কোনো ওজন রাখবেন না। যার কারণে জ্যোতির্ময় পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। এমনকি অন্ধকার পাল্লাটা হালকা হওয়ার কারণে ওপরের দিকে উঠতেই থাকবে।

মিশ্র শ্রেণির লোকদের নেকিগুলো জ্যোতির্ময় পাল্লায় রাখা হবে, আর পাপগুলো রাখা হবে অন্ধকার পাল্লায়। তাদের কবিরা গুনাহগুলোর ওজন থাকবে। যদি সামান্যতমও তাদের নেকির পাল্লাটা ভারী হয়, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি পাপের পাল্লাটাই সামান্যতমও ভারী হয়, তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা। আর যদি উভয় পাল্লা বরাবর হয়, তাহলে আরাফে স্থান পাবে; যার আলোচনা সামনে আসবে। তবে এই বিচারটা হবে সেই ক্ষেত্রে, যখন কবিরা গুনাহের সম্পৃক্ততা থাকে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে। পক্ষান্তরে যদি সাথে অন্য কোনো গুনাহও থাকে (যেগুলোর বান্দার হকের সাথে), ওদিকে তার অনেক নেকি থাকে, তাহলে পাপের বদলা হিসেবে তার নেকি কমতে থাকবে। যদি বিনিময় শোধ করতে করতে তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার ওপর গুনাহের বোঝা চাপানো হবে, তারপর শাস্তি প্রদান করা হবে। এ কথাগুলো আলোচিত ও আলোচিতব্য হাদিসগুলোর সারকথা।

সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—

> তুমি যদি আল্লাহর সাথে এমন সত্তরটি গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করো—যার সম্পর্ক আল্লাহ এবং তোমার সাথে, তাহলে এটা তোমার জন্য অনেক হালকা; এমন একটি গুনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করার চেয়ে—যার সম্পর্ক তোমার ও অন্য বান্দার সাথে।

আমি (ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ) বলব—কথাটি অবশ্যই সঠিক। কারণ, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী, দয়াময়। আর বনি আদম নিঃস্ব, অসহায়। সেদিন প্রয়োজনে একটি নেকির দরকার হলে একটি গুনাহ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে, যেন মিজানে তার নেকির পাল্লাটা ভারী হয় এবং তার কল্যাণ ও নেকি বেশি হয়।

আর কাফির! তো তার কুফরিকে অন্ধকার পাল্লায় রাখা হবে, কিন্তু অন্য পাল্লায় রাখার মতো তার কোনো নেকি থাকবে না। যার কারণে তা শূন্য পড়ে থাকবে, কল্যাণ থেকে মুক্ত থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবেন এবং বদআমল ও গুনাহ অনুযায়ী তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে।

আর মুত্তাকিদের অবস্থা! কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার কারণে তাদের সগিরা গুনাহগুলো মোচন করা হবে এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর নির্দেশ প্রদান করা হবে। তাদের প্রত্যেককেই তাদের নেকি ও ইবাদত সমপরিমাণ প্রতিদান প্রদান করা হবে। কুরআন কারিমে ওজন-সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে এই দুই প্রকারের কথাই বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে কেবল মিজানের পাল্লা ভারী ও হালকা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর পাল্লা ভারী হলে অকাট্যভাবে সফলতা এবং সুখী জীবনের ফায়সালা ঘোষণা করেছেন আর পাল্লা হালকা হলে কুফরির গুণে গুণান্বিত করে চিরস্থায়ী জাহান্নামের ফায়সালা ঘোষণা করেছেন। বাকি থাকল—মিশ্রদের কথা। যাদের আমলনামায় নেকিও আছে, বদিও আছে। সেগুলোর ব্যাপারে আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আলোচনা করে এসেছি।

কিয়ামতের দিন প্রতিটি উম্মত তার উপাস্যের অনুগামী হবে

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কিছু মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পারব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِي صُورَةٍ

غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى .

পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের সমস্যা হয়? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল! সমস্যা হয় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের সমস্যা হয়? তারা বলল—হে আল্লাহর রাসুল, না। (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—) তোমরা এভাবেই আল্লাহকে দেখবে। তিনি কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন—যে যার ইবাদত করতে, সে তার অনুগামী হও! সুতরাং সূর্যপূজারিরা তার অনুগামী হবে, চন্দ্রপূজারিরা তার অনুগামী হবে, প্রতিমাপূজারিরা সেগুলোর অনুগামী হবে। বাকি থাকবে এই উম্মত এবং তার মুনাফিকরা। তখন আল্লাহ তাআলা তার পরিচিতরূপ ভিন্ন অন্যরূপে আসবেন এবং বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এটাই আমাদের অবস্থান—আমাদের রব আসা পর্যন্ত। অতঃপর যখন আমাদের রব আসবেন, আমরা তাকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ তাআলা পরিচিতরূপে আসবেন এবং বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের রব, অতঃপর তার অনুগামী হবে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত লাগানো হবে। তখন আমি এবং আমার উম্মত প্রথম তা

অতিক্রম করব। সেদিন কেবল রাসুলগণই কথা বলতে পারবে। সেদিন রাসুলগণের দুআ হবে—হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো, হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো। জাহান্নামে কাঁটাযুক্ত গাছের মতো পেরেক থাকবে। তোমরা কাঁটাযুক্ত গাছ দেখেছ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! হাঁ, দেখেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—জাহান্নামের পেরেকগুলো হবে কাঁটাযুক্ত গাছের[১৩২] মতো। তবে সেগুলোর ভয়াবহতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সেগুলো মানুষের আমলের কারণে তাদেরকে খুলে নেবে। তাদের মাঝে কেউ আমলের কারণে ধ্বংস হবে, এবং কেউ অতিক্রম করে মুক্তি পাবে।[১৩৩]

হাদিসের মর্মার্থ হলো—জান্নাতিদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের দিদার—দর্শন দিয়ে ধন্য করবেন। তাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করবেন। আর তা এমনভাবে যে, দেখার সময় কেউ কারও সামনে অন্তরায় হবে না, দেখতে কষ্ট হবে না, ভীড় হবে না এবং স্বাভাবিকভাবে চাঁদ দেখার মতো ঝগড়াও হবে না। বরং সূর্য দেখার মতো এবং পূর্ণিমার চাঁদ দেখার মতো সবাই একসাথে দেখতে পাবে।

[১৩২] কাঁটাযুক্ত এই গাছটি উটের উৎকৃষ্ট খাবারের তালিকাভুক্ত। কেউ কেউ কাঁটাযুক্ত খেজুর গাছ অর্থও করেছেন।

[১৩৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৫, হাদিস : ২৬৭।

পুলসিরাত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا .

সুতরাং তারা (শাফায়াত চাওয়ার জন্য) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে। তিনি দাঁড়িয়ে যাবেন। তাকে অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমানত ও রহমত পাঠানো হবে। সুতরাং তারা পুলসিরাতের

ডানে-বামে দাঁড়াবে। অতঃপর তোমাদের প্রথমজন বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক, বিদ্যুতের মতো দ্রুত গতিতে? আবু হুরাইরা বললেন—তোমরা কি বিজলি—বিদ্যুৎ দেখোনি চোখের পলকে যায়-আসে? তারপরের জন বাতাসের গতিতে। তারপর পাখির গতিতে। তারপর দ্রুতগামী মানুষের গতিতে। তাদের সাথে তাদের আমল চলতে থাকবে। আর তোমাদের নবি পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন—হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো, নিরাপদ রাখো। একপর্যায়ে বান্দার আমল অক্ষম হয়ে যাবে। এমনকি এমন একজন লোক আসবে—যে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে চলতে থাকবে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ওদিকে পুলসিরাতের দু-দিকে ঝুলন্ত আছে কাঁটাযুক্ত লৌহশলাকা; যেগুলোর প্রতি নির্দেশ রয়েছে চিহ্নিত পাপীদেরকে ধরার জন্য। সুতরাং আঁচড় খাওয়া ব্যক্তিও মুক্তি পাবে কিন্তু ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তি গর্তে (জাহান্নামে) পতিত হবে। ওই সত্তার শপথ! যার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, জাহান্নামের গর্ত সত্তর বছরের দূরত্বের সমান গভীর।[১৩৪]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'তারপর জাহান্নামের ওপর পুল লাগানো হবে এবং শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে। তারা বলবে—হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো, নিরাপদ রাখো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! পুলটা কেমন হবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—সেটা হবে পিচ্ছিল, হিংস্রথাবা, লোহার পেরেক এবং নজদে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ, যাকে 'السعدان' বলা হয়। তো মুমিনরা চোখের পলকে পার হয়ে যাবে, কেউ পার হবে বিজলির মতো, কেউ পার হবে বাতাসের ন্যায়, কেউ পার হবে পাখির মতো, কেউ পার হবে দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়। মুসলিমরা মুক্তি পাবে। আঁচড় খাওয়া ব্যক্তিও গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, কিন্তু কাটাপড়া ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে পড়ে যাবে।...[১৩৫]

আরেক বর্ণনায় আছে, আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি—

---

[১৩৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৯, হাদিস : ২৮৮।
[১৩৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৭, হাদিস : ২৬৯।

'পুলসিরাত হবে চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবারির চেয়ে ধারালো।'

অতএব, এখন একটু ভাবুন, পুলসিরাত এবং তার সূক্ষ্মতা দেখলে আপনার মনের অবস্থাটা কেমন হবে! তারপর আপনার চোখ পড়বে নিচে অবস্থিত জাহান্নামের প্রতি। অতঃপর আপনার কানে আসবে জাহান্নামের বিকট গর্জন ও চিৎকার। কিন্তু এসব জানার পরও আপনি পুলসিরাতের ওপর চলতে বাধ্য। অথচ আপনি দুর্বল, মনটা অস্থির, আপনার পা নড়বড়ে, আপনার পিঠের বোঝা যেখানে বিস্তীর্ণ মাঠেই চলতেই বাধা দেয়, তখন এখানে রয়েছে চিকন ধারালো পুলসিরাত! (ভাবুন, পরিস্থিতি কতটা নাজুক হবে!)

এক পা পুলসিরাতের ওপর রেখে তার ভয়ংকর ধার উপলব্ধি করতে পেরেছেন চরমভাবে, তবুও দ্বিতীয় পা ওঠাতে বাধ্য হয়েছেন, ওদিকে আপনার সামনে অনেকেই পিছলে পড়ে যাচ্ছে, কেউ হোঁচট খাচ্ছে, আবার তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নিশিখা, হিংস্রথাবা এবং পেরেকগুলো খামচে ধরছে। আপনি দেখছেন—কীভাবে তারা ঝুলে পড়ছে, তাদের চেহারাগুলো নিচে জাহান্নামের দিকে আর পাগুলো ওপরের দিকে, তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে?

হায়! এর চেয়ে ভয়ংকর কোনো দৃশ্য কি হতে পারে! এর চেয়ে কঠিন চড়াই-উতড়াই কী আর হতে পারে! এর চেয়ে সমস্যাসংকুল চলার পথ কী কোথাও আছে?!

পুলসিরাতের ওপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

তবে পুলসিরাতে মুমিনদের অবস্থা হবে অনেকটা ভিন্ন রকম। *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

> আর তোমাদের নবি পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলবেন—হে আমার রব! নিরাপদ রাখো, নিরাপদ রাখো!

কিয়ামতের ভয়াবহ তিনটি স্থান

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলাম, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য শাফায়াত করেন! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—আল্লাহ তাআলা চাইলে আমি শাফায়াত করব। আনাস বললেন,

আমি আপনাকে কোথায় খুঁজব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে প্রথমে পুলসিরাতের ওপর খুঁজবে। আনাস বলেন, আমি বললাম, পুলসিরাতে যদি আপনাকে না পাইলে কোথায় খুঁজব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তাহলে আমাকে মিজানের কাছে খুঁজবে। আনাস বলেন, আমি আবারও বললাম, যদি আপনাকে মিজানের কাছে না পাই, তাহলে কোথায় খুঁজব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হাউজে কাউসারের কাছে খুঁজবে। কেননা, আমি এই তিন স্থানকে ভুলে যাব না।'।[১৩৬]

পুলসিরাতের সংখ্যা এবং জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত দ্বিতীয় পুলসিরাত

আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার জেনে রাখা ভালো যে, পরকালে দুটি পুলসিরাত থাকবে—

প্রথম পুলসিরাত : ভারী ও পাতলা সকল হাশরবাসীকেই সেটা অতিক্রম করতে হবে; তবে যে ব্যক্তি হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করেছে অথবা জাহান্নামের গর্দান তাকে থাবা দিয়ে নিয়ে গেছে তাদের কথা ভিন্ন। তারপর যে ব্যক্তি আলোচিত এই বড় পুলসিরাত থেকে মুক্ত হবে—আর সেখানে কেবল মুমিনরাই মুক্তি পাবে, কিসাস (বিনিময় ও প্রতিশোধ) যাদের নেকিগুলোকে ফুরিয়ে ফেলতে পারেনি। তারা বিশেষ আরেকটি পুলসিরাতে আটকা পড়বে, আল্লাহ চাইলে তাদের কেউ জাহান্নামের দিকে ফিরে যাবে না।

কেননা, তারা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত সেই প্রথম পুলসিরাতকে পাড়ি দিয়ে এসেছে—গুনাহের কারণে যেখানে পড়ে গেলেই ধ্বংস হয়ে যেত। এবং কিসাস ও বিনিময়ের সেই স্তরেও উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে—যেখানে অপরাধ ও গুনাহ তার নেকির চেয়ে বেশি হলে ধ্বংস হয়ে যেত।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে স্থাপিত একটি পুলের ওপর বন্দি হবে। তখন দুনিয়াতে সংঘটিত জুলুমের কারণে পরস্পরের কাছ থেকে বিনিময় ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

[১৩৬] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৬৬, হাদিস : ২৩৫৭। ইমাম তিরমিজি রহ. বলেছেন, হাদিসটি হাসান।

এভাবে যখন পরিমার্জিত করা হবে এবং পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করা হবে। ওই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! প্রত্যেকেই দুনিয়ায় থাকাকালীন তাদের মর্যাদার কারণে তাদের জান্নাতের মর্যাদা বুঝতে পারবে।[১৩৭]

আমি বলব, মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে—এর অর্থ হলো, তারা জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাত থেকে মুক্তি পাবে। যা প্রমাণ করে যে, পরকালে মুমিনদের অবস্থা বিভিন্ন রকম হবে।

[১৩৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২০০, হাদিস : ৬০৫৪।

জাহান্নাম

জাহান্নাম

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ.

যারা প্রকৃতভাবেই (স্থায়ী) জাহান্নামি, তারা সেখানে মারাও যাবে না, আবার জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যেসকল (মুমিন) মানুষ গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, জাহান্নাম তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি যখন তারা কয়লা হয়ে যাবে, তখন তাদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি প্রদান করা হবে। সুতরাং তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে নিয়ে এসে জান্নাতের নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতিরা! তাদের ওপর পানি ঢালো। যার ফলে তারা এমন শস্যবৃক্ষের মতো উদ্গত হবে, যেগুলো প্রবাহিত পানির ওপর ভাসতে থাকে।[১৩৮]

[১৩৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩০, হাদিস : ২৭১।

জ্ঞাতব্য: পাপী মুমিনদের জন্য এটা হবে প্রকৃতপক্ষেই মৃত্যু। দলিলের আলোকে এটাই প্রমাণিত। তবে এটা হবে তাদের সহযোগিতার জন্য, যেন জ্বলে যাওয়ার পর তারা কোনো কষ্ট অনুভব করতে না পারে। পক্ষান্তরে বেঈমান চিরস্থায়ী জাহান্নামির অবস্থা হবে এমন—

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ

> তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৬]

কেউ এমনও বলেছেন, জাহান্নামি মুমিনদের মৃত্যুর মর্ম এমনও হতে পারে—'গভীর নিদ্রার কারণে তারা জাহান্নামের আজাবের কষ্ট অনুভব করেনি।' এটা প্রকৃত মৃত্যু ছিল না।

যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন এই বলে যে, যদি জাহান্নামে তাদের কষ্ট না-ই হয়, তাহলে তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর সার্থকতা কী?

তার জবাবে বলা হবে, তাদের আদব-শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছে, আজাব দেওয়ার জন্য নয়। সেই সঙ্গে জাহান্নামে অবস্থানের সময়ে তাদের কাছ থেকে জান্নাতের নিয়ামতগুলোকে সরিয়ে রাখা। ঠিক যেভাবে (দুনিয়ার) কারাগারে বন্দি রাখা হয়। তো বন্দি থাকাটাই তাদের শাস্তি, যদিও তার লাঞ্ছনা বা বেড়ি ইত্যাদি না থাকে। আল্লাহই ভালো জানেন।

শাফায়াতকারী এবং জাহান্নামিদের আলোচনা

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একপর্যায়ে যখন মুমিনরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে; ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামতের দিন মুমিনদের মধ্য থেকে তোমরা প্রত্যেকেই জাহান্নামি ভাইদের হক আদায় করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে খুব বেশি প্রার্থনা করবে। তারা বলবে, হে আমাদের রব, তারা আমাদের সঙ্গে রোজা রাখত, আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ত এবং আমাদের সঙ্গে হজ করত। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাদেরকে তোমরা চেনো—তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। সুতরাং তাদের চেহারাগুলোকে আগুনের জন্য হারাম করা হবে (আগুন তাদেরকে জ্বালাতে পারবে না।)। অতএব, তারা অগণিত মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসবে, আগুন তাদের পায়ের নলা ও হাঁটু পর্যন্ত লেগেছিল। এরপর তারা বলবে, হে আমার রব, আপনি যাদেরকে বের করার

নির্দেশ দিয়েছিলেন—তাদের সবাইকে বের করেছি, কেউ বাকি নেই। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আবার যাও, যাদের হৃদয়ে দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে—তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। এরপর তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর বলবে, হে আমার রব, আপনি যাদেরকে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের সবাইকে বের করেছি, কেউ বাকি নেই। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আবার যাও, যাদের হৃদয়ে অর্ধেক দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে—তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর বলবে, হে আমার রব, আপনি যাদেরকে বের করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—তাদের সবাইকে বের করেছি, কেউ বাকি নেই। তারপর আল্লাহ বলবেন, ফিরে যাও, যাদের হৃদয়ে অণু পরিমাণ কল্যাণ পাবে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা অনেক মানুষকে বের করে নিয়ে আসবে, তারপর বলবে, হে আমাদের রব, যাদের মাঝে কল্যাণ পেয়েছি—তাদের কাউকেই বাদ রাখিনি (সবাইকে বের করে নিয়ে এসেছি।)

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি তোমরা আমাকে এই হাদিসের ব্যাপারে সত্যায়ন না করো, তাহলে তোমরা এই আয়াতটি পড়তে পারো—

> إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا.
>
> নিশ্চয়ই আল্লাহ অণুপরিমাণ জুলুম করেন না। আর যদি তা সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল প্রতিদান দেন। [সুরা নিসা, আয়াত : ৪০]

এবার আল্লাহ তাআলা বলবেন, ফিরিশতারা শাফায়াত করেছে, নবিরা শাফায়াত করেছেন, মুমিনরা শাফায়াত করেছে, বাদ আছে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময় আল্লাহ তাআলা। সুতরাং তিনি জাহান্নামে একটি থাবা মেরে এমন জাতিকে বের করবেন, যারা কখনো কোনো নেককাজ করেনি। যারা কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের মুখে নাহরুল হায়াত-জীবনের নদী নামক নদীতে নিক্ষেপ করবেন। তারা সেখান থেকে ঠিক প্লাবনে ভাসমান খড়কুটোর বীজের মতো উদ্গত হবে, যেগুলোকে তোমরা পাথর বা গাছের ধারে দেখতে পাওনি, যেগুলো সূর্যের তাপে হলুদ বা সবুজ হয়নি এবং ছায়ায় থেকে সাদাও হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ রাসুল, মনে হচ্ছে আপনি উপত্যকায় বিচরণ করছেন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বললেন, সুতরাং তারা মুক্তার মতো বের হবে, যাদের কাঁধে মোহরাঙ্কিত থাকবে। তাদেরকে দেখেই জান্নাতিরা চিনতে পারবে যে, এরা সেসমস্ত জাহান্নামমুক্ত মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ তাদের কোনো আমল ছাড়া এবং পূর্বে প্রেরিত কোনো কল্যাণকর কাজ ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো, যা দেখতে পাবে—সব তোমাদের। তারা বলবে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে যা দিয়েছ তা তো সমগ্র জগতের আর কাউকেও দাওনি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার কাছে তোমাদের জন্য এর চেয়েও উত্তম জিনিস আছে। তারা বলবে, হে আল্লাহ, এর চেয়েও উত্তম কী সেই জিনিস? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার সন্তুষ্টি। এরপর থেকে আমি তোমাদের ওপর আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না।'[১৩৯]

এই হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে, ঈমান (মান ও আয়তনগতভাবে, সংখ্যাগতভাবে নয়) বেশকম হয়। কেননা, আল্লাহর কথা—'যার হৃদয়ে দিনার পরিমাণ ঈমান আছে, যার হৃদয়ে অর্ধ দিনার পরিমাণ ঈমান আছে এবং যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান আছে তাকে বের করে নিয়ে এসো, এ দাবির পক্ষে প্রমাণ বহন করে। হাদিসে বর্ণিত শব্দ 'খাইর-কল্যাণ' দ্বারা ঈমান উদ্দেশ্য।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ.

> জাহান্নামের লালচে কালো দাগ লাগার পর একদল জাহান্নামি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতিরা তাদেরকে বলবে, জাহান্নামিয়্যুন।[১৪০]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আমার উম্মতের কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরাও আমার শাফায়াত পাবে।'[১৪১]

আওফ ইবনু মালিক আল-আশজায়ি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

---

[১৩৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৭, হাদিস : ২৬৯।
[১৪০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২২৩, হাদিস : ৬০৭৪।
[১৪১] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৭০, হাদিস : ২৩৫৯।

'তোমরা কি জানো, আজ রাতে আল্লাহ আমাকে কী স্বাধীনতা দিয়েছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, হয়তো তোমার অর্ধেক উম্মত জান্নাতি ঘোষণা নিয়ে খুশি থাকবে, না হয় শাফায়াতের অধিকার নেবে? জবাবে আমি শাফায়াতকে গ্রহণ করেছি। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে আপনার শাফায়াতের অধিকারী বানায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতিটি মুসলিমই আমার শাফায়াতে অধিকারী হবে।'[১৪২]

শাফায়াত-প্রাপকের আলামত

পূর্বে বর্ণিত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বলা হয়েছে, মুমিনরা বলবে—

رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ

> হে আমাদের রব, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে নামাজ পড়ত, আমাদের সঙ্গে রোজা রাখত এবং আমাদের সঙ্গে হজ করত; তুমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলবেন—তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা চেনো তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো।[১৪৩]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদের মাঝে ফায়সালা থেকে অবসর হবেন এবং নিজের রহমতে ইচ্ছামতো জাহান্নামিদের মধ্য থেকে কাউকে পরিত্রাণ দিতে চাইবেন, তখন ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন তারা যেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জাহান্নাম থেকে বের করে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থাপন করেনি। সেসকল মানুষের মধ্য থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করতে চাইবেন। সুতরাং ফিরিশতারা তাদেরকে সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবে। জাহান্নামের আগুন বনি আদমের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলবে, কিন্তু সিজদার অংশ খাওয়াকে আল্লাহ আগুনের ওপর হারাম করে দেবেন। অতএব, তাদেরকে এমন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে যে, তারা আগুনে

---

[১৪২] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, হাদিস : ৪৩০৮।
[১৪৩] প্রাগুক্ত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৯, হাদিস : ৫৯।

পুড়ে গেছে। সুতরাং তাদের ওপর হায়াতের পানি ঢালা হবে। ফলে তারা এমনভাবে উদ্‌গত হবে, যেভাবে প্লাবনের মাঝে শস্যবীজ উদ্‌গত হয়।[১৪৪]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'এমন একদল মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে, যারা সেখানে আগুনে প্রজ্বলিত হয়েছে। কিন্তু তাদের চেহারার চারদিক আগুনে প্রজ্বলিত হবে না। একপর্যায়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৪৫]

কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত এবং ক্ষমার প্রত্যাশা

সানাবাহি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। যার কারণে আমি কেঁদে ফেললাম। তখন তিনি বললেন, শান্ত হও, কাঁদছ কেন? আল্লাহর কসম! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যত হাদিস শ্রবণ করেছি, সবগুলোতেই তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু কল্যাণের একটি হাদিস—যেটা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছিলাম এবং আজকেও সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব, এদিকে আমার জীবন-প্রদীপ নিভু নিভু। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

> যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তার ওপর জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন।[১৪৬]

সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহ তাআলা যেদিন আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন একশ রহমতও সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি রহমত আকাশ-জমিন সমপরিমাণ। তার মধ্য থেকে একটি রহমত জমিনে প্রেরণ করেছেন। এই একটি রহমতের কারণে মা সন্তানকে ভালোবাসে, পশু-পাখি পরস্পরকে ভালোবাসে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন সেই ভালোবাসাকে এই রহমত দ্বারা পূর্ণ করবেন।'[১৪৭]

---

[১৪৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৫, হাদিস : ২৬৭।
[১৪৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪২, হাদিস : ২৮১।
[১৪৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৯, হাদিস : ৪২।
[১৪৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩১৩, হাদিস : ৪৯৪৬।

জান্নাতের ওপর কষ্টের এবং জাহান্নামের ওপর কামনার আবরণ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

জান্নাত ঢেকে দেওয়া হয়েছে অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা এবং জাহান্নাম আচ্ছাদিত কামনীয় বস্তু দ্বারা।[১৪৮]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, তখন জিবরাইলকে জান্নাতের দিকে প্রেরণ করে বললেন, জান্নাত দেখে এসো এবং জান্নাতিদের জন্য তাতে আমার তৈরি ব্যবস্থাপনাও দেখে এসো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুতরাং তিনি জান্নাতে এলেন, জান্নাত এবং জান্নাতিদের জন্য তৈরি ব্যবস্থাপনাও দেখলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনার ইজ্জতের কসম, যে ব্যক্তিই জান্নাতের কথা শুনবে—সেই তাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং নির্দেশ দিয়ে জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তুর মাধ্যমে আচ্ছাদিত করা হলো। তারপর হজরত জিবরাইলকে বললেন, আবার দেখে এসো—আমি জান্নাতিদের জন্য কী প্রস্তুত করেছি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম ফিরে আবার জান্নাতে গিয়ে দেখলেন—জান্নাত অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা আবরিত। এবার তিনি ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বললেন, আপনার ইজ্জতের শপথ, আমি তো এখন ভয় করছি, কেউ হয়তো তাতে প্রবেশ করবে না। এবার আল্লাহ তাআলা বললেন, জাহান্নামে যাও, তা দেখো এবং জাহান্নামিদের জন্য প্রস্তুতকৃত বস্তুগুলোও দেখো। তিনি দেখলেন, একটি আরেকটির ওপর চড়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনার ইজ্জতের শপথ, জাহান্নামের কথা শুনে কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হলে জাহান্নামকে কামনীয় বস্তুর মাধ্যমে ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর বললেন, জিবরাইল, এবার গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো। জিবরাইল আবার গেলেন। তারপর ফিরে এসে আল্লাহকে বললেন, আপনার ইজ্জতের কসম, আশঙ্কা করছি, হয়তো কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বাঁচতে পারবে না।'।[১৪৯]

---

[১৪৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৪৮, হাদিস : ৫০৪৯।
[১৪৯] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১২০, হাদিস : ২৪৮৩।

জান্নাত এবং জাহান্নামের ঝগড়া

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اِحْتَجَّتِ النَّارُ وَالْجَنَّةُ فَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَقَالَتْ هَذِهِ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَرُبَّمَا قَالَ أُصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَقَالَ لِهَذِهِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا .

জাহান্নাম ও জান্নাত তর্কে লিপ্ত হলো। জাহান্নাম বলল, জালিম ও অহঙ্কারীরা আমার মাঝে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও অসহায়রা আমার মাঝে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বললেন, তুই আমার আজাব, তোর মাধ্যমে আমি যাকে চাই আজাব দেব এবং অনেক সময় তোর মাধ্যমে যাকে চাই বিপদে ফেলব। জান্নাতকে বললেন,

---

নোট: হাদিসে উল্লিখিত তিনটি শব্দের বিশ্লেষণ—

الْمَكَارِه—মাকারিহ : প্রত্যেক এমন বস্তু—যা করা নফসের ওপর কঠিন হয়, যার ওপর আমল করা কষ্টকর। যেমন শীতের সকালে পবিত্রতা অর্জন করা এবং অন্যান্য নেককাজ করা, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং সমস্ত অপছন্দনীয় কাজে সবর করা।

الشَّهَوَات-শাহাওয়াত : প্রত্যেক ওই কাজ—যা প্রবৃত্তির অনুকূল হয়, প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয়, সেদিকে আকর্ষণ করে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

الحفاف-হাফাফ : কোনো বস্তুকে পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ করে রাখা। সীমালঙ্ঘন না করলে যেখানে পৌঁছা যায় না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকারিহ ও শাহওয়াতের মাধ্যমে হাফাফের উপমা পেশ করেছেন। তো জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে মাকারিহকে জয় করে তার ওপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আর জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই শাহাওয়াতকে পরিহার করতে হবে এবং প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে।

সিরাজুল মুরিদিন গ্রন্থে কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ -এর মর্ম হলো—জান্নাত ও জাহান্নামের চারিদিকে অপছন্দীয় ও কামনীয় বস্তুগুলো রাখা হয়েছে। আর মানুষ মনে করেছে, এটা কেবলই উপমা। যদি এমনটা হতো, তাহলে উপমা হিসেবে বিশুদ্ধ হতো। কিন্তু বাস্তবেই জাহান্নামের চারদিকে কামনীয় এবং জান্নাতের চারদিকে অপছন্দনীয় বস্তু রাখা হয়েছে। যেমন :

জান্নাত					জাহান্নাম		
ধৈর্য	যাতনা	দারিদ্র্য	অপছন্দনীয় বস্তু	যুদ্ধ	নারী	অর্থ	পদ-ক্ষমতা

তুই আমার রহমত। তোর মাধ্যমে যাকে চাই দয়া করব। তবে তোদের দুজনকেই পূর্ণ করব।[১৫০]

জান্নাতি ও জাহান্নামিদের গুণাবলি

আয়াজ ইবনু হিমার আল-মাজাশিয়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবার মাঝে বললেন—

'জান্নাতি মানুষ তিন শ্রেণির—(১) ক্ষমতাশীল ন্যায়পরায়ণ, দানশীল এবং কল্যাণকর কাজের তাওফিকপ্রাপ্ত; (২) দয়াবান ও আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিটি মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী; (৩) পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং সন্তানাদি-সম্পন্ন লোক। এমনিভাবে জাহান্নামি মানুষ পাঁচ শ্রেণির : (১) এমন দুর্বল লোক যার মাঝে (সত্য-মিথ্যা এবং ভালো-মন্দের মাঝে) পার্থক্য করার বিবেক নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায় আর না অর্থবিত্ত কামনা করে। (২) এমন খেয়ানতকারী মানুষ—যার লোভ কারও কাছেই লুক্কায়িত নেই। (৩) এমন মানুষ—যে সকাল-সন্ধ্যা তোমার পরিবার ও সম্পদ সম্পর্কে তোমাকে ধোঁকা দেয়। (৪) কৃপণ লোক (৫) মিথ্যাবাদী এবং অশ্লীলতাপ্রিয়'।[১৫১]

হারিসা ইবনু অহাব আল-খাজায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতিদের সম্পর্কে বলব না? তারা হলো প্রত্যেক ওই মানুষ—দুনিয়ার কাজে দুর্বল কিন্তু দ্বীনের কাজে শক্তিশালী। যদি আল্লাহর নামে কসম করে, তাহলে পূরণ করে। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামিদের সম্পর্কে বলব না? তারা হলো—অশ্রাব্য নোংরাভাষী, কৃপণ (অবৈধভাবে জমা করে, জরুরি খাতেও দান করে না) এবং অহংকারী।[১৫২]

---

[১৫০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৩, হাদিস : ৫০৮১; *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ৪৪৭২।

[১৫১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৪, হাদিস : ৫১০৯।

[১৫২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ২১৮, হাদিস : ৪৫৩৭; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪,. পৃষ্ঠা : ৪, হাদিস : ৫০৯২।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করার সময় সাহাবিরা জানাযার প্রশংসা করল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে। আরেকটি জানাযা অতিক্রম করল, যার জন্য নিন্দাবাদ করা হলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে।

তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! একটি জানাযা গেল, তার জন্য প্রশংসা করা হলো, আপনি বললেন, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে। আবার আরেকটি জানাযা গেল, তার নিন্দাবাদ করা হলো, আপনি বললেন, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে, অবধারিত হয়েছে। (মূল বিষয়টি কী?) জবাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

তোমরা যার ভালো গুণ বর্ণনা করলে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়েছে। আর তোমরা যার নিন্দাবাদ করলে, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে। তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।[১৫৩]

---

[১৫৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬, হাদিস : ১৫৭৮।

জ্ঞাতব্য:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

'শক্তিশালী মুমিন (দ্বীনদারির দিক থেকে) আল্লাহর কাছে উত্তম ও প্রিয়, দুর্বল মুমিনের চেয়ে। তবে প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে।'

সুতরাং যে ব্যক্তি তার দ্বীনের বিষয়ে দুর্বল হবে, দ্বীনের প্রতি পরোয়া করে না, তাহলে সে নিন্দিত। এটা জাহান্নামিদের গুণ। যেমন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই দুর্বল-যার বোধশক্তি নেই। আর যার বোধশক্তি নেই, সে ফাসাদ ও পাপাচারিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, সেগুলোকে পরিহার করবে না। আর এটা দ্বীনি দুর্বলতা এবং দ্বীনের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এমনিভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘যে মুসলিমের জন্য চারজন মানুষ কল্যাণের সাক্ষ্য দিলো, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি বললাম, তিনজন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনজনও। আমি আবার বললাম, দুজন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুজনও। হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করলাম না।’[১৫৪]

আবু মুহাম্মদ আবদুল হক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এই হাদিসটি বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে নির্ধারিত। আল্লাহই ভালো জানেন। এর পূর্বের হাদিসটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যার সাক্ষ্য বেশি হবে, মুসলিমদের মুখে মুখে যার কল্যাণ এবং ভালোর প্রশংসা উচ্চারিত হতে থাকবে—তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ হবে। আল্লাহই সম্যক অবগত।

জান্নাতি ও জাহান্নামিদের আরেকটি গুণ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘জাহান্নামিদের দুটি শ্রেণি এমন রয়েছে, যাদেরকে আমি দেখিনি। এক শ্রেণির সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যার দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। দ্বিতীয় শ্রেণি

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.

জান্নাতি মানুষ তিন শ্রেণির—(১) ক্ষমতাশীল ন্যায়পরায়ণ, দানশীল এবং কল্যাণকর কাজের তাওফিকপ্রাপ্ত; (২) দয়াবান ও আত্মীয়স্বজনসহ প্রতিটি মুসলিমের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী; (৩) পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং সন্তানাদি-সম্পন্ন লোক।

عَفِيفٌ-শব্দের অর্থ হলো—চারিত্রিকভাবে অধিক পবিত্র। আর তা হলো, নির্লজ্জ এবং অসৌজন্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা।

مُتَعَفِّفٌ -শব্দের অর্থ—চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতি কঠিনভাবে সচেষ্ট ব্যক্তি এবং কারও কাছে যাঞ্চা করে না। شِنْظِيرٌ -শব্দের অর্থ—চরিত্রহীন। فَحَّاشٌ-শব্দের অর্থ—অত্যধিক নির্লজ্জ। جَوَّاظ -অর্থ—জমাকারী-ব্যয় করতে বারণকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—وَ جَمَعَ فَأَوْعَىٰ ‘সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলে রেখেছিল।’ আরও বলা হয়েছে—جَوَّاظ -অর্থ—মোটা অহংকারী। কেউ বলেছেন—কঠিনপ্রাণ মানুষ। عُتُلٍّ -শব্দের অর্থ—প্রচণ্ড ঝগড়াটে; কেউ বলেছেন—অধিক পানাহারকারী এবং জালিম।

[১৫৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৫, হাদিস : ১২৭৯।

হলো এমন নারী, যারা পোশাক পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে, আকর্ষণকারিণী এবং নিজেরাও (পরপুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট[১৫৫]; তাদের মাথার খোপা বুখতি উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে।[১৫৬]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ

> এমন এক শ্রেণির লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে—যাদের কলিজাগুলো হবে পাখির কলিজার মতো।[১৫৭]

ব্যাখ্যা : উলামায়ে কিরাম হাদিসটির ব্যাখ্যায় দু-ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন—

প্রথমত : ভয় ও আতঙ্কগতভাবে তাদের কলিজাগুলো হবে পাখির কলিজার মতো। কারণ, প্রাণিজগতে পাখিরাই সবচেয়ে বেশি ভীতু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : দুর্বলতা ও কোমলতার দিক থেকে। (অর্থাৎ যাদের হৃদয়গুলো পাখির হৃদয়ের মতো দুর্বল ও কোমল হবে, তারা জান্নাতি হবে।)

যারা অধিকাংশ জান্নাতি ও জাহান্নামি হবে

উসামা ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ إِلَّا أَصْحَابَ النَّارِ فَقَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.

> আমি জান্নাতে দাঁড়িয়ে দেখলাম—সেখানে প্রবেশকারী অধিকাংশই মিসকিন, ওদিকে তখনো ক্ষমতাবানেরা (হিসাবের মধ্যে) বন্দি হয়ে আছে। কিন্তু জাহান্নামিদের বিষয়টি ভিন্ন, তাদেরকে জাহান্নামের নির্দেশ করা

---

[১৫৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৫৯, হাদিস : ৩৯৭১।
[১৫৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৩, হাদিস : ৫০৭৪।

হয়েছে। জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম—সেখানে প্রবেশকারী অধিকাংশই নারী।[১৫৮]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আমার প্রতিটি উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে অস্বীকারকারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন—অস্বীকারকারী কারা? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যারা আমার নাফরমানি করবে, তারাই হলো অস্বীকারকারী।'[১৫৯]

সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না

জুবাইর ইবনু মুতইম থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

আত্মীয়তা ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৬০]

উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৬১]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, যারা কর এবং উশরের নাম করে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজনের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে; তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যারা জাকাত, উশর এবং গরিবের হক উসুল করে, তাদের কথা ভিন্ন (তারা বরং অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে।)

যে ব্যক্তির মাধ্যমে জাহান্নামে প্রথম আগুন প্রজ্বলিত হবে

---

[১৫৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা: ২৮০, হাদিস : ৪৯১৯।
[১৫৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ২৪৮, হাদিস : ৬৭৩৭।
[১৬০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪০৮, হাদিস : ৪৬৩৬।
[১৬১] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৬০, হাদিস : ২৫৪৮।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

'কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে, সে হবে একজন শহিদ। তাকে (আল্লাহ তাআলার সামনে) উপস্থিত করা হবে, আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতগুলোকে চিনিয়ে দিলে সে চিনতে পারবে। তারপর তাকে বলবেন, তুমি এই নিয়ামতগুলোর জন্য কী আমল করেছ? সে বলবে, তোমার পথে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, তোমাকে বাহাদুর বলা হবে। সুতরাং তোমাকে বাহাদুর বলা হয়েছে। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরেকজন মানুষ ইলম অর্জন করেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতগুলোকে চিনিয়ে দিলে সে চিনতে পারবে। আল্লাহ বলবেন, তুমি এসবের বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, ইলম শিখেছি, অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো আলিম নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য ইলম শিখেছ, কারি হিসেবে খ্যাত হওয়ার জন্য কুরআন পড়েছ। সুতরাং তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আরেকজন মানুষ—যাকে আল্লাহ ধনাঢ্যতা দান করেছেন। তাকে সর্বপ্রকারের সম্পদ দিয়েছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার নিয়ামতগুলো চিনিয়ে দিলে সে চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআলা জানতে চাইবেন—তুমি এগুলোর বিপরীতে কী আমল করেছ? সে বলবে, তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পছন্দনীয় প্রতিটি পথেই দান করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো দান করেছ দানবীর হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার জন্য। সুতরাং তোমাকে তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১৬২]

যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ .

---

[১৬২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৯, হাদিস : ৩৫২৭।

আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা কারা? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, যারা পাখি উড়িয়ে (শুভ-অশুভ) লক্ষণ গ্রহণ করে না, যারা চিকিৎসার জন্য আগুন দিয়ে দাগ দেয় না বরং তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে।

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

> আমার রব আমার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন—যাদের কোনো হিসাব হবে না এবং আজাবও দেওয়া হবে না। আর প্রতি হাজারের সঙ্গে থাকবে আরও সত্তর হাজার।[১৬৩]

নোট: আপনি মনে করবেন না যে, যে ব্যক্তি ঝাড়ফুঁক করল এবং আগুনের দাগ দিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করল—সে হিসাববিহীন জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কেননা, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং ঝাড়ফুঁক গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামকে আগুন দিয়ে দাগ দিয়েছেন এবং রাসুল নিজেও দাগ দিয়েছেন। যার কারণে ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা বিশেষ প্রকারের ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। প্রমাণ হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনু হাজিমের পরিবারকে বলেছেন—

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

> তোমাদের ঝাড়ফুঁক আমার কাছে পেশ করো, যদি তাতে শিরকি বিষয় না থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।[১৬৪]

নিরুপায় হয়ে লোহা গরম করে দাগ দেওয়ার বিধানটাও এমন। যে ব্যক্তি প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে শর্তসাপেক্ষে এ কাজ করবে, তার জন্য এটা মাকরূহও হবে না এবং তার সম্মানেরও হ্রাস ঘটবে না।

---

[১৬৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৭৩, হাদিস : ২৩৬১। ইমাম তিরমিজি বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব।

[১৬৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২০২, হাদিস : ৪০৭৯।

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ { وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ } قَالَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ.

আল্লাহ ডেকে বলবেন, হে আদম, তিনি বলবেন, হে আল্লাহ আমি উপস্থিত এবং যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামে প্রেরিতব্যদেরকে বের করে দাও। হজরত আদম বলবেন, কতজনকে? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বইজনকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেসময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে। (কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—'যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ঘটাবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর আজাব সুকঠিন।' [সুরা হজ, আয়াত : ২]) নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সময়টি তাদের জন্য খুব কঠিন হবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের মধ্য থেকে মুক্তি পাওয়া লোকটি কে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো—এক হাজার হবে ইয়াজুজ মাজুজ এবং তোমাদের

মধ্য থেকে হবে একজন মানুষ। তারপর বললেন, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আশা করি যে, জান্নাতিদের এক চতুর্থাংশই হবে তোমরা। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম, তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আশাবাদী যে, তোমরাই হবে জান্নাতিদের অর্ধেক। কালো গাভীর শরীরে সাদা পশমের দৃশ্য যেমন হবে, অন্যান্য উম্মতের মাঝে তোমাদের দৃশ্যটা তেমন হবে, অথবা গাধার পায়ে লালকালো রঙের মতো হবে। (কালোর মাঝে সাদা এবং সাদার মাঝে কালো যেমন দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়, ঠিক তেমনি কিয়ামতের মাঠে অন্যান্য উম্মতের মাঝে উম্মতে মুহাম্মদি দৃষ্টি আকর্ষণকারী হবে।) [১৬৫]

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۙ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

কখনই নয়; নিশ্চয় এটা লেলিহান শিখা, যা (মাথার) চামড়া তুলে দেবে। [সুরা মাআরিজ, আয়াত : ১৫-১৬]

আরও ইরশাদ করেছেন—

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۗ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۚ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ.

আপনি কি জানেন অগ্নি কি? এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না, মানুষকে দগ্ধ করবে। [সুরা মুদ্দাসসির : ২৭-২৯]

অর্থাৎ চামড়াকে জ্বালিয়ে পাল্টে ফেলবে, যেমন সূর্য তাপ দিয়ে পাল্টে দেয়।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন—

وَمَآ أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ۗ نَارٌ حَامِيَةٌ.

তুমি কি জানো হাবিয়া কী? হাবিয়া হলো জ্বলন্ত আগুন। [সুরা কারিয়া, আয়াত : ১০-১১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

[১৬৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০০, হাদিস : ৩২৭।

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۞ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ.

কখনো না, অবশ্যই হুতামায় নিক্ষেপ করবেন। তুমি জানো হুতামা কী? আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি—যা কলিজায়ও পৌঁছে যাবে। [সুরা হুমাজা, আয়াত : ৪-৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۞

এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে। [সুরা তাকবির, আয়াত : ১২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

তারা অতিসত্বর প্রজ্বলিত আগুনে পৌঁছে যাবে। [সুরা নিসা, আয়াত : ১০]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا

আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে—তারা মরে যাবে। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৫]

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সীমালঙ্ঘনকারী সংশয়বাদীদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে, একত্ববাদী পাপীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেন তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন এবং সত্যিই বলেছেন—

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ۚۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

তাহলে সেই আগুনকে ভয় করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا .

যারা এতিমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভরতি করছে এবং শীঘ্রই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। [সুরা নিসা, আয়াত : ১০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ

এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। [সুরা জুমার, আয়াত : ১৬]

আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ النَّارِ

যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত চায়, জান্নাত বলে—হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়, জাহান্নাম বলে—হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। [১৬৬]

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে—ঈমান থাকার পর নেকআমল ও ইখলাস জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আপনার জন্য *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহু মুসলিম* গ্রন্থে হজরত আবু সাইদ খুদরি

[১৬৬] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৩৬, হাদিস : ২৪৯৫।

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হাদিসই যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে একদিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাআলা ওই দিনটির মাধ্যমে বান্দাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন।'[১৬৭]

আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

'যার সক্ষমতা আছে সে যেন নিজেকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে নেয়, যদিও তা এক টুকরো খেজুরের মাধ্যমে হোক।'[১৬৮]

জাহান্নামের নির্ধারিত স্তর

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

> নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৫]

জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, যেটির নাম হলো হাবিয়া। কারণ, মুনাফিকি আর কুফরি খুব বেশি নোংরা, তার বেদনা অত্যধিক এবং মুমিনদেরকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ থাকে মাত্রাতিরিক্ত।

সালাফকথন: সালাফগণ বলেছেন, সবচেয়ে উঁচু স্তরের নাম হলো জাহান্নাম। যেটি উম্মতে মুহাম্মদের পাপীদের জন্য নির্ধারিত। এই স্তরটি তার অধিবাসীদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যার কারণে তার দরজা দিয়ে প্রবল বেগে বাতাস বইবে। এর নিচের স্তর লাজা, তারপর হুতামা, তারপর সায়ির, তারপর সাকার, তারপর জাহিম এবং শেষ স্তরটি হলো হাবিয়া।

জাহান্নামের দরজা সাতটি

আল্লাহ তাআলা তার দ্ব্যর্থহীন গ্রন্থ কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন—

---

[১৬৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২, হাদিস : ১৯৪৮; *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৩৩, হাদিস : ২৬২৮।

[১৬৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৪, হাদিস : ১৬৮৭।

لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ

তার রয়েছে সাতটি দরজা। [সুরা হিজর, আয়াত : ৪৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا

একপর্যায়ে যখন তারা সেখানে (জাহান্নামের কাছে) আসবে, তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। [সুরা জুমার, আয়াত : ৭১]

জাহান্নামের লাগামসমূহ

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا .

সেদিন জাহান্নামকে হাজির করা হবে, তার সত্তরটি লাগাম থাকবে এবং প্রত্যেকটি লাগামের সঙ্গে সত্তর হাজার ফিরিশতা থাকবে, যারা জাহান্নামকে টেনে আনবে।[১৬৯]

নোট: এই হাদিসটি আপনাদের জন্য আমাদের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবে, জাহান্নাম শব্দটি সমষ্টিগতভাবে সমস্ত দোজখের নাম। তো জাহান্নামকে হাজির করার মর্ম হলো—আল্লাহ তাআলা যেখানে জাহান্নামকে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন, সেখান থেকে হাশরের মাঠে নিয়ে আসা হবে এবং তার দ্বারা হাশরের মাঠকে ঘিরে ফেলা হবে। যার কারণে পুলসিরাত ছাড়া জান্নাতে যাওয়ার কোনো পথ থাকবে না, যেমন পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আর লাগামের মর্ম হলো—যা দ্বারা কোনো বস্তুকে বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তো জাহান্নামের গলায় লাগাম পরানোর উদ্দেশ্য হলো—সে যেন হাশরবাসীর ওপর হামলে পড়তে না পারে।

জাহান্নামের ফিরিশতাদের গুণ বর্ণনা করে কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

[১৬৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৭, হাদিস : ৫০৭৬।

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

> যেখানে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয় কঠোরস্বভাবের ফিরিশতাগণ। [সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, একজন ফিরিশতার দুই কাঁধের মাঝের দূরত্ব হবে এক বছরের পথ বরাবর। একজন ফিরিশতার শরীরে এত বেশি শক্তি হবে যে, সে এক মুষ্টি মেরে সত্তর হাজার মানুষকে জাহান্নামের গভীরে পৌঁছে দেবে।

কুরআন কারিমে বলা হয়েছে—

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

> জাহান্নামে ১৯ জন ফিরিশতা নিয়োজিত আছে। [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৩০]

তো এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো—জাহান্নামের ওপর নিযুক্ত ফিরিশতাদের নেতা হবে ১৯ জন।

তাহলে জাহান্নামে নিযুক্ত ফিরিশতাদের মোট সংখ্যা কত? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

> আপনার রবের বাহিনীর (সংখ্যা) সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। [সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৩১]

জাহান্নামের উত্তাপ এবং আজাবের তীব্রতা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا .

মানুষ যে আগুন প্রজ্বলিত করে তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটাই তো যথেষ্ট! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।'[১৭০]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। যদি জাহান্নামের আগুন দ্বারা সাগরে দশবার আঘাত করা হয়, তাহলে সেখান থেকে কোনোভাবে উপকৃত হতে পারবে না।'

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ .

কিয়ামতের দিন জাহান্নামিদের মধ্যে থেকে দুনিয়ার নিয়ামতধন্য ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর জাহান্নামের আগুনে একবার তাপ দেওয়া হবে, তারপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদমসন্তান, দুনিয়ায় কি কোনো কল্যাণ তুমি দেখেছিলে? তুমি কি কখনো কোনো নিয়ামত ভোগ করেছ? জবাবে সে বলবে, হে আমার রব, আল্লাহর কসম, না। এভাবে জান্নাতির মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়াতে কঠিন দুঃখে বসবাস করেছে। অতঃপর জান্নাতের একটু ছোঁয়া তাকে দেওয়া হবে। তারপর জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদমসন্তান, তুমি কি দুনিয়াতে কোনো দুঃখ ভোগ করেছ? পৃথিবীতে তোমার কি কোনো কষ্ট হয়েছে? সে বলবে, আল্লাহর কসম! হে আমার রব, না, আমার কোনো কষ্ট হয়নি, আমি কোনো দুঃখ দেখিনি কখনো।[১৭১]

---

[১৭০] *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪৬, হাদিস : ১৫৭৯।
[১৭১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪১১, হাদিস : ৫০২১।

জাহান্নামের বিবিধ অবস্থা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اِشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ نَفَسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسًا فِي الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسَمُومٌ.

জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল, আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। সুতরাং আল্লাহ তার জন্য দুটি নিশ্বাস তৈরি করলেন, একটি নিশ্বাস শীতকালীন এবং একটি নিশ্বাস গ্রীষ্মকালীন। তো শীতকালের নিশ্বাসটি হয় কঠিন শীতল এবং গ্রীষ্মকালের নিশ্বাসটি হয় প্রচণ্ড গরম।[১৭২]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গেই ছিলাম, হঠাৎ তিনি বিকট একটি শব্দ শুনতে পেলেন। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এটা কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা একটা পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সেই পাথরটি এই মুহূর্তে জাহান্নামের তলায় পৌঁছেছে, তার গর্তের শেষ সীমানায় গিয়ে পড়েছে।'[১৭৩]

ব্যাখ্যা: হাদিসে উল্লিখিত জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল—'আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে'—কথাটি প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, রূপক অর্থে নয়। কারণ, এটা অসম্ভব নয়।

জাহান্নামিদের হাতুড়ি, শিকল, বেড়ি এবং লাগাম

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ.

---

[১৭২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৯, হাদিস : ৩০২০; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০৬, হাদিস : ৯৭৭; *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৬৭, হাদিস : ২৫১৭।
[১৭৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৯, হাদিস : ৫০৭৮।

তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। [সুরা হজ, আয়াত : ২১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِیْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ یُسْحَبُوْنَ ۙ فِی الْحَمِیْمِ ۙ۬ ثُمَّ فِی النَّارِ یُسْجَرُوْنَ.

যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি আর শিকল, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। [সুরা গাফির, আয়াত : ৭১-৭২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا.

অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। [সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ৩২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ لَدَیْنَآ اَنْكَالًا وَّ جَحِیْمًا.

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। [সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ১২]

জাহান্নামের জ্বালানি

আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে ইরশাদ করেছেন—

وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ.

তার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪][১৭৪]

---

[১৭৪] **নোট:** আয়াতে উল্লিখিত وَقُوْد-শব্দের অর্থ—লাকড়ি, ইন্ধন, জ্বালানি। আর حِجَارَة-শব্দের অর্থ—সালফার (গন্ধক) পাথর। আল্লাহ তাআলা নিজের ইচ্ছামতো যেভাবে খুশি বানিয়েছেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এভাবেই বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

বহু প্রকার পাথরের মাঝ থেকে এই শ্রেণির পাথরকে নির্ধারিত করার কারণ কী? কারণ হলো—অন্যান্য পাথরের চেয়ে এই পাথরের মাঝে পাঁচ দিক থেকে শাস্তি বেশি হয়—দ্রুত জ্বালায়, দুর্গন্ধ হয়, ধোঁয়া বেশি হয়, শরীরের সঙ্গে বেশি লেগে থাকে এবং জ্বালানো হলে তাপমাত্রা অত্যধিক হয়।

জাহান্নামিদের আকৃতি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ

মাড়ির দাঁত বা ছুঁচালো দাঁত হবে উহুদ পাহাড়সম এবং চামড়ার পুরু হবে (দ্রুতগামী আরোহীর) তিনদিনের পথ সমান।[১৭৫]

সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ.

জাহান্নামের আগুন তাদের মধ্য থেকে কারও টাখনু পর্যন্ত হবে, কারও হাঁটু পর্যন্ত হবে, কারও কোমর পর্যন্ত হবে, আবার কারও গলা পর্যন্ত হবে।

জ্ঞাতব্য: এই অধ্যায়টি আপনার সামনে প্রমাণ করবে যে, যারা কেবল কুফরিই করেছে, তাদের কুফরি ওই কাফিরের মতো নয়—যে কুফরিও করেছে, সীমালঙ্ঘনও করেছে, সংশয়বাদিতায়ও লিপ্ত হয়েছে এবং নাফরমানি করেছে। নিশ্চয় জাহান্নামের আজাবে কাফিরদের শাস্তির বেশ-কম হবে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। কেননা, আমরা নিশ্চিত ও স্পষ্টভাবে জানি—যেসব কাফির নবিদেরকে হত্যা করেছে, মুমিনদেরকে হত্যা করেছে, তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে এবং কুফরি করেছে—তাদের আজাব সেসকল কাফিরের

কেউ কেউ বলেছেন—আয়াতে বর্ণিত حِجَارَة –পাথর দ্বারা প্রতিমা উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

'তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোজখের ইন্ধন।'[সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৯৮]

অর্থাৎ যেগুলোকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, যার দ্বারা আগুনের তেজ বৃদ্ধি হয়। তো প্রথম ব্যাখ্যা অনুপাতে এই পাথর ও মানুষ হবে জাহান্নামের ইন্ধন, আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী জাহান্নামিদেরকে আগুন ও পাথর দ্বারা আজাব দেওয়া হবে।—লেখক।

[১৭৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২, হাদিস : ৫০৯০।

সমমানের হবে না—যারা কেবল কুফরিই করেছে, তবে নবিগণ ও মুসলিমদের সঙ্গে সদাচরণ করেছে। আপনি তো অবশ্যই জেনে থাকবেন—আবু তালিবকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে হালকা আগুনের দিকে স্থানান্তর করে নিয়ে এসেছেন। কারণ, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করেছেন, তার অনেক সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

পাপীর আজাবের কারণে অন্য জাহান্নামিদেরও কষ্ট হবে

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আজাব হবে ছবি অঙ্কনকারীদের।[১৭৬]

ইবনু জায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বলা হয় যে, কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী নারীর লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধ জাহান্নামিদেরকে কষ্ট দেবে।

জালিমের আজাব দুনিয়াতেও হয়ে থাকে

হিশাম ইবনু হাকিম ইবনু হিজাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি সিরিয়ার আনবাত অঞ্চলে কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী সমস্যা তোমাদের? তারা বলল, কর না দেওয়ার কারণে তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তখন হিশাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا .

যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতেই আজাব দেবেন।[১৭৭]

আমলহীন বক্তা এবং দাঈ

উসামা ইবনু জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

---

[১৭৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩, হাদিস : ৩৯৪৩।
[১৭৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩২, হাদিস : ৪৭৩৩।

يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ.

একজন মানুষকে নিয়ে এসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর তাকে এমনভাবে পিষ্ট করা হবে, ঠিক যেভাবে গাধা দিয়ে মাড়াই করা হয়। তখন জাহান্নামিরা তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বলবে, হে অমুক, তুমি কি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ দিয়ে তা নিজে করতাম না এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করে নিজেই তা থেকে বিরত থাকতাম না।[১৭৮]

উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

'একজন মানুষকে কিয়ামতের দিন এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসবে। সে এ-অবস্থায় চাক্কির মতো ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামিরা তার কাছে সমবেত হয়ে বলবে, হে অমুক, তোমার কী হয়েছে? তুমি কি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে পালন করতাম না, অসৎকাজ থেকে বারণ করতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না।'[১৭৯]

ইবরাহিম নাখায়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি তিনটি আয়াত বর্ণনা করতে খুব ভয় পাই। যার মাঝে দুটি হলো—

প্রথম আয়াত :

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ.

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও? [সুরা বাকারা, আয়াত : ৪৪]

দ্বিতীয় আয়াত :

---

[১৭৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৪৯৬, হাদিস : ৬৫৬৯।
[১৭৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৬১, হাদিস : ৫৩০৫।

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ.

তোমরা যা করো না তা কেন বলো? তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। [সুরা সফ, আয়াত : ২-৩]

আমি (ইমাম কুরতুবি) বলব, কুরআন কারিমের এই আয়াতগুলো আমাদের আলোচিত হাদিসগুলোর অর্থের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। সেটি হলো—যে ব্যক্তি সৎকর্ম, অসৎকর্ম এবং যাবতীয় করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু করণে বা বর্জনে সেগুলোকে বাস্তবায়ন করে না, এমন ব্যক্তির শাস্তি অজ্ঞ ব্যক্তির চেয়ে বেশি হবে। কারণ, বিজ্ঞ ব্যক্তি আল্লাহর বিধানগুলোকে তুচ্ছ ও হালকা মনে করেছে, সে তার জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়নি। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ.

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ওই আলিমের—আল্লাহ যাকে তার ইলম দ্বারা উপকৃত করেননি।[১৮০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আমি আমর ইবনু আমেরি ইবনু লুহাই আল-খুজায়িকে জাহান্নামে তার নাড়িভুড়ি টানা-হেঁচড়া অবস্থায় দেখেছি। এই লোকটিই প্রথম উটনিকে (গাইরুল্লাহর নামে) উৎসর্গ করেছে।'[১৮১]

জাহান্নামিদের পানাহার ও পোশাক

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

অতএব, যারা কুফরি করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। [সুরা হজ, আয়াত : ১৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

[১৮০] *শুয়াবুল ঈমান লিলবাইহাকি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৯৭, হাদিস : ১৭৩২।
[১৮১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪১৪, হাদিস : ১১৩৬; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : .৪৪৩, হাদিস : ১৫০০।

তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৫০]

ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ طَعَامُ الْاَثِيْمِ

নিশ্চয় জাক্কুম বৃক্ষ। তা পাপীর খাদ্য হবে। [সুরা দুখান, আয়াত : ৪৩-৪৪]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّ لَا شَرَابًا ۙ اِلَّا حَمِيْمًا وَّ غَسَّاقًا ۙ جَزَآءً وِّفَاقًا .

তথায় তারা কোনো শীতল বস্তু এবং পানীয় আস্বাদন করবে না; কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে, পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। [সুরা নাবা, আয়াত : ২৪-২৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا .

যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকৃষ্ট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়! [সুরা কাহাফ, আয়াত : ২৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ؕ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ

তাদের ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে; কণ্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোনো খাদ্য নেই। [সুরা গাশিয়াহ, আয়াত : ৫-৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ وَّ لَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ .

অতএব, আজকের দিনে এখানে তার কোনো সুহৃদ নেই এবং কোনো খাদ্য নেই ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। [সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ৩৫-৩৬]

আমি বলব—غِسْلِيْنٍ এবং غَسَّاق দুটি শব্দের অর্থই পুঁজ। ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন আমাকে সুফিয়ান মানসুর থেকে, তিনি ইবরাহিম ও আবু রাজিন থেকে নিচের আয়াতটির ব্যাপারে বলেছেন—

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ.

এটা পানি ও পুঁজ; অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৫৭]

যা জাহান্নামিদের ক্ষত থেকে প্রবাহিত হয়। তবে কেউ কেউ বলেন, غَسَّاقٌ হলো—ঘন দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ।

জাহান্নামিদের ক্রন্দন এবং তার চেয়ে কম আজাবের অধিকারী

নুমান ইবনু বাশির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'জাহান্নামে সবচেয়ে কম আজাব হবে ওই ব্যক্তির—যার পায়ে আগুনের তৈরি জুতা পরানো হবে, ফলে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে।'[১৮২]

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক। কারণ, তারা তাদের কৃতকর্মের বদলায় অনেক বেশি কাঁদবে। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৮২]

আবু জার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। [১৮৩]

যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এবং তার আতঙ্কে বেশি বেশি কাঁদবে, পরকালে সে বেশি বেশি হাসবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন—

اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ

আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। [সুরা তুর, আয়াত : ২৬]

---

[১৮২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮১, হাদিস : ৩১৩।
[১৮৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৮৮, হাদিস : ২২৩৪।

আর জাহান্নামিদের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন—

وَ إِذَا انْقَلَبُوْٓا إِلٰٓى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ

তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনো হাসাহাসি করে ফিরত। [সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ৩১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ

তোমরা তাদেরকে (মুমিনদের) দেখে পরিহাস করতে। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১১০]

কাফিরদের বিনিময়ে মুসলিমদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি

আবু মুসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ.

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলিমের কাছে একজন করে ইহুদি বা খ্রিষ্টানকে দেবেন এবং বলবেন, এ লোকটিই তোমার জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম।[১৮৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'যখন কোনো মুসলিম মানুষ মারা যায়, আল্লাহ তাআলা তার স্থানে একজন ইহুদি বা খ্রিষ্টানকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।'[১৮৫]

নোট: হাদিসের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে একটা স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। মুমিন ব্যক্তি নেক-আমলের মাধ্যমে জান্নাতে চলে গেলে জাহান্নামে তার স্থানে একজন কাফিরকে নিয়ে আসেন। ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ এ ব্যাপারে আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

---

[১৮৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪০, হাদিস : ৪৯৬৯।
[১৮৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪১, হাদিস : ৪৯৭০।

জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি?

কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ .

যেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুই কি তৃপ্ত? সে বলবে, আরও আছে কি? [সুরা কফ, আয়াত : ৩০]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ .

জাহান্নামে (শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে, আর সে বলতেই থাকবে, আরও আছে কি? একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে নিজের পা রাখবেন। তখন জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মিশে স্থির হতে থাকবে এবং বলবে, আপনার ইজ্জত ও মর্যাদার শপথ, হয়েছে! হয়েছে! আর জান্নাতের কিছু স্থান শূন্য থাকবে, এমনকি আল্লাহ তার জন্য অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতের শূন্য অংশে বসবাস করাবেন।[১৮৬]

আরেক বর্ণনায় আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে—

فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِجْلَهُ تَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا .

আল্লাহ তাআলার পা রাখার আগপর্যন্ত জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। যখন আল্লাহ পা রাখবেন তখন বলবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তখন পূর্ণ হবে এবং একটির সঙ্গে আরেকটি মিলে যাবে। আল্লাহ তাআলা তার

[১৮৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৭, হাদিস : ৫০৮৫।

কোনো সৃষ্টির প্রতি জুলুম করবেন না। আর জান্নাতের জন্য আল্লাহ তাআলা অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন।[১৮৭]

সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত ব্যক্তি

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً .

সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবেই জানি। একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে উপুড় হয়ে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, জান্নাতে যাও। জান্নাতে প্রবেশ করে সে ভাববে, হয়তো তার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে। এ কারণে সে ফিরে আল্লাহর কাছে এসে বলবে, ইয়া রব, আমার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে! আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করে আবার মনে করবে, তার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বলবে, ইয়া রব, আমার সঙ্গে উপহাস করা হচ্ছে! আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা, তোমার জন্য বরাদ্দ দুনিয়াসম এবং দুনিয়ার দশগুন জান্নাত, অথবা তোমার জন্য বরাদ্দ দুনিয়ার দশগুণ জান্নাত। তখন সে আল্লাহকে বলবে, আপনি কি মালিক হয়েও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

[১৮৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৯৫, হাদিস : ৫০৮৩।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটাই হবে সর্বনিম্ন জান্নাতির মর্যাদা।[১৮৮]

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে (তার অবস্থা হবে এমন), একবার হাঁটবে, একবার পড়বে, আরেকবার আগুন তাকে ঝলসে দেবে। যখন সে জাহান্নাম পার হয়ে যাবে, তখন সেদিকে তাকিয়ে বলবে, সেই সত্তা কত বরকতময়—যিনি আমাকে তার থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা পূর্বাপর আর কাউকেই দেননি। তখন তার সামনে একটি বৃক্ষ উদ্গত হবে। (গাছটি দেখে) সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে এই গাছটির নিকটবর্তী করুন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার রস পান করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! যদি গাছটি আমি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে অন্যকিছু চাইবে? সে বলবে, হে আমার রব, আর কিছু চাইব না। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে আর কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। আল্লাহ তাআলা তাকে মাজুর সাব্যস্ত করবেন। কারণ, সে এমন কিছু দেখেছে—যার ওপর ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করে দেবেন। অতঃপর সে গাছের ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার রস পান করবে। তারপর তার সামনে আরেকটি বৃক্ষ উদ্গত হবে। (গাছটি দেখে) সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে এই গাছটির নিকটবর্তী করুন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার রস পান করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! যদি গাছটি আমি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে অন্যকিছু চাইবে? সে বলবে, হে আমার রব, আর কিছু চাইব না।

সুতরাং সে আল্লাহর কাছে আর কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। এরপর সে নিজেকে মাজুর মনে করবে। কারণ, সে এমন কিছু দেখেছে-যার ওপর ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করে দেবেন। হঠাৎ তখন জান্নাতের দরজার কাছে পূর্বের দুটির চেয়ে আরও বেশি সুন্দর বৃক্ষ উদ্গত হবে। গাছটি দেখে সে পূর্বেই মতোই বলবে। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করা হবে। গাছের নিকট গিয়েই সে জান্নাতিদের আওয়াজ শুনতে পাবে। তখন বলবে, হে আমার রব, আমাকে জান্নাতের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, হে আদমসন্তান! কোন বস্তু তোমাকে

---

[১৮৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩২, হাদিস : ২৭২।

আমার পিছু ছাড়াবে? আমি কি তোমাকে দুনিয়া এবং তার সমান আরেকটি পৃথিবী দিলে খুশি হবে? সে বলবে, হে আমার রব, আপনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক হয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে না, আপনি কেন হাসলেন? তারা বললেন, আপনি কেন হাসলেন? ইবনু মাসউদ বললেন, এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন হাসলেন? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলার হাসার কারণে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না, বরং আমি যা চাই তাই করতে পারি।[১৮৯]

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, (কাফির) জাহান্নামিরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না। যেমন ইবলিস, ফিরাউন, হামান, কারুন এবং প্রত্যেক অহংকারী সীমালঙ্ঘনকারী কাফির। কারণ, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, তারা সেখানে মরবেও না বাঁচবেও না। আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে যাতনাদায়ক শাস্তির প্রতিজ্ঞা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

> তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, হিকমতের অধিকারী। [সুরা নিসা, আয়াত : ৫৬]

নোট: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত একথার ওপর একমত যে, কোনো মুমিন ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে না। কেবল আল্লাহর দ্বীনকে অস্বীকারকারী কাফিরই চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

জান্নাতিদের মিরাস এবং জাহান্নামিদের ঠিকানা

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[১৮৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৪, হাদিস : ২৭৪।

‘তোমাদের প্রত্যেকেরই দুটি করে ঠিকানা রয়েছে, একটি ঠিকানা জান্নাতে এবং একটি ঠিকানা জাহান্নামে। যখন (দোযখীরা) মারা যায় তখন জাহান্নামে প্রবেশ করে, আর জান্নাতিরা তার ঠিকানার ওয়ারিস হয়ে যায়। এটাই আল্লাহর এই বাণীটির মর্ম—

أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ.

তারাই হবে (জান্নাতের) ওয়ারিস-উত্তরাধিকারী। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১০] [১৯০]

মৃত্যুর প্রাণ

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ

যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে। তারপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে তাকে জবাই করা হবে। তারপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে—হে জান্নাতি, মৃত্যু নেই; হে জাহান্নামি, মৃত্যু নেই। সুতরাং জান্নাতিদের আনন্দ বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামিদের বিষাদ আরও বেড়ে যাবে।[১৯১]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘(যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে) তখন মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে, যেন তা সুদর্শন দুম্বার মতো দেখা যাবে। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রাখা হবে, তারপর বলা হবে, হে জান্নাতিরা! তোমরা কি এটাকে চেনো? সুতরাং তারা মাথা উঠিয়ে দেখে বলবে, হাঁ, এটা তো মৃত্যু। তারপর বলা হবে—হে

---

[১৯০] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪০২, হাদিস : ৪৩৩২।

[১৯১] *সহিহুল বুখারি,* খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২১৫, হাদিস : ৬০৬৬।

জাহান্নামিরা, তোমরা কি এটাকে চেনো? সুতরাং তারাও মাথা উঠিয়ে দেখে বলবে, হাঁ, এটা তো মৃত্যু। তারপর নির্দেশ দেওয়া হলে মৃত্যুকে জবাই করা হবে। এরপর বলা হবে—ওহে জান্নাতিরা, চিরকাল থাকো আর মৃত্যু হবে না; ওহে জাহান্নামিরা, চিরকাল থাকো, আর মৃত্যু হবে না। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন—'আপনি তাদের পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অসাবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না।' [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৩৯] তারপর হাত দিয়ে দুনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন।'[১৯২]

[১৯২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৩১, হাদিস : ৫০৮৭।

জান্নাত

জান্নাত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمْ اللّٰهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ { فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ }

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমনসব (নিয়ামত) স্তূপ তৈরি করে রেখেছি—যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো হৃদয় কল্পনা করেনি। তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত করেননি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়নপ্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। [সুরা সিজদা, আয়াত : ১৭]

পৃথিবীতে আছে যেসব জান্নাতি বস্তু

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى.

পরহেজগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এমন যে, তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর—যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য রয়েছে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। [সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ .

সাইহান, জাইহান, ফুরাত এবং নীল—সবগুলো জান্নাতের নহরগুলোর শামিল।[১৯৩]

কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—'দাজলা জান্নাতের পানির নহর, ফুরাত জান্নাতিদের দুধের নহর, মিশরের নদী তাদের শরাবের নহর, সাইহান তাদের মধুর নহর এবং চারটি নহরই কাউসারের নহর।'

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসরা-মিরাজের হাদিসে বর্ণনা করেছেন—একপর্যায়ে তিনি দুনিয়ার আকাশে প্রবহমান দুটি নহরের কাছে পৌঁছলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, জিবরিল এই নহর দুটি কিসের? হজরত জিবরিল বললেন, নীল এবং ফুরাত এই দুটি নহরের নির্যাস। তারপর আকাশের দিকে গেলেন। একপর্যায়ে অন্য একটি নহরের কাছে পৌঁছলেন—যা মুক্তা ও জবরজদ পাথরের তৈরি। জিবরিল আলাইহিস সালাম হাত দ্বারা সেখানে আঘাত করলেন, সুতরাং প্রচণ্ড সুঘ্রাণ ছুটতে আরম্ভ করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন—জিবরিল, কী এটা? তিনি বললেন, এটাই সেই নহর (কাউসার)-যা আপনার রব আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১৯৪]

---

[১৯৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮২, হাদিস : ৫০৮৩।
[১৯৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ৩৮, হাদিস : ৬৯৬৩।

জান্নাতের নহরগুলোর উৎপত্তি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে, নামাজ কায়িম করে, রমজান মাসে রোজা রাখে—তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক বা নিজের জন্মস্থানে বসে থাকুক। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতের অনেকগুলো শ্রেণি রয়েছে—যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক দুই শ্রেণির মাঝে আকাশ ও জমিনের দূরত্ব। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও—তাঁর কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা, এটা মধ্যস্থানে বা উঁচু জান্নাত। এর ওপরেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার আরশ। এখান থেকে জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়।'[১৯৫]

আবু হাতিম আল-বুসতি বলেছেন, জান্নাতের মধ্যস্থানে হওয়ার মর্ম হলো—ফিরদাউস আয়তনগতভাবে সমস্ত জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত এবং উচ্চতার দিক থেকে সমস্ত জান্নাতের ওপরে অবস্থিত।

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ফিরদাউস জান্নাতের টিলা, জান্নাতের মধ্যখান, জান্নাতের উঁচু স্থান, জান্নাতের উত্তম স্থান এবং জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।

দুনিয়ার মদপানকারীরা জান্নাতের শরাব পাবে না

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَشَرَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

---

[১৯৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৪৩৩, হাদিস : ৬৮৭৩।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করল, সে আর পরকালে পরিধান করতে পারবে না। যে দুনিয়াতে মদ পান করল, সে পরকালে শরাব পান করতে পারবে না, যে দুনিয়াতে স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পান করল, সে পরকালে এসব পাত্রে পান করতে পারবে না। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এগুলো জান্নাতিদের পোশাক, জান্নাতিদের পানীয় এবং জান্নাতিদের পাত্র।'[১৯৬]

দুনিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ জান্নাতের গাছ এবং ফল

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন নিয়ামত সৃষ্টি করেছি—যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় তার কল্পনা করেনি। তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেগুলো অবহিত করেননি। তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন, 'জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়নপ্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ।' [সুরা সিজদা, আয়াত : ১৭] জান্নাতে এমন বৃক্ষ আছে কোনো আরোহী একশ বছর ভ্রমণ করেও যার ছায়াকে শেষ করতে পারবে না। তোমরা চাইলে পড়তে পারো, 'এবং সুদীর্ঘ ছায়ায়।'[সুরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩০] জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। তোমরা চাইলে পড়তে পারো, 'তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ নয়।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫] [১৯৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সূর্যগ্রহণের নামাজের অধ্যায়ে হাদিস বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহ রাসুল! আমরা আপনাকে আপনার স্থান থেকে কিছু ছুঁতে দেখলাম, তারপর দেখলাম সরে এলেন। এমন কেন করলেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا .

---

[১৯৬] *সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৯৫, হাদিস : ৬৮৬৯।
[১৯৭] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১০১, হাদিস : ৩২১৪।

আমি জান্নাত দেখতে পেয়ে সেখান থেকে আঙুর নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম, তবে যত দিন দুনিয়া থাকত ততদিন তোমরা এ থেকে খেতে পারতে।[১৯৮]

জান্নাতিদের পোশাক

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ.

তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে। [সুরা কাহাফ, আয়াত : ৩১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

জান্নাতে তাদের পোশাক হবে রেশম। [সুরা হজ, আয়াত : ২৩]

জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ

জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের।[১৯৯]

জান্নাতে চাষাবাদ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কথা বলছিলেন, তখন তার কাছে জনৈক গ্রাম্য লোক ছিল। তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, জান্নাতে এক ব্যক্তি তার রবের কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি

---

[১৯৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, হাদিস : ১৫১২।

[১৯৯] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬৬, হাদিস : ২৪৪৮। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরিব।

জান্নাতে নেই? সে বলবে, হাঁ, আছে। কিন্তু আমি চাষ করতে ভালোবাসি। সুতরাং সে বীজ বপন করবে, তা থেকে ফসল উদগত হবে, তা বড় হবে এবং কাটার উপযুক্ত হবে। পাহাড়ের মতো স্তূপকৃত ফসল হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! ঠিক আছে। কেননা, কোনো বস্তু তোমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! সে হয়তো কোরেশি বা আনসারি হবে; কেননা, তারা চাষী, আমরা চাষী মানুষ নই। তার এমন কথায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন।'[২০০]

জান্নাতের কোন দরজা কার জন্য?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَ فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا

এমনকি যখন তারা সেখানে আসবে এবং তার দরজাগুলো খোলা হবে। [সুরা জুমার, আয়াত : ৭৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন অজু করে এবং খুব ভালোভাবে অজু করে, তারপর কালিমায়ে শাহাদত পড়ে—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, সে তার ইচ্ছানুযায়ী যেকোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।' হাদিসটি ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। [২০১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২০০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৫৮, হাদিস : ২১৭৭।
[২০১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫, হাদিস : ৩৪৫।

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

যে ব্যক্তি এক জোড়া[২০২] আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করল, তাকে জান্নাতে ডাকা হবে, হে আল্লাহর বান্দা, এটা কল্যাণকর। নামাজিকে বাবুস সালাত দিয়ে ডাকা হবে, মুজাহিদকে বাবুল জিহাদ দিয়ে ডাকা হবে, দানকারীকে বাবুস সাদাকাহ দিয়ে ডাকা হবে, রোজাদারকে বাবুর রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, (আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম) এই দরজাগুলোর কোনো একটি দিয়ে ডাকা জরুরি নয়। তবে এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে—যাকে প্রত্যেক দরজা থেকেই ডাকা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, আশা করছি, তুমিও তাদের মধ্য গণ্য হবে।[২০৩]

খালিদ ইবনু উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, বুসরার আমির উতবা ইবনু গাজওয়ান আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন—আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁর স্তুতি গাইলেন, হাদিস বর্ণনা করলেন এবং হাদিসের একপর্যায়ে বললেন, 'জান্নাতের পিলারগুলোর প্রতি দুই পিলারের মাঝে চল্লিশ বছরের দূরত্ব হবে। তারপর এমন একদিন আসবে—যেই দিনটি ভিড়ে পরিপূর্ণ হবে।'[২০৪]

ব্যাখ্যা: হাদিসের বাণী—'এক জোড়া দান করবে'-এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—প্রতিটি বস্তুরই এক জোড়া। যেমন দুই দিনার, দুই দিরহাম, দুটি কাপড় এবং দুটি মোজা ইত্যাদি।

[২০২] যেকোনো মূল্যবান বস্তু। হোক সেটা জীব বা জড় যেকোনো ধরনের। তবে উট ও ঘোড়ার প্রতি অধিক মতামত পাওয়া যায়।—অনুবাদক।
[২০৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২১৯, হাদিস : ১৭০৫।
[২০৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২১৭, হাদিস : ৫২৬৮।

কেউ কেউ বলেছেন, দুই শ্রেণির একটি একটি করে দুটি বস্তু। যেমন একটি দিনার ও একটি দিরাহম, একটি কাপড় ও একটি মোজা বা একটি লাগাম ইত্যাদি।

আল-বাজি বলেন, হতে পারে, এই বাক্যের মাধ্যমে আমলের কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন দু রাকাত নামাজ বা দুটি রোজা।

আমি (লেখক) বলব, প্রথম মতটি তাফসিরের দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নত মানের। কারণ, এমনটাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আজুরি হজরত আবু জর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে এক জোড়া ব্যয় করল, জান্নাতের দারোয়ান তাকে স্বাগত জানাবে। আমরা বললাম, এক জোড়া কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সওয়ারি হলে দুটি সওয়ারি, ঘোড়া হলে দুটি ঘোড়া, উট হলে দুটি উট—এভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি সম্পদের কথাই বলেছেন।'[২০৫]

আর জান্নাতের দরজার প্রশস্ততা নিয়ে যে কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির প্রশস্ততা বিভিন্ন রকম। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তো সেগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ওয়াল হামদুলিল্লাহ।

জান্নাতের দরজা রাইয়্যান ও রোজাদার

হজরত সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

জান্নাতের একটি দরজা আছে, যার নাম বলা হয় রাইয়্যান; কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে রোজাদার ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোজাদাররা কোথায়? তখন রোজাদাররা দাঁড়াবে, তারা ছাড়া কেউ প্রবেশ

[২০৫] *মুসনাদু আহমদ*, খণ্ড : ৪৩, পৃষ্ঠা : ৪১০, হাদিস : ২০৪৪৪।

করতে পারবে না। রোজাদাররা প্রবেশ করলেই বন্ধ করে দেওয়া হবে, সুতরাং অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।'[২০৬]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসে এসেছে, কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যাদেরকে প্রতিটা দরজা থেকেই আহ্বান করা হবে। ডাকটা হবে উচ্চৈঃস্বরে এবং তাকে সমস্ত আমলের উপহার দেওয়া হবে। যেহেতু সে সমস্ত আমলই করেছে, তাই সবগুলোরই প্রতিদান পাবে। তারপর সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তার আমলের পরিমাণ যেদিকে বেশি হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আজ কে রোজা রেখেছে? হজরত আবু বকর বললেন, আমি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ জানাযায় শরিক হয়েছে? আবু বকর বললেন, আমি শরিক হয়েছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার প্রশ্ন করলেন, আজকে তোমাদের মধ্যে কে মিসকিনকে খানা খাইয়েছে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমাদের মধ্যে কে রোগীর শুশ্রুষা করেছে? হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি। এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার মাঝে এতগুলো আমল জমা হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২০৭]

জান্নাতের স্তর

মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ .

জান্নাতে একশটি স্তর আছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে আকাশ-জমিনসম দূরত্ব থাকবে। জান্নাতুল ফিরদাউস উচ্চতায় জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে আছে এবং অবস্থানগতভাবে সমস্ত জান্নাতের মাঝামাঝি আছে। এর ওপরেই

---

[২০৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৬১, হাদিস :১৭৬৩; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২০, হাদিস : ১৯৪৭।

[২০৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২২১, হাদিস : ১৭০৭।

আল্লাহর আরশ। আরশ থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, তার কাছে ফিরদাউস চাও।[২০৮]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'কারিকে বলা হবে, পড়ো, ওপরে ওঠো এবং তারতিলসহ পড়ো, যেভাবে দুনিয়ায় পড়তে। কারণ, যেখানে পড়া শেষ সেখানেই হবে তোমার ঠিকানা।'[২০৯]

নোট: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, কুরআন কারিমের বাহক এবং পাঠকগণ হলেন তারা—যারা কুরআনুল কারিমের বিধান মতো চলেন, হালাল-হারাম বেছে চলেন এবং কুরআন কারিমে যা আছে তা পালন করেন।

*সহিহুল বুখারি*তে আছে, 'যে মুমিন কুরআন পড়ে এবং তদনুযায়ী আমলে করে—সে হলো লেবুর মতো; তার স্বাদও সুন্দর এবং ঘ্রাণও মনোমুগ্ধকর। আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না, তবে কুরআন অনুপাতে আমল করে—সে হলো খেজুরের মতো; যার স্বাদ সুস্বাদু কিন্তু ঘ্রাণ নেই।[২১০]

জান্নাতের কক্ষ এবং সেগুলোর অধিকারী

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ.

কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রাসাদের পর প্রাসাদ। [সুরা জুমার, আয়াত : ২০]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন—

[২০৮] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৭৪, হাদিস : ২৪৫৩।
নোট: ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হজরত আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহ হজরত মুয়াজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাৎ পাননি।

আমি বলব—হাদিসটি ইমাম বুখারি রাহিমাহুল্লাহ হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। সেই সনদটি মুত্তাসিল এবং সহিহ।
[২০৯] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬৩, হাদিস : ১২৫২।
[২১০] *সহিহুল বুখারি*, হাদিস : ৫০৫৯।

إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ .

তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে বসবাস করবে। [সুরা সাবা, আয়াত : ৩৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

أُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا .

তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে প্রাসাদ দেওয়া হবে। [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৭৫]

সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে—

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ .

জান্নাতিরা প্রাসাদবাসীদেরকে তাদের ওপরে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমের উজ্জ্বল দিগন্তে মুক্তার ন্যায় ঝকমকে তারকা দেখতে পাও। কারণ, উভয়ের মাঝে মর্যাদার অনেক ব্যবধান থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কি নবিগণের স্থান—যেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারবে না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই নয় বরং ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তারা তো এমন মুমিন—যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসুলগণকে সত্যায়ন করেছে।[২১১]

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২১১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬১, হাদিস : ৫০৫৯।

‘জান্নাতে এমন অনেক প্রাসাদ আছে যেগুলোর ভেতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভেতরে দেখা যাবে। তখন জনৈক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এমন প্রাসাদ কারা পাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সুন্দরভাবে কথা বলে, অসহায়কে খানা খাওয়ায়, নিয়মিত রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে—যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।’[২১২]

নোট: জেনে রাখা ভালো যে, এই প্রাসাদগুলো উচ্চতা ও গুণাবলিতে জান্নাতিদের আমলের বেশকমের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার হবে। একটির উচ্চতা ও অনন্যতা আরেকটির চেয়ে অনেক বেশি হবে।

জান্নাতিদের বালাখানা, বাড়ি-ঘর

বুরাইদা ইবনু খাসিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে বললেন—

‘হে বেলাল, তুমি কোন আমলের কারণে আমার আগেই জান্নাতে প্রবেশ করেছ? আমি যেই জান্নাতেই প্রবেশ করেছি, সেখানেই আমার সামনে তোমার পদধ্বনি শুনেছি। আমি স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করলাম, সেখানেও আমার সামনে তোমার পদধ্বনি শুনলাম। অতঃপর স্বর্ণের তৈরি গোলাকার উঁচু বালাখানায় এলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, এই বালাখানাটি কার? তারা বলল, আরবের এক ব্যক্তির। আমি বললাম, আমি তো একজন আরব; সুতরাং এই বালাখানাটি কার? তারা বলল, একজন কুরাইশি মানুষের। বললাম, আমি তো কুরাইশ। তারা বলল, উম্মতে মুহাম্মাদির একজন মানুষের! আমি বললাম, আমি মুহাম্মদ! এই বালাখানাটি কার? তারা বলল, উমর ইবনুল খাত্তাবের। হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যখনই আজান দিয়েছি, তখনই দু রাকাত নামাজ পড়েছি। আমার অজু ছুটে গেলেই অজু করেছি এবং আল্লাহর জন্য দুই রাকাত নামাজ পড়েছি। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এজন্যই।’[২১৩]

জান্নাতের তাঁবু ও বাজার

আবু মুসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

[২১২] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৭০, হাদিস : ২৪৫০।
[২১৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১৪৯, হাদিস : ৩৬২২। হাদিসটি হাসান, সহিহ।

فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ.

জান্নাতে উজ্জ্বল মুক্তার তৈরি এমন তাঁবু থাকবে—যার প্রস্থ হবে ষাট মাইল, তার চারদিকে মুমিনের পরিবার থাকবে, যারা অন্যদেরকে দেখতে পারবে না। মুমিন তাদের কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে।[২১৪]

আরেক বর্ণনায় আছে—

'তাঁবু হবে মুক্তার। ওপরের দিকে যার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। তার চারদিকে থাকবে মুমিনের পরিবার। তাদেরকে অন্যরা দেখতে পারবে না।'[২১৫]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে। প্রত্যেক জুমাবার জান্নাতিরা সেখানে জমায়েত হবে। তখন প্রবল বেগে উত্তরাবায়ু প্রবাহিত হবে। সেই বাতাস সকলের চেহারা ও পোশাকে লাগবে। যার কারণে তাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা এমন অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরে যাবে যে, তাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য থাকবে (পূর্বের চেয়ে) অনেকগুণ বেশি। যার কারণে তাদের পরিবার তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন জান্নাতিরা বলবে, আল্লাহর কসম, আমাদের অবর্তমানে তোমাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্যও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'[২১৬]

জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করবে গরিব মানুষেরা

হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ.

---

[২১৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৭৯, হাদিস : ৫০৭১।

[২১৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ২১, হাদিস : ৩০০৪; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদিস : ৫০৭২। তবে *সহিহুল মুসলিম* গ্রন্থে হাদিসের শেষের অংশে রয়েছে—لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ 'তাদেরকে অন্যরা দেখতে পারবে না।'

[২১৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৫, হাদিস : ৫০৬১।

গরিব মুহাজিরগণ ধনীদের পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২১৭]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'গরিবরা ধনীদের তুলনায় সাড়ে পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২১৮]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—'গরিব মুজাহিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২১৯]

জান্নাতিদের গুণাগুণ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ.

(আমার উম্মতের) প্রথম দলটি পূর্ণিমার চাঁদের আকৃতিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তার পরের দলটি হবে আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও বেশি সুন্দর। তারা পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, কাশি ফেলবে না, থুতু ফেলবে না। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের। (অন্য এক বর্ণনায় আছে—রূপার) তাদের ঘাম হবে মিশক, তাদের ধুনুচি হবে আগর (সুগন্ধিযুক্ত কাঠ) এবং তাদের স্ত্রী হবে আনতনয়না।[২২০]

অন্য বর্ণনায় আছে—

---

[২১৭] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৫৩, হাদিস : ২২৭৪।
হাদিসটি ইমাম তিরমিজি আ'মাশের সূত্রে, তিনি আতিয়্যাহ আল-আওফি থেকে, তিনি হজরত আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এই সূত্রে হাদিসটি হাসান গরিব।

[২১৮] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৫৫, হাদিস : ২২৭৬।

[২১৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৪০, হাদিস : ৫২৯১।

[২২০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, হাদিস : ৫০৬৩।

'তাদের প্রত্যেকের এমন দুজন করে স্ত্রী থাকবে, সুন্দরের কারণে যাদের গোশত ভেদ করে পায়ের নলার অস্থিমজ্জা দেখা যাবে। দুই স্ত্রীর মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, একজনের হৃদয়ে আরেকজনের ব্যাপারে কোনো বিদ্বেষ থাকবে না। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ তাআলার তাসবিহ পড়বে।'[২২১]

অন্য বর্ণনায় আছে—

أَخْلَاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ.

তাদের প্রত্যেকজনের শারীরিক গঠন হবে তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের গঠনের মতো ষাট হাত[২২২] লম্বা।[২২৩]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকজন যখন আলোচনা করতে লাগল যে, জান্নাতে পুরুষ বেশি নাকি নারী? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ.

প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুজন স্ত্রী, যাদের মাংসের নিচ দিয়ে পায়ের অস্থিমজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতে কোনো অবিবাহিত মানুষ থাকবে না।[২২৪]

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—

---

[২২১] *মুসনাদু আহমাদ*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৩, হাদিস : ৭৮৫১।

[২২২] আরবি ذِرَاع শব্দের অর্থ হাত দ্বারা করা হয়েছে। তবে এই হাত দ্বারা কুনুই থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং হাতের আঙুলের মাথা থেকে গোটা হাত-বগল পর্যন্ত, যা প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি হয়। তবে আরবি উইকিপিডিয়ায় লেখা হয়েছে বত্রিশ আঙুল। সবাই নিজের আঙুল দিয়ে পরিমাপ করলে দেখতে পাবেন যে, বত্রিশ আঙুল হাতের আঙুলের মাথা থেকে বগলের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সারকথা, শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহার হয়—মানুষের জন্য-কুনুই থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত, অন্যান্য প্রাণীর জন্য-প্রত্যেক পা, পরিমাপের জন্য বত্রিশ আঙুল=প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি। *মিসবাহুল লোগাত* ও আরবি উইকিপিডিয়া অবলম্বনে লিখিত। আল্লাহই ভালো জানেন।—অনুবাদক।

[২২৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৮, হাদিস : ৫০৬৩।

[২২৪] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৬৭, হাদিস : ৫০৬২।

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

যদি জান্নাতি কোনো নারী জমিনবাসীর প্রতি উঁকি দেয়, তাহলে আকাশ ও জমিনের মাঝে সম্পূর্ণটা আলোকিত হয়ে যাবে, সুগন্ধিতে ভরে যাবে, তাদের মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মাঝের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম।[২২৫]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ .

জান্নাতিরা হবে লোমমুক্ত নবযুবক, সুরমামাখা। তাদের যৌবন শেষ হবে না এবং তাদের পোশাক পুরাতন হবে না।[২২৬]

মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'জান্নাতিরা সেখানে লোমহীন, নবযুবক ও সুরমামাখা হয়ে প্রবেশ করবে। তারা হবে ত্রিশ বছর বা তেত্রিশ বছরের যুবক।'[২২৭]

জ্ঞাতব্য: হাদিসে বলা হয়েছে—তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের বা রূপার এবং তাদের ধুনুচিগুলো হবে আগরের!' কেউ কেউ এখান থেকে আপত্তি উত্থাপন করেছেন যে, তাদের চিরুনি করার প্রয়োজন কেন হবে, অথচ তাদের চুলগুলো এলোমেলোও হবে না, নোংরাও হবে না? আগুন দিয়ে ধূপ জ্বালানোর প্রয়োজন কেন হবে, অথচ তাদের বাতাসও হবে মিশকের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত?

তো এর জবাবে বলা হবে, জান্নাতিদের নিয়ামতগুলো, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের কষ্ট দূর করার জন্য হবে না, তাদের পানাহার ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের জন্য হবে না, তাদের সুগন্ধি ব্যবহার দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য হবে না; তাহলে কেন হবে? এগুলো হবে তাদের মনোবাঞ্ছা এবং অফুরন্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আপনি কি দেখেননি আল্লাহ তাআলা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে কী বলেছেন—

---

[২২৫] *সহিহুল বুখারি,* খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৬২, হাদিস : ২৫৮৭।
[২২৬] *সুনানুত তিরমিজি,* খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯৬, হাদিস : ৮৭৪৭।
[২২৭] *সুনানুত তিরমিজি,* খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৯৭, হাদিস : ২৪৬৮।

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى ۙ وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى.

তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। তোমার পিপাসাও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। [সুরা তোহা, আয়াত : ১১৮-১১৯]

এর হিকমত হলো—আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে জান্নাতে যে নিয়ামত দান করবেন, সেসবের অনেকগুলোর সঙ্গে দুনিয়ার নিয়ামতের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকবে। এর ওপর আল্লাহ তাআলা সীমাহীন প্রবৃদ্ধি দান করবেন।

আমি বলব, জাহান্নামিদের ব্যাপারেও এমন সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۙ

তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল এবং তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। [সুরা গাফির, আয়াত : ৭১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا.

নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। [সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ১২]

তো জাহান্নামিদেরকে সেখানে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে, যার সঙ্গে দুনিয়ার আগুনের বাহ্যিক সাদৃশ্য রয়েছে।

ইমাম শা'বি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমরা কি মনে করো যে, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামিদের পায়ে বেড়ি লাগিয়েছেন তাদের পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে? আল্লাহর কসম, বিষয়টি এমন নয়; বরং জাহান্নামিদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি করার জন্যই আল্লাহ তাআলা বেড়ি ও শিকল পরাবেন।

নেককাজ হবে হুরে ঈনের মহর

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ

قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙۗ وَّ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

আর হে নবি! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান রয়েছে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই—যা আমরা ইতিপূর্বে লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই রকমের ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫]

মিকদাম ইবনু মাআদি কারাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহর নিকট শহিদের জন্য ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাকে প্রথম দফাতেই ক্ষমা করা হবে এবং জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হবে, কবরের আজাব থেকে মুক্তি দেওয়া হবে, মহা আতঙ্ক থেকে নিরাপদ থাকবে, তার মাথায় সম্মানের মুকুট পরানো হবে, যার একেকটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং তার মাঝে অবস্থিত সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম হবে, বাহাত্তর জন হুরে ঈনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তার নিকটাত্মীদের মধ্য থেকে সত্তরজনকে শাফায়াতের অধিকার প্রদান করা হবে।'[২২৮]

আমি (ইমাম কুরতুবি) বলব, এই হাদিসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিসের এই মর্মের সমর্থন করে যে—'প্রত্যেকজন জান্নাতি দুনিয়ার নারীদের মধ্য হতে দুজন করে স্ত্রী পাবে; আর বাকি সত্তরজন হবে জান্নাতি হুর।' আল্লাহই ভালো জানেন।

হজরত ইয়াহইয়া ইবনু মুআজ বলেছেন—

'দুনিয়া পরিত্যাগ করা কঠিন, জান্নাত ছুটে যাওয়া মহা কঠিন এবং দুনিয়া পরিত্যাগ করা আখেরাতের আলামত।'

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

'তোমরা অমুকের মেয়ে অমুককে অনেক সম্পদ দিয়ে বিয়ে করছ, কিন্তু এক লোকমা খাবার বা একটি খেজুর অথবা তুচ্ছ বিষয়ের কারণে হুরে ঈনকে ত্যাগ করছ।'

---

[২২৮] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৬, হাদিস : ১৫৮৬। মূল গ্রন্থে শুধু হুরের সঙ্গে বিয়ের বিষয়টিই উল্লেখ আছে। উপকারী মনে করে সম্পূর্ণ হাদিসটাই অনুবাদগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

শুহনুন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মিশরে সাইদ নামক একজন লোক ছিল। তার মা ছিল অত্যন্ত ইবাদতগুজার রমণী। রাতে যখন সে নামাজ পড়ত, তার মা তার পিছে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ত। যদি ঘুমের কারণে ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হতে চাইত, তাহলে তার মা তাকে ডেকে বলত—সাইদ! জাহান্নামে ভীত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না। তারপর সুন্দর হুরদের আলোচনা করত। তখন ভয়ে সাইদ আবার নামাজ পড়তে আরম্ভ করত।'

জান্নাতে প্রকৃত অর্থেই পানাহার ও বিয়ে হবে

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ .

জান্নাতিরা সেখানে পানাহার করবে কিন্তু তারা থুতু ফেলবে না, পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না এবং নাক হতে শ্লেষ্মাও ফেলবে না। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, তাহলে খাবারগুলো কী হবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঢেকুর ও ঘাম হবে। যা হবে মিশকের সুঘ্রাণের মতো। তাদেরকে আল্লাহর তাসবিহ এবং তাহমিদ দান করা হবে, যেমন তোমাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান করা হয়।[২২৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'জান্নাতে মুমিনকে সঙ্গমের এমন এমন শক্তি প্রদান করা হবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতিরা কি এমন শক্তি পাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একশ পুরুষের শক্তি পাবে।'[২৩০]

জান্নাতে সন্তানের প্রত্যাশা

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২২৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৭২, হাদিস : ৫০৬৬।
[২৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৮২, হাদিস : ২৪৫৯।

اَلْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي.

মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে যখন সন্তান চাইবে, তখন তার চাওয়া মাফিক মুহূর্তেই গর্ভসঞ্চার হবে, সন্তান প্রসব হবে এবং বয়স্ক হবে।[২৩১]

জান্নাতি বস্তু পুরাতন হবে না

আবু সাইদ খুদরি এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'একজন আহ্বান করবে, তোমাদের জন্য সুস্থতার ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য জীবনের ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমাদের জন্য যৌবনের ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য ধনাঢ্যতার ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো দুঃস্থ হবে না। এটাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَ نُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

আওয়াজ আসবে, এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হয়েছ তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ৪৩]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে এমন ধনাঢ্যতা লাভ করবে, যারপর দরিদ্রতা নেই, এমন কাপড় পরিধান করবে, যা পুরাতন হবে না এবং এমন যৌবন পাবে, যা শেষ হবে না।'[২৩২]

জান্নাতি হুর তার দুনিয়ার স্বামীকে দেখছে

মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২৩১] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১২৬, হাদিস : ২৪৮৭।
[২৩২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৭৫, হাদিস : ৫০৬৮।

'কোনো নারী যখন তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন তার জান্নাতি স্ত্রী, আনতনয়না হুর বলে, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন! তুই ওকে কষ্ট দিস না। কারণ, এখন সে তোর কাছে আছে অতিথি হিসেবে, অতিসত্বর সে তোকে ছেড়ে আমার কাছে আসবে।'[২৩৩]

জান্নাতের পাখি, ঘোড়া এবং উট

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাউসার কী? তিনি বললেন, সেটি একটি নদী, যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। যার পানি হবে দুধের চেয়ে শুভ্র, মধুর চেয়ে মিষ্ট। সেখানে এমন পাখি থাকবে, যার গর্দানগুলো হবে উটের মতো।

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো অবশ্যই উটপাখি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা খাওয়া জান্নাতের অনেক সুন্দর নিয়ামত।'[২৩৪]

আবু মাসউদ আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

'জনৈক ব্যক্তি একটি লাগাম পরানো উটনী নিয়ে এলো, অতঃপর বলল, এটি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন সাতশ উটনী পাবে, যার প্রত্যেকটিই হবে লাগাম পরিহিত।'[২৩৫]

জান্নাতের শহরতলি

ফুজালা ইবনু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'আমি জামিনদার। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনল, আত্মসমর্পণ করে হিজরত করল তার জন্য আমি এমন একটি ঘরের জামিন হলাম, যা জান্নাতের শহরতলিতে হবে, আরেকটি ঘরের যা জান্নাতের মধ্যখানে হবে। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ঈমান আনল, আত্মসমর্পণ করল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল তার জন্য এমন একটি ঘরের জামিন হলাম, যা জান্নাতের শহরতলিতে হবে,

---

[২৩৩] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৬৭, হাদিস : ১০০৪।
ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাদিসটি হাসান গরিব। হাদিসটি ইবনু মাজাহও বর্ণনা করেছেন।
[২৩৪] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৯২, হাদিস : ২৪৬৫।
[২৩৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৮৪, হাদিস : ৩৫০৮।

আরেকটা ঘরের জামিন হলাম, যা জান্নাতের মধ্যভাগে হবে এবং এমন আরেকটি ঘরের, যা হবে জান্নাতের ঘরসমূহের উপরিভাগে। যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করল, সে কল্যাণের সব উদ্দেশ্যই পূর্ণ করল এবং অকল্যাণ থেকে পালানোর সব পথই অবলম্বন করল। অতএব, সে যেথায় ইচ্ছে মারা যেতে পারে (কোনো সমস্যা নেই।)'[২৩৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আ'মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

'যে ব্যক্তি নিরাপত্তার চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না! অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও পাওয়া যাবে।'[২৩৭]

জান্নাতে শূন্য ময়দান থাকবে

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আমি মিরাজের রাতে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতকে সালাম জানাও এবং তাদেরকে সংবাদ দাও যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র, সেখানকার পানি সুপীয়, তবে তা শূন্য ময়দান, যার গাছ হলো সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার।[২৩৮]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি বলবে "সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহামদিহি" তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হয়।' [২৩৯]

সর্বোচ্চ জান্নাতি ও সর্বনিম্ন জান্নাতি যা পাবে

[২৩৬] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৯২, হাদিস : ৩০৮২।
[২৩৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২৩, হাদিস : ২৯৩০।
[২৩৮] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬৫, হাদিস : ৩৩৮৪।
[২৩৯] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৬৭, হাদিস : ৩৩৮৬।
ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাদিসটি হাসান সহিহ গরিব।

মুগিরা ইবনু শু’বা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘মুসা আলাইহিস সালাম তার রবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! সর্বনিম্ন শ্রেণির জান্নাতি কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, ওই ব্যক্তি, যে সকল জান্নাতির জান্নাতে প্রবেশ করার পর আসবে। তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো! সে বলবে, কীভাবে যাব, সকলেই তো নিজ-নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের বস্তুগুলো হস্তগত করে নিয়েছে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমাকে দুনিয়ার রাজাদের সমান একটি রাজ্য প্রদান করা হবে? সে বলবে, আমার রব, আমি রাজি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি তো এতবড় রাজত্ব পাবেই, সঙ্গে তার মতো আরেকটি, আরেকটি, আরেকটি এবং আরেকটি দেওয়া হলো। পঞ্চমবারে সে বলবে, হে আমার রব! আমি রাজি। তখন আবার আল্লাহ তাআলা বলবেন, এগুলো তো তোমার জন্য রয়েছেই, সঙ্গে তার দশগুণ তোমাকে প্রদান করা হলো। এমনকি তোমার মন যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তোমার চোখ শীতল হয় এমন সবকিছু দেওয়া হবে। তখন সে আবারও বলবে, হে আমার রব! আমি রাজি। এবার মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণির জান্নাতি কী পাবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা এমন যে—তাদের সম্মানজনক বিষয়গুলো আমি নিজ হাতে স্থাপন করে সেগুলোর ওপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছি। সুতরাং কোনো চোখ তা দেখেনি, কোনো কান তা শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কল্পনাও করেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআন কারিমে এর মর্ম বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ.

কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। [সুরা সিজদাহ, আয়াত : ১৭][২৪০]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوًا فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ

[২৪০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৭, হাদিস : ২৭৬।

لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلَّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ

مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَارٍ.

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবিষ্ট এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে। তখন তার রব তাকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, আমার রব, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। কথাটি আল্লাহ তাআলা তিনবার বলবেন, সেও তিনবারই বলবে, আমার রব, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার জন্য দুনিয়ার দশগুণ বড় জান্নাত রয়েছে।[২৪১]

জান্নাতিদের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদেরকে ডাকবেন, হে জান্নাতিরা! তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, তুমি আমাদেরকে এমন সব নিয়ামত দান করেছ, যা তোমার অন্য কোনো সৃষ্টিকেই দাওনি, তাই সন্তুষ্ট না হওয়ার কী আছে?! তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম কিছু দেবো! তারা বলবে, হে আমাদের রব, এগুলোর চেয়ে উত্তম বস্তু কী আছে? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাদের জন্য আমার সন্তুষ্টি প্রদান করব, সুতরাং আর কখনো অসন্তুষ্ট হব না।'[২৪২]

জান্নাতিদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে 'আল্লাহর দিদার'

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন—

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا

أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنْ

[২৪১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ৩১, হাদিস : ৬৯৫৭।
[২৪২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২১৬, হাদিস : ৬০৬৭।

النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.

যখন জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কিছু চাও—যা আমি বাড়িয়ে দেবো? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখাবয়ব শুভ্র করে দেননি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা (নিজের ও জান্নাতিদের মাঝ থেকে) পর্দা সরিয়ে দেবেন। (তখন তারা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হবে।) জান্নাতিদেরকে আল্লাহর দিদারের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু প্রদান করা হয়নি।[২৪৩]

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি পড়লেন—'যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারচেয়েও বেশি।'[সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৬] তারপর বললেন, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতিরা! আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে, তিনি এখন সেই প্রতিশ্রুতিটি তোমাদের সঙ্গে পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে, তিনি কি আমাদের মুখাবয় শুভ্র করেননি? আমাদের আমলনামা কি ভারি করে দেননি? আমাদেরকে তিনি কি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? ঘোষক বলবেন, তখন পর্দা সরিয়ে ফেলা হবে, সুতরাং জান্নাতিরা আল্লাহকে দেখবে। আল্লাহর কসম, তিনি জান্নাতিদেরকে তার দিদারের চেয়ে প্রিয় এবং তাদের চক্ষু শীতলকারী কোনো নিয়ামত দান করেননি।'[২৪৪]

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই ছিলাম, তিনি হঠাৎ চাঁদের দিকে তাকালেন—

'তারপর বললেন, তোমরা যেভাবে চাঁদ দেখছ এবং দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, ঠিক এমনিভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পারবে। যদি তোমরা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হতে চাও, তাহলে ফজর এবং আসরের নামাজ পড়ো। তারপর এই

---

[২৪৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪২৩, হাদিস : ২৬৬।
[২৪৪] *সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৬১, হাদিস : ১১২৩৪।

আয়াত তিলাওয়াত করলেন 'এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করুন' (ফজর ও আসরের নামাজ পড়ুন।) [সুরা কফ, আয়াত : ৩৯][২৪৫]

পিতা-মাতার আগে সন্তানের মৃত্যুর উপহার

আবু হাস্‌সান বলেন, আমি হজরত আবু হুরাইরাকে বললাম, আমার দুটি পুত্রসন্তান মারা গেছে। তো আপনি কি এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো হাদিস শোনাতে পারবেন—যা আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করবে? হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, পারব। তারপর বললেন—

'ছোট সন্তান তাদের পরিবারকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। তাদের একজন তাদের পিতা বা পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার কাপড় বা হাত ধরবে, ঠিক আমি যেভাবে তোমার কাপড়ের আঁচল ধরে আছি। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার পিতাকে (বা পিতা-মাতাকে) জান্নাতে প্রবেশ না করানো পর্যন্ত ছেড়ে দেবে না।'[২৪৬]

জ্ঞাতব্য: এই অধ্যায়টি প্রমাণ করে যে, মুমিনদের ছোট সন্তানেরা জান্নাতে রয়েছে। এটাই অধিকাংশ আলিমদের মতামত। যেমন আমরা আলোচনা করে এসেছি। দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয়—

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

> যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেবো। [সুরা তুর, আয়াত : ২১]

তবে কিছু কিছু আলিম-এর বিপরীত মতও প্রদান করেছেন; তবে এই বিপরীত মতামত নবিগণের সন্তানদের ব্যাপারে নয়। কারণ, এটা ইজমার দ্বারা প্রমাণিত যে, নবিগণের মৃত ছোট সন্তানেরা জান্নাতে অবস্থান করছেন।

---

[২৪৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৯, হাদিস : ৫২১; সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩৬, হাদিস : ১০০২।

[২৪৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৮২, হাদিস : ৪৭৬৯।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

যে ব্যক্তির তিনটি সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মারা গেল, সেই সন্তান তার জাহান্নামের পথে অন্তরায় হবে কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। [২৪৭]

আবু উমর আবদুল বার বলেছেন, মুসলিম উম্মাহর উলামায়ে কিরাম এ-বিষয়ে একমত যে, মুসলিমদের শিশুসন্তানেরা জান্নাতি। কেবল জাবারিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক ছাড়া কেউ বিপরীত কথা বলেনি। ইজমার বিপরীতে তাদের কথার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। তাদের অনুকরণ করে এমন ভুল কথা বলা জায়েয নেই।

জান্নাতিদের প্রথম আপ্যায়ন ও উপঢৌকন

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ইহুদি পাদরি তার কাছে এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ! তৎক্ষণাৎ আমি তাকে এত জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে আছড়ে পড়ল। পাদরি আমাকে বলল, আমাকে ধাক্কা দিলে কেন? আমি বললাম, তুমি বলতে পারলে না—ইয়া রাসুলাল্লাহ? ইহুদি জবাব দিলো, আমি তাকে সেই নামেই ডেকেছি, তার পরিবারের লোকজন তাকে যে নামে ডাকে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي .

নিশ্চয় আমার নাম মুহাম্মদ। আমার পরিবার আমার এই নামই রেখেছে।

তখন ইহুদি বলল, আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ .

আমি তোমার সঙ্গে কথা বললে কি তোমার কোনো উপকার হবে?

---

[২৪৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১০০ : بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ

পাদরি বলল, আমি মনোযোগসহ শুনব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে থাকা একটি কাঠি দিয়ে আঁক দিলেন। তারপর বললেন, জিজ্ঞেস করো! এরপরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো—

ইহুদি : যেদিন আকাশ ও জমিনগুলোকে অন্য আকাশ ও জমিনের দ্বারা পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে?

নবিজি : পুলসিরাতের কাছে আঁধারের মাঝে।

ইহুদি : সর্বাগ্রে কাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে?

নবিজি : গরিব মুহাজিরদেরকে।

ইহুদি : জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তাদের উপঢৌকন কী হবে?

নবিজি : মাছের কলিজার ভুনা।

ইহুদি : এরপর তাদের খাবার কী হবে?

নবিজি : তাদের সৌজন্যে আশপাশে আহাররত জান্নাতি গরুগুলো তাদের জন্য জবাই করা হবে।

ইহুদি : এগুলোর শুরবা-ঝোল কী হবে?

নবিজি : সালসাবিল নামক সেখানকার ঝরনার পানি।

ইহুদি : আপনি সত্য বলেছেন।'[২৪৮]

জান্নাতের চাবি—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহকে বলা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই, তবে প্রতিটি চাবির রয়েছে দাঁত। যদি দাঁতযুক্ত চাবি নিয়ে আসো, তাহলে তালা খুলবে, নতুবা (দাঁতহীন চাবি দিয়ে) খুলবে না।'[২৪৯]

আমি বলব, দাঁত হলো—আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একত্ববাদ (তাঁর রিসালাতের সঙ্গে কোনো রাসুল শরিক নেই।) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

---

[২৪৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯০, হাদিস : ৪৭৩।
[২৪৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৬।

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

আর হে নবি, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন—যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। [সুরা কাহাফ, আয়াত : আয়াত : ১০৭]

আবু যর প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

'আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মারা গেল এবং সে আল্লাহর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরিক করল না—সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি ব্যভিচার বা চুরি করে তাহলেও? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও ব্যভিচার করে, যদিও চুরি করে।'[২৫০]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে হত্যা করা যাবে না

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এ-কথার সাক্ষ্য না দেবে যে—আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, আমার প্রতি ঈমান না আনবে এবং আমার আনিত বিধানের ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যখনই তারা এ-কাজগুলো করবে, আমার হাত থেকে তাদের জানমাল নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে অপরাধের শাস্তির বিধানটি ভিন্ন। তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে বর্তাবে।'[২৫১]

[২৫০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৬, হাদিস : ১১৬১।
[২৫১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬, হাদিস : ৩১।

মুমিনের যাবতীয় সম্পদ হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় ইরশাদ করেছেন—

أَلَا إِنَّ أَحْرَمَ الْأَيَّامِ يَوْمُكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الشُّهُورِ شَهْرُكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ أَحْرَمَ الْبَلَدِ بَلَدُكُمْ هَذَا أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

সাবধান! আজকের দিনটি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। সাবধান! এই মাসটি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। সাবধান, এই শহরটি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। সাবধান! তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য এমনই সম্মানিত, যেমন আজকের দিনটি, এই মাসটি, এই শহরটি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। (সম্মানের কারণে অপব্যবহার হারাম) সাবধান! আমি কি পৌঁছিয়েছি? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হ্যাঁ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। [২৫২]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ .

প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্পদ এবং আসবাবপত্র অপর মুসলিমের জন্য হারাম। [২৫৩]

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

---

[২৫২] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪১৭, হাদিস : ৩৯২১।
[২৫৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪২৬, হাদিস : ৪৬৫০।

মুমিনকে হত্যা করা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়ে বড় অন্যায়। [২৫৪]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> যে ব্যক্তি কোনো ধারালো বস্তু দ্বারা তার ভাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল, ফিরিশতারা তার ওপর অভিসম্পাত করেন।' ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ এবং গরিব বলেছেন।[২৫৫]

মুসলিম হত্যা এবং তার সহযোগিতা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ভীষণ শাস্তি। [সুরা নিসা, আয়াত : ৯৩]

আরও ইরশাদ করেছেন—

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا.

এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। (তাদের কোনো শাস্তি নেই। আর) যারা এ কাজ করে তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং

[২৫৪] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩৩৯, হাদিস : ৩৯২৩।
[২৫৫] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৬৩, হাদিস : ২০৮৮।

তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। [সূরা ফুরকান, আয়াত : ৬৮-৬৯]

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

হয়তো আল্লাহ তাআলা প্রতিটি গুনাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে বা যে মুমিন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো মুমিনকে হত্যা করেছে—তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। [২৫৬]

[২৫৬] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১৩৪১, হাদিস : ৩৭২৪।

ফিতনা

ফিতনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً

আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো—যা বিশেষত তোমাদের মধ্য থেকে জালিমদের ওপরই পতিত হবে না' (বরং তোমাদের ওপরও পতিত হবে)। [সুরা আনফাল, আয়াত : ২৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫]

তো এই আয়াতে ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য খুব কঠিনভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا .

তোমরা আঁধার রাতের মতো সর্বগ্রাসী ফিতনা আসার পূর্বেই নেককাজ করো—যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকলে সন্ধ্যায় কাফির হবে, সন্ধ্যায় মুমিন থাকলে সকালে কাফির হবে। কারণ, সেসময় মানুষ দুনিয়ার সামান্য বস্তুর বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করবে।[২৫৭]

উম্মুল মুমিনিন হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতঙ্কিত হয়ে বিবর্ণ চেহারায় এ কথা বলতে বলতে বের হলেন—

'আল্লাহই একমাত্র ইলাহ। অত্যাসন্ন অনিষ্টতার কারণে আরবরা (বিশেষভাবে, ব্যাপকভাবে গোটা বিশ্ব) দুর্ভোগের মুখে পড়বে। আজকে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এ-পরিমাণ খুলে দেওয়া হয়েছে—বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা গোলক বানালেন। হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মাঝে নেককার মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন—হাঁ, যখন নোংরামি বেড়ে যাবে, তখন সবাই ধ্বংস হবে।'[২৫৮]

হজরত উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার দুর্গগুলোর মধ্য একটি দুর্গের ওপর উঠলেন, তারপর বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? আমি তোমাদের ঘরগুলোর মাঝে পানি জমা হওয়ার স্থানগুলোর মতো ফিতনার স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি (যেগুলোতে গিয়ে ফিতনা জমা হবে।'[২৫৯]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'এক রাত্রিতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়েই বললেন, সুবহানাল্লাহ, আজকে কত ফিতনা নাজিল করা হয়েছে! কত ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে! তোমরা ঘরবাসীদেরকে (অন্যান্য স্ত্রীদেরকে) জাগ্রত করো! দুনিয়ার অনেক পোশাক পরিহিত ব্যক্তি পরকালে উলঙ্গ হয়ে থাকবে।'[২৬০]

মা'কাল ইবনু ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

---

[২৫৭] *সহিহু মুসলিম*: ১/২৯৭, হাদিস : ১৬৯

[২৫৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৩৩, হাদিস : ৩০৯৭; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৮, হাদিস : ৫১২৮।

[২৫৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩৫, হাদিস : ১৭৪৫।

[২৬০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৯৬, হাদিস : ১১২।

ফিতনার সময় (নানামুখি ঝামেলার সময়) ইবাদত করা আমার দিকে হিজরত করার মতো।[২৬১]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, হাদিসের ভাষ্য—'আমাদের মাঝে নেককার মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন—হাঁ, যখন নোংরামি বেড়ে যাবে, তখন সবাই ধ্বংস হবে।'—এ কথা প্রমাণ করে যে, যদি নেককার মানুষ বেশি হয়, তাহলে পাপী মানুষদের ওপর থেকেও বিপদ দূর করা হয়।

কিন্তু যখন পাপীরা বেশি হয়, কমে যায় নেককারদের সংখ্যা, নেককারেরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ বন্ধ করে দেয়, পাপকাজকে ঘৃণা না করে—তখন পাপী এবং নেককার সকলে একসঙ্গে ধ্বংস হয়। এটাই আল্লাহর এ কথার মর্ম :

وَ اتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً.

আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো—যা বিশেষত তোমাদের মধ্য থেকে জালিমদের ওপরই পতিত হবে না। [সুরা আনফাল, আয়াত : ২৫]

বরং এর অনিষ্টতা পাপী এবং তাতে সন্তুষ্ট সবাকেই পরিব্যাপ্ত করে। প্রথম শ্রেণি পাপকাজ করার কারণে, দ্বিতীয় শ্রেণি তাতে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে এবং তাকে সমর্থন করার কারণে। সামনে ইনশাআল্লাহ এ-বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রতিটি মুহূর্ত হবে ভয়াবহ

জুবাইর ইবনু আদি বলেন, আমরা হজরত আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হাজির হয়ে আমাদের সঙ্গে হাজ্জাজের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। জবাবে তিনি বললেন,

'ধৈর্যধারণ করো। কারণ, তোমাদের ওপর আপতিত পরবর্তী প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বের চেয়ে বেশি অনিষ্টকর হবে এবং এমন একসময় তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। আমি এভাবেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি।'[২৬২]

---

[২৬১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৮৭, হাদিস : ৫২৪২।

[২৬২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, হাদিস : ৫৬৪১। হাদিসটি ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করে বলেছেন—সহিহ।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'সময় খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে (বছরকে মনে হবে মাসের মতো), আমল হ্রাস পাবে, সুদের প্রচলন ঘটবে, ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, হারজ বৃদ্ধি হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হারজ কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হত্যা।'[২৬৩]

ব্যাখ্যা: হাদিসের বাক্য—'সময় খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলবে' মর্ম সম্পর্কে—কেউ বলেছেন, হায়াত কমে যাবে, বরকত হ্রাস পাবে। কেউ বলেছেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া। কেউ বলেছেন, দিনের সময় হ্রাস পাওয়া। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে, "আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ সময়ের গতি বৃদ্ধি না পাবে। সুতরাং বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো, সপ্তাহ হবে দিনের মতো, দিন হবে ঘণ্টার মতো এবং ঘণ্টা হবে খেজুর বৃক্ষের ডাল পড়ার সময়ের মতো।"[২৬৪]

ফিতনা থেকে পলায়ন

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ.

অতিসত্বর মুসলিমদের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ হবে ছাগল। সেগুলো নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠবে ও পানি জমা হওয়ার স্থানে যাবে এবং নিজের দ্বীনকে সঙ্গে নিয়ে ফিতনা থেকে বেঁচে পালাবে।[২৬৫]

আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'অতিসত্বর ফিতনা হবে। সাবধান! তারপর আবার ফিতনা হবে। সেসময় উপবিষ্ট ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, চলন্ত ব্যক্তি ফিতনার দিকে দৌড়রত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম

[২৬৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৫৯, হাদিস : ৪৮২৭।
[২৬৪] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩২১, হাদিস : ২২৫৪।
[২৬৫] *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৮, হাদিস : ১৫৩৩।

হবে। সাবধান! যখন ফিতনা আবর্তিত হবে, তখন যে ব্যক্তির উট থাকবে সে যেন উটের সঙ্গে লেগে থাকে, যার ছাগল থাকবে সে যেন ছাগলের সঙ্গে লেগে থাকে। যার জমিন থাকবে সে যেন জমিনের সঙ্গে লেগে থাকে। হজরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! যার উট নেই, ছাগল নেই এবং জমিও নেই; তার ব্যাপারে আপনার নির্দেশনা কী? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন—সে তার তলোয়ারের ওপর ভরসা করবে। পাথর দ্বারা তলোয়ার ধার করবে, তারপর সাধ্যমতো (ফিতনা থেকে) মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে। হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছিয়েছি? হে আল্লাহ, আমি কি পৌঁছিয়েছি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ রাসুল, যদি আমাকে জোরপূর্বক কোনো এক কাতারে বা কোনো এক দলে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর একজন আমাকে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে, বা অন্য কোনোভাবে আঘাত লেগে আমি নিহত হই, তাহলে আমার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, হত্যাকারী নিজের ও তোমার গুনাহের দায়ভার বহন করবে এবং জাহান্নামি হবে।'[২৬৬]

ফিতনার সময় ঘরে থাকুন

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ .

নিশ্চয় ফিতনা তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের মতো ছেয়ে আসবে। তখন মানুষ সকালে থাকবে মুমিন সন্ধ্যায় হবে কাফির। সেসময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান মানুষের চেয়ে ভালো হবে। চলমান মানুষ দৌড়রত মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ

[২৬৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৬০, হাদিস : ৫১৩৮।

দিচ্ছেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা নিজেদের ঘরের সঙ্গে লেগে থাকো।[২৬৭]

নোট: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনু মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সংঘটিত বিরোধ ও যুদ্ধগুলো থেকে দূরে সরে থাকতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, তখন সে যেন কাঠের তলোয়ার ধারণ করে। সুতরাং তিনি এমনটিই করেছেন ও গৃহবন্দি হয়ে বসে থেকেছেন। তিনি সেসব লোকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—যারা ফিতনা থেকে দূরে থেকেছেন। যেমন হজরত আবু বাকরাহ, আবদুল্লাহ ইবনু উমর, উসামা ইবনু জাইদ, আবু জুররা, হুজাইফা, ইমরান ইবনু হুসাইন, আবু মুসা, আহবান ইবনু সইফি, সাআদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম। তাবেয়িগণের মাঝে ফিতনা থেকে দূরে ছিলেন—শুরাইহ, নাখায়ি প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

আমি (লেখক) বলব, সেই ফিতনা ও যুদ্ধ ছিল তাদের মাঝে ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে। তাদের মধ্যে যারা বিশুদ্ধ ছিলেন, তারা পেয়েছেন দু নেকি আর পদস্খলের শিকার মুজতাহিদ পেয়েছেন এক নেকি। তাদের পরস্পরের মাঝের এই যুদ্ধ ছিল দ্বীনকে কেন্দ্র করে। আজকে যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে রাজত্বের আশায় এবং জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করার জন্য রক্তপাত ঘটায় তাদের অবস্থা কী হবে? (জাহান্নাম ছাড়া আর কী হতে পারে।) সুতরাং মানুষের জন্য জরুরি হলো—ফিতনা প্রকাশের সময়, মুসিবত ও কষ্টের সময় হাত ও মুখ বন্ধ রাখা।

আল্লাহর কাছে আমরা চাচ্ছি শান্তি এবং পরকালে সম্মানের ঘর।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ—সবাই ঘরের সঙ্গে লেগে থাকো, ঘরে অবস্থান করো—এর মাধ্যমে ঘরবন্দি থাকতে এবং ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেন সে মানুষ থেকে এবং মানুষেরা তার কাছ থেকে নিরাপদ থাকে।

ফিতনার দিনে করণীয়-বর্জনীয়

আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২৬৭] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৩১, হাদিস : ৩৭১৮। হাদিসে উল্লিখিত أَحْلَاسَ -শব্দটির মূল অর্থ হলো—উটের পিঠের সঙ্গে লাগানো হাওদাজের নিচের কাপড়টি। এখানে রূপক অর্থে বলা হয়েছে—উটের ওই কাপড়ের মতো নিজেকে ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখো। *আওনুল মা'বুদ* অবলম্বনে অর্থটি করা হয়েছে।—অনুবাদক।

إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ .

নিশ্চয় ফিতনা তোমাদের সামনে অন্ধকার রাতের মতো ছেয়ে আসবে। তখন মানুষ সকালে থাকবে মুমিন, সন্ধ্যায় হবে কাফির। সেসময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলমান মানুষের চেয়ে ভালো হবে। চলমান মানুষ দৌড়রত মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে। অতএব, তোমাদের ধনুকের রশি ছিঁড়ে ফেলো, ধনুক ভেঙে ফেলো এবং তলোয়ার দিয়ে পাথরে আঘাত করো। তারপরও যদি কারও ওপর ফিতনা এসে পড়ে, তাহলে সে যেন আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তানের মধ্য থেকে উত্তমটির (হাবিলের) মতো (নিহত) হয় (অন্যের ওপর আঘাত না করে।)[২৬৮]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

‘নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? সেসময় মানুষ গড্ডালিকা প্রবাহে নষ্ট বস্তুর মতো ভেসে যাবে। তাদের প্রতিশ্রুতিগুলো ভেস্তে যাবে, আমানতগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে এবং পরস্পরে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়বে। তারা এভাবে বহুরূপী অনৈতিকতায় আক্রান্ত হবে, বলেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলগুলোর মাঝে ঢুকালেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেসময় আমাদের কী অবস্থা হবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা চেনা বস্তুকে গ্রহণ করবে, অচেনা বস্তুকে পরিহার করবে, নিজেদের বিশেষজনদের প্রতি অগ্রবর্তী হবে এবং সাধারণদের বিষয়গুলোকে ছেড়ে দেবে।’[২৬৯]

---

[২৬৮] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৫৫, হাদিস : ৩৯৫১; *সুনানু আবি দাউদ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩২৮, হাদিস : ৩৭১৫। অনুবাদ লিখেছি *আওনুল মাবুদ শরহে আবি দাউদ* অবলম্বনে।—খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২৯৭, হাদিস : ৩৭১৫।—অনুবাদক

[২৬৯] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৫১, হাদিস : ৩৯৪৭; *সুনানু আবি দাউদ,* খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪১৭, হাদিস : ৩৭৭৯।

ফিতনার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেরকে আঁকড়ে ধরুন

নসর ইবনু আসিম আল-লাইসি বলেন, আমরা বনি লাইসের একটি কাফেলার সঙ্গে ইয়াশকুরির কাছে গমন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কারা? বনু লাইস বলল, আমরা আপনার কাছে হুজাইফার হাদিস সম্পর্কে জানতে এসেছি। তিনি বললেন, আমরা আবু মুসার সঙ্গে দুটি কাফেলার কাছে গেলাম। কুফায় আমাদের সওয়ারিগুলো হারিয়ে গেল। ইয়াশকুরি বলেন, আমি এবং আমার সাথি আবু মুসার কাছে কুফায় যাওয়ার অনুমতি চাইলাম, তিনি অনুমতি প্রদান করলেন। সুতরাং আমরা কুফায় গেলাম। অতঃপর আমার সাথিকে বললাম, আমি মসজিদে যাচ্ছি। তারপর যখন বাজারের দোকানপাট খুলতে শুরু করবে তখন আমি তোমার কাছে আসব। ইয়াশকুরি বলেন, সুতরাং আমি মসজিদে প্রবেশ করেই দেখলাম, সেখানে কিছু লোক গোলাকার হয়ে বসে আছে, ঠিক এমনভাবে যেন তাদের মাথাগুলো কেটে ফেলা হয়েছে। তারা এভাবে বসে একজন লোকের কথা শুনছে। সুতরাং আমি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে একজন লোক এসে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি বসরার অধিবাসী? আমি বললাম—হ্যাঁ। সে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। কারণ, আপনি যদি কুফার অধিবাসী হতেন, তাহলে এমন প্রশ্ন করতেন না। সুতরাং আমি তার নিকটবর্তী হলাম। তখন শুনতে পেলাম, হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন—লোকজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিল, আর আমি তাকে অনিষ্টতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলাম। কারণ, আমি জানতাম, কল্যাণ আমার হাত থেকে ছাড়া পড়বে না। হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! এই কল্যাণের পর কি অনিষ্টতা রয়েছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন—

يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ .

হে হুজাইফা, আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করো এবং তার বিধানাবলি মেনে চলো।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, এই কল্যাণের পর কি অনিষ্টতা রয়েছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

يَا حُذَيْفَةُ، تَعَلَّمْ كِتَابَ اللهِ وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ .

হে হুজাইফা, আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করো এবং তার বিধানাবলি মেনে চলো।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, এই কল্যাণের পর কি অনিষ্টতা রয়েছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ فِيهَا أَوْ فِيهِمْ .

খিয়ানত ও মুনাফিকির সঙ্গে সন্ধি করা হবে আর কপট একটি দল হবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ রাসুল, هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ .

মানুষের হৃদয়গুলো (ভয়ংকর সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর) পূর্বাবস্থায় (নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সুন্নাতের ওপর) ফিরে আসবে না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, এই কল্যাণের পর কি কোনো অনিষ্টতা আছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ النَّارِ فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ .

ফিতনা অন্ধ ও বধিরের মতো (আছড়ে পড়বে।) সেখানে জাহান্নামের আহ্বায়করা দণ্ডায়মান থেকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করবে। হে হুজাইফা! তুমি যদি তখন গাছের শিকড় কামড়ে ধরে মরে যাও, (ফিতনায় আক্রান্ত না হও) তাহলে তাদের অনুসরণ করার চেয়ে এটাই হবে তোমার জন্য কল্যাণকর।[২৭০]

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—লোকজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে; এই ভয়ে যে, যেন তা আমাকে পেয়ে না বসে। সুতরাং আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা বর্বরতা ও অনিষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই কল্যাণ (দ্বীন মানার পরের স্বর্গীয় সুখাবস্থা) দান করেছেন। এই কল্যাণের পর কি অকল্যাণ আছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ

[২৭০] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩১৮, হাদিস : ৩৭০৬।

হাঁ, তার মধ্যে دَخَنٌ থাকবে।

আমি বললাম, دَخَنٌ কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ .

মানুষ আমার আদর্শ ছেড়ে অন্যের আদর্শ ধরবে এবং আমার প্রদর্শিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলবে। তাদের কাউকে তুমি চিনবে এবং কাউকে চিনবে না।

আমি বললাম, ওই কল্যাণের পর কি অনিষ্টতা আছে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا .

হাঁ, জাহান্নামের দরজায় আহ্বায়করা ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

আমি বললাম, আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا .

তাদের চামড়া হবে আমাদের মতো এবং কথাও বলবে আমাদের মতো।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তাদেরকে পেলে কী করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ .

তুমি মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে।

আমি আবার জানতে চাইলাম, যদি তাদের দল বা ইমাম না থাকে তাহলে কী করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

সবগুলো দলকে ছেড়ে দাও (কোনো দলে যোগ দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় না জড়িয়ে) এবং আমৃত্যু গাছের শিকড় (সার্বক্ষণিক চলমান শরিয়তের বিধানকে আঁকড়ে ধরে) কামড়ে পড়ে থাকো।[২৭১]

হত্যাকারী ও নিহত দুজনই যখন জাহান্নামি

আহনাফ ইবনু কাইস বলেন, আমি এই লোককে (হজরত আলির দিকে ইঙ্গিত করে) খুঁজতে বের হলাম। পথে আবু বাকরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আহনাফ! কোথায় যাচ্ছেন? বললাম, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই আলিকে সাহায্য করতে চাই। তিনি আমাকে বললেন, আহনাফ! ফিরে যাও! কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

দুজন মুসলিম যখন (দুনিয়ার স্বার্থে) তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হবে, তখন হত্যাকারী এবং নিহত দুজনই জাহান্নামে যাবে।

আমি বললাম বা বলা হলো—হে আল্লাহর রাসুল, হত্যাকারীর বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী দোষ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন—

إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

সে তার সাথিকে হত্যার ইচ্ছা করেছে।[২৭২]

কোনো বর্ণনায় হাদিসের এই অংশটির শব্দ এরকম আছে—

إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ .

সে তার ভাইকে হত্যা করতে উদগ্রীব ছিল।[২৭৩]

---

[২৭১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৮৬, হাদিস : ৩৪৩৪।
[২৭২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৬২, হাদিস : ৫১৩৯।
হজরত আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামের এই দ্বন্দ্বকে পার্থিব স্বার্থে ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বন্দ্ব ছিল দ্বীনের বিধান নিয়ে। তাই তাদের এই দ্বন্দ্বকে আলোচিত হাদিসের শামিল মনে করা যাবে না। আবু বাকরার অবস্থান ছিল সতর্কতামূলক।—অনুবাদক।
[২৭৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪, হাদিস : ৩০।

জ্ঞাতব্য: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, উপরের হাদিসটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। প্রমাণ হিসেবে তারা এই আয়াতটি পেশ করেছেন—

وَ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ.

যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। তারপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। [সুরা হুজুরাত, আয়াত : ৯]

নোট: এই আয়াতে সীমালঙ্ঘনকারী দলের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যদি মুসলিমরা বিদ্রোহীদেরকে প্রতিরোধ করার যুদ্ধে শরিক না হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলার দেওয়া একটি ফরজ অকেজো হয়ে পড়বে। যা প্রমাণ করে যে, হাদিসে বর্ণিত 'হত্যাকারী এবং নিহত উভয়জনই জাহান্নামি হবে' বিধানটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, তারা কুরআন কারিমের ব্যাখ্যা অনুপাতেই যুদ্ধ করেছেন।

সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের সম্মান করা, তাদের পদস্খলন নিয়ে সমালোচনা না করা, তাদের সৌন্দর্য প্রচার করা মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করল। [সুরা ফাতাহ, আয়াত : ১৮]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ، سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۛۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ

الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا.

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের অবয়বে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থার বিবরণ রয়েছে—যেমন একটি চারা গাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সুরা ফাতাহ, আয়াত : ২৯]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰتَلَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ قٰتَلُوْا ۗ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى.

তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়; এরূপ লোকদের মর্যাদা তাদের চেয়ে অনেক বেশি—যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে; তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [সুরা হাদিদ, আয়াত : ১০]

তাদের মধ্য থেকে যারা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন—তারা ছিলেন মাজুর ও অক্ষম। যদিও তাদের কেউ কেউ অন্য কারও চেয়ে উত্তম এবং অগ্রগামী।

কেউ কেউ বলেছেন, যেসকল সাহাবায়ে কিরাম নবিজির আলোচিত হাদিসটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছেন, তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে জিহাদ ত্যাগ করার কারণে লজ্জিত হয়েছেন। যেমন হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। তিনি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহায্য না করার কারণে লজ্জিত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি বলেছিলেন—কোনো বস্তুর কারণে আমি এত বেশি পরিতাপ করি না বিদ্রোহী দলের—হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক না হওয়ার কারণে যতটা পরিতাপ করি। আর এটা বিশুদ্ধ কথা যে—যখন

কোনো বিদ্রোহী দলের বিদ্রোহের বিষয়টি স্পষ্ট হবে, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধের ফায়সালা করেছেন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

> অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অন্যের ওপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। [সুরা আনআম, আয়াত : ৬৫]

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'আল্লাহ তাআলা আমার সামনে গোটা জমিনকে সংকুচিত করে তুলে ধরলেন। সুতরাং আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম পুরোটাই দেখতে পেলাম। আমার সামনে পৃথিবীর যতটুকু উপস্থাপন করা হয়েছে, আমার উম্মত সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর আমাকে লাল ও সাদা দুটি খনি দান করা হয়েছে।'[২৭৪]

ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, খনি দুটি হলো স্বর্ণের ও রূপার।[২৭৫]

অন্য বর্ণনায় আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আর আমি আমার রবের কাছে আবেদন করেছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন এবং নিজেদের বাইরে থেকে এমন কোনো শত্রুকে যেন তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া না হয়—যারা তাদের দল, রাজত্ব ও সম্মানকে ধ্বংস করে ফেলবে। আমার রব বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আমি এমন ফায়সালা করেছি, যা প্রত্যাহার করা যাবে না। আমি তোমার উম্মতকে দুটি বিষয় দান করলাম—তাদের দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না, তাদের ওপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দেবো না—যারা তাদের দল, রাজত্ব এবং সম্মান সবকিছুর নাশ ঘটাবে, যদিও তারা মুসলিম উম্মাহর পরিধির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। তবে পরিশেষে মুসলিরা পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং পরস্পরকে গালি দেবে।'[২৭৬]

---

[২৭৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৬৮, হাদিস : ৫১৪৪।
[২৭৫] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫, হাদিস : ৩৯৪২।
[২৭৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৬৮, হাদিস : ৫১৪৪।

সাআদ ইবনু আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আলিয়া অঞ্চল থেকে বা সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের কাছ থেকে এলেন। একপর্যায়ে যখন তিনি হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নির্মিত মসজিদ অতিক্রম করছিলেন, সেখানে প্রবেশ করে দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন। আমরাও তার সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের কাছে দীর্ঘ দুআ করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন,

'আমার রবের কাছে আমি তিনটি বিষয় আবেদন করেছি, তিনি দুটি দান করেছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি আবেদন করেছি, আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষে সমূলে ধ্বংস না করা হয়; তিনি আমাকে দান করেছেন। আমি আবেদন করেছি, আমার উম্মতকে যেন ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হয়; তিনি আমাকে দান করেছেন। আমি আবেদন করেছি, আমার উম্মত যেন পরস্পরে যুদ্ধ না করে; সুতরাং এটা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।'[২৭৭]

ফিতনা সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব বিষয়ে বললেন। যার মনে রাখার সে মনে রেখেছে, যার ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে। আমার সেই সাথিরা বিষয়টি জেনেছে। সেগুলোর মধ্য থেকে সংঘটিতব্য কিছু বিষয় আমি ভুলে গেছি। ঠিক যেমন একজন মানুষ আরেকজনের সামনাসামনি হলে চিনতে পারে, তারপর ভুলে যায়, আবার দেখলেই চিনতে পারে।"[২৭৮]

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি মজলিসে ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন—যেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুণে গুণে ইরশাদ করলেন—

مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ.

সেগুলোর মধ্য থেকে তিনটি কোনো বস্তুকেই ছাড়বে না, যার মধ্য থেকে কিছু ফিতনা—ঝঞ্ঝা বাতাসের মতো, যেগুলোর মধ্য থেকে কিছু হবে ছোট

[২৭৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৬৯, হাদিস : ৫১৪৫।
[২৭৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৭২, হাদিস : ৫১৪৭।

ফিতনা এবং কিছু হবে বড় ফিতনা। হুজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি ছাড়া তারা সকলেই চলে গেল।[২৭৯]

ফিতনার উত্তাল তরঙ্গ

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, ফিতনার বিষয়ে তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস জানে? বললাম, আমি। হজরত উমর বললেন, তুমি অবশ্যই দুঃসাহসী। তারপর হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ.

'মানুষের ফিতনা তার পরিবার, সন্তান এবং প্রতিবেশীর মাঝে। নামাজ, রোজা, সাদাকাহ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদান তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ হবে।'

হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি এটা শুনতে চাচ্ছি না, আমি শুনতে চাচ্ছি উত্তাল তরঙ্গের মতো ধেয়ে আসা ফিতনা সম্পর্কে। হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এই ব্যাপারটিতে উদগ্রীব কেন? আপনার মাঝে ও ফিতনার মাঝে তো অন্তরায় রয়েছে। তো সেই অন্তরায় কি খুলে দেওয়া হবে বা ভেঙে ফেলা হবে? তিনি বললেন, ভেঙে ফেলা হবে।[২৮০] আর ভাঙাটা খোলার চেয়ে বেশি কঠিন। হজরত শাকিক বলেন, আমি হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কি ফিতনার দরজা সম্পর্কে জানতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ঠিক এমনভাবে জানেন—যেভাবে জানেন যে আগামীকালের পর রাত আসবে। শাকিক বলেন, আমি তাকে বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণনা করেছি। আমরা হজরত হুজাইফাকে সে দরজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে মনস্থ করলাম। সুতরাং মাসরুককে বললাম, হজরত হুজাইফাকে জিজ্ঞেস করুন। জবাবে তিনি বললেন, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহুই সেই দরজা।'[২৮১]

---

[২৭৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৭১, হাদিস : ৫১৪৬।

[২৮০] তিনি ইঙ্গিত করছিলেন—হজরত উমরই ফিতনা প্রকাশের মাঝে অন্তরায় ও বাধার প্রাচীর। তার হত্যার মাধ্যমে ফিতনার জোয়ার সৃষ্টি হবে।—অনুবাদক।

[২৮১] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৪৮, হাদিস : ৩৯৪৫।

আমর ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আমার দাদা, তিনি বলেন, আমি হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মসজিদে নববিতে বসে ছিলাম, আমার সঙ্গে মারওয়ানও ছিল। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি সত্যবাদী এবং সত্যায়িত ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ

আমার উম্মত ধ্বংস হবে কুরাইশের এক শিশুর হাতে।

মারওয়ান বললেন, তাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাজিল হোক। হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি চাইলে আমি বলতে পারব—সে অমুকের পুত্র অমুকের পুত্র। তো আমি একদা দাদার সঙ্গে বনি মারওয়ানের দিকে যাচ্ছিলাম, যখন তারা সিরিয়ার ওপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। যখন তাদেরকে দেখলেন, সেখানে একজন উদীয়মান শিশুর প্রতি নজর পড়ল। দাদা আমাদেরকে বললেন, এই শিশুটি তাদের মধ্য থেকে (উম্মতকে ধ্বংসকারীদের মধ্য থেকে) হতে পারে। আমরা বললাম, আপনিই ভালো জানেন।[২৮২]

ফিতনামুক্ত ব্যক্তিই হবে সৌভাগ্যবান

মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—

إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا.

সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি—যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবং ওই ব্যক্তি—যে ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে অম্লান বদনে সবর করে।[২৮৩]

---

[২৮২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৪৪৬, হাদিস : ৬৫৩৪।
[২৮৩] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৩২, হাদিস : ৩৭১৯।

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'মানুষের ওপর এমন একটি সময় আসবে, যখন দ্বীনের ওপর সবর করা অঙ্গার হাতে ধারণ করার মতো কঠিন হবে।'[২৮৪]

এই উম্মতের প্রথমাংশ ও শেষাংশের ভিন্ন-ভিন্ন ভাগ্যলিপি

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা কোনো এক সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ তাঁবু স্থাপন করছিল, কেউ তিরের ব্যবস্থাপনা করছিল এবং পশুর দেখাশোনায় ব্যস্ত ছিল। ইতিমধ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন ঘোষণা করলেন—নামাজে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হলাম। তখন তিনি বললেন,

'আমার পূর্বে যত নবি অতীত হয়েছেন—সকলেরই দায়িত্ব ছিল তার উম্মতকে যাবতীয় কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করা এবং সর্বপ্রকারের অকল্যাণ থেকে সতর্ক করা। আর এই উম্মতের প্রথমাংশের জন্য নিরাপত্তা এবং শেষাংশের জন্য রয়েছে বিপদ। এবং এমন কিছু বিষয়ের ফায়সালা করা হয়েছে—যা তোমরা জানো না। একটি ফিতনা আসবে, তখন তারা পরস্পরকে দাসে পরিণত করবে। আরেকটি ফিতনা আসবে, তখন মুমিনরা বলবে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব, তারপর ফিতনা নির্মূল হবে। আবার ফিতনা আসবে, তখন মুমিনরা বলবে, এটা তো...। এ-সময় যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালোবাসবে তার মৃত্যু চলে আসবে যে এমতাবস্থায়, সে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন মানুষের কাছে যাবে—যাকে সে নিজের দিকে আনতে ভালোবাসবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের হাতে বাইয়াত হবে, তার হাতে নিজেকে অর্পণ করবে, নিজের কলবের বিষয়টিকেও তার কাছে ন্যস্ত করবে, সে যথাসম্ভব ইমামের আনুগত্য করবে। যদি অন্য কেউ এসে ইমামের সঙ্গে ইমামত নিয়ে দ্বন্দ্ব করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দানে আঘাত করো।'

ফিতনার সময় মৃত্যুর দুআ করার বিধান

ইয়াহইয়া ইবনু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন—

[২৮৪] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২১৫, হাদিস : ২১৮৬।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আবেদন করছি কল্যাণময় কাজ করার তাওফিক, গর্হিত কাজ না করার শক্তি এবং মিসকিনদেরকে ভালোবাসার স্পৃহা। আর যখন তুমি মানুষের মাঝে ফিতনা দেওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন আমাকে ফিতনায় না জড়িয়ে তোমার কাছে তুলে নিয়ো।[২৮৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ .

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়িম হবে না—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষ আরেক মানুষের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ কথা না বলবে যে, হায় আমি যদি তার জায়গায় থাকতাম!' অর্থাৎ জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।[২৮৬]

কষ্ট, ফিতনা এবং বিপদের কারণ

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا .

আমার উম্মত যখন হাত লম্বা করে দম্ভভরে চলবে, রোম ও পারস্যের রাজপতিরা যখন তাদের সেবা করবে, তখন উম্মতের দুষ্ট লোকদেরকে ভালোদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[২৮৭]

---

[২৮৫] *মুয়াত্তা ইমাম মালেক*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৯।
[২৮৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৩, হাদিস : ৬৫৮২; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১২, হাদিস : ৫১৭৫।
[২৮৭] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২১৬, হাদিস : ২১৮৭।

কাইস ইবনু আবু হাজিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলেন, তাঁর স্তুতি গাইলেন, তারপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা এই আয়াত পড়বে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

হে মুমিনগণ, তোমাদের নিজেদের চিন্তা করা আবশ্যক। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৫]

কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ

মানুষ যখন গর্হিত কাজ দেখেও তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে না, তখন আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে তাদেরকে আজাবে গ্রেফতার করেন।[২৮৮]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—"যখন তোমাদের জন্য পারস্য ও রোমের বিজয় দান করা হবে, তখন তোমরা কেমন হবে?

আবদুর রহমান ইবনু আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব।'

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এর বিপরীত হবে, তোমরা (জাগতিক) প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, তারপর পরস্পরে হিংসায় জড়াবে, তারপর একে অপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারপর পরস্পরের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দুর্বল মুহাজিরদের পিছু নেবে। তারপর তোমরা পরস্পরকে ভয় করবে।"[২৮৯]

উসামা ইবনু জাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

---

[২৮৮] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৯, হাদিস :৩৯৯৫।
[২৮৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২১১, হাদিস : ৫২৬২।

আমার অবর্তমানে পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় কোনো ফিতনা রেখে যাচ্ছি না।[২৯০]

আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার একপর্যায়ে বলেছেন—

'দুনিয়া সবুজ মিষ্টি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পশ্চাতে দেখছেন যে, তোমরা কী করো! সাবধান, দুনিয়াকে পরিহার করো এবং নারীদের থেকে দূরে থাকো।'[২৯১]

অন্য বর্ণনায় আছে—

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

দুনিয়া সবুজ মিষ্টি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পশ্চাতে দেখছেন যে, তোমরা কী করো! সাবধান, দুনিয়াকে পরিহার করো এবং নারীদের থেকে দূরে থাকো। কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা নারীসংক্রান্ত।[২৯২]

কাআব ইবনু আয়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.

নিশ্চয় প্রতিটি উম্মতের ফিতনা ছিল, আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো সম্পদ।[২৯৩]

[২৯০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৪১, হাদিস : ৪৭০৬; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২৮৫, হাদিস : ৪৯২৪।

[২৯১] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, হাদিস : ৩৯৯০।

[২৯২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২৮৬, হাদিস : ৪৯২৫।

[২৯৩] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩২৭, হাদিস : ২২৫৮। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—হাদিসটি হাসান, সহিহ, গরিব।

যুদ্ধের লক্ষণসমূহ

আউফ ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলাম, তখন তিনি মাটির একটি কুটিরে অবস্থান করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—

> কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি বিষয় গণনা করবে—আমার মৃত্যু, বাইতুল মাকদিস বিজয়, মুতান নামক মহামারি—ছাগলের সর্দির মতো একটি রোগ, যা তোমাদের অনেককে হত্যা করবে, তারপর অর্থের বন্যা বইবে, মানুষকে একশ দিনার দিলেও অসন্তুষ্ট হবে, তারপর একটি ফিতনা আসবে—যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে, তারপর তোমাদের মাঝে এবং বনি আসফারের (রোমকদের) মাঝে সন্ধি ঘটবে। অতঃপর তারা গাদ্দারি করবে। সুতরাং তারা বারোটি পতাকাতলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, প্রতিটি পতাকাতলে থাকবে বারো হাজার মানুষ।[২৯৪]

রোমের যুদ্ধ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের ঐক্য

আউফ ইবনু মালিক আল-আশজায়ি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[২৯৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪৪৩, হাদিস : ২৯৪০।

تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

তোমাদের মাঝে এবং বনি আসফারের মাঝে সন্ধিচুক্তি হবে। কিন্তু তারা গাদ্দারি করে আশিটি পতাকাতলে জমা হবে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, যার প্রত্যেকটি পতাকাতলে বারো হাজার করে মানুষ থাকবে।[২৯৫]

বাশির ইবনু জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কুফায় লাল বাতাস প্রবাহিত হলো। তখন স্বাভাবিকতার বাইরে একজন লোক এসে বলল, হে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, কিয়ামত এসেছে। বাশির ইবনু জাবির বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ হেলান দিয়ে বসে বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না—যতক্ষণ মিরাস বণ্টনহীন না হয়ে পড়বে এবং গনিমত পাওয়ার পরও আনন্দহীন না থাকবে। তারপর হাত দিয়ে সিরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখানে মুসলিমদের শত্রুরা একত্রিত হবে এবং মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে জমায়েত হবে। আমি বললাম, আপনি কি রোমের কথা বলছেন? তিনি বললেন, হাঁ। সেখানে কঠিন যুদ্ধ হবে। সেখানে মুসলিমরা মৃত্যু শিকারকারী অগ্রগামী সেনাদল প্রেরণ করে, যারা বিজয়ী হয়েই ফেরে। যুদ্ধ করতে করতে একসময় রাত এসে তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। যার কারণে কেউ বিজয়ী হতে পারবে না। মুসলিমদের অগ্রগামী সেনাদল শেষ হয়ে যাবে। তারপর আবার মুসলিমরা মৃত্যু শিকারকারী অগ্রগামী সেনাদল প্রেরণ করবে, যারা বিজয়ী হয়েই ফেরে। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে। যুদ্ধ হতে হতে আবার রাত অন্তরায় সৃষ্টি করবে। উভয় পক্ষের হাতে বিজয় অধরাই থেকে যাবে। মুসলিমদের অগ্রগামী সেনাদল শেষ হয়ে যাবে। মুসলিমরা আবার মৃত্যু শিকারকারী অগ্রগামী সেনাদল প্রেরণ করবে, যারা বিজয়ী না হয়ে ফেরে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করতে থাকবে। উভয় দল বিজয় থেকে দূরে অবস্থান করবে। মুসলিমদের অগ্রণী সেনাদল শেষ হয়ে যাবে। যখন চতুর্থ দিনের সূর্য উদয় হবে, অবশিষ্ট মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর বিপদ চাপিয়ে দেবেন। তারা কঠিন হত্যাযজ্ঞের শিকার হবে। এমন যুদ্ধ কেউ দেখেনি, সামনে দেখবেও না। এমনকি পাখিরাও তাদের শরীর নিয়ে যেতে পারবে না, মরে পড়ে যাবে। সুতরাং বনুল আবকে ফিরিয়ে আনা হবে। যাদের সংখ্যা হবে একশ। অতঃপর তাদের মাঝেও কেবল একজন বাকি থাকবে। তখন কোন গনিমত পেয়ে খুশি হবে, আর কোন মিরাস বণ্টন করবে! অবস্থা যখন এমন ভয়ানক হবে, তখন তারা মুসলিমদের শত্রুদের চেয়েও

[২৯৫] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১১৪, হাদিস : ৪০৮৫।

বড় বিপদের কথা শুনতে পারবে। বিকট চিৎকার হবে। তারপর বললেন, মুসলিমদের এই শত্রুদের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তখন কাফিররা তাদের হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে দাজ্জালকে সম্ভাষণ জানাবে এবং পর্যবেক্ষণকারী দশটি ঘোড়সওয়ার প্রেরণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ

'আমি অবশ্যই জানি তাদের নাম, তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের ঘোড়াগুলোর রঙ। সেদিন তারাই হবে দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম ঘোড়সওয়ার।'[২৯৬]

সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'অতিসত্বর অন্য জাতিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে তোমাদের বিরুদ্ধে আহ্বান করবে, যেমন ভক্ষকদেরকে খাবারের পাত্রের দিকে আহ্বান করা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি জানতে চাইল, আমরা কি সেদিন সংখ্যায় অল্প হব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তোমরা সেদিন অনেক হবে, তবে তোমরা হবে বন্যার পানিতে ভাসমান খড়কুটোর মতো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের প্রভাব ছিনিয়ে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে ওয়াহান ঢুকিয়ে দেবেন। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, ওয়াহান কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দুনিয়ার প্রেম এবং মৃত্যুর ঘৃণা।'[২৯৭]

তুর্কিদের যুদ্ধ এবং তাদের গুণাবলি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوهِ فُطْسَ الْأُنُوفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ.

[২৯৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯০, হাদিস : ৫১৬০।
[২৯৭] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৭১, হাদিস : ৩৭৪৫।

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের শত্রু এবং অনারব কারমান জাতির সঙ্গে যুদ্ধ না করবে, যাদের চেহারা হবে লাল, নাকগুলো হবে চ্যাপ্টা, চোখগুলো হবে ছোট, চেহারাগুলো চামড়ার তৈরি ঢালের মতো এবং জুতাগুলো হবে পশমের।[২৯৮]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ حُمْرُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْآنُفِ .

তোমরা কিয়ামতের পূর্বে এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে—যাদের জুতা হবে পশমের, চেহারা চামড়ার তৈরি ঢালের মতো ও লাল, চোখগুলো হবে ছোট এবং নাকগুলো হবে মোটা।

আরেক বর্ণনায় আছে—

يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ وَيَمْشُونَ فِي الشَّعَرِ .

চুল পরিধান করবে এবং চুলের মধ্যেই চলবে।[২৯৯]

সিরিয়ার ফজিলত

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوبٌ بِهِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ .

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ইতিমধ্যে কিতাবের স্তম্ভ দেখলাম যে, তা আমার মাথার নিচ থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ভাবলাম, কিতাব (কুরআন) নিয়ে যাওয়া হবে! সুতরাং আমি সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যে, সেটি

[২৯৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪২৪, হাদিস : ৩৩২৩।
[২৯৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১২৪, হাদিস : ৫১৮৭।

সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাবধান, ফিতনার প্রাক্কালে ঈমান থাকবে সিরিয়ায়।[৩০০]

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'যুদ্ধের দিনগুলোতে মুসলিমদের তাঁবু হবে মদিনার পাশে একটি নিচু ভূমিতে—যার নাম হবে দামেস্ক। এটি সিরিয়ার শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।'[৩০১]

এই যুদ্ধে আল্লাহর বিশেষ বাহিনী

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ بَعَثَ اللهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا يُؤَيِّدُ اللهُ بِهِمُ الدِّينَ .

যখন যদ্ধ সংঘটিত হবে, আল্লাহ তাআলা একদল মুক্তদাসকে পাঠাবেন, যাদের ঘোড়া হবে আরবের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত, অস্ত্রগুলো হবে সবচেয়ে শক্তিশালী। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে দ্বীনকে শক্তিশালী করবেন।[৩০২]

মদিনা, মক্কা এবং সেগুলোর বিরানভূমি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ .

মুসলিমদের আবাসস্থলের সীমানা ইহাব নামক স্থানে পৌঁছবে।

---

[৩০০] *মুসনাদে আহমদ*, খণ্ড : ৪৪, পৃষ্ঠা : ২০৯, হাদিস : ২০৭৪০। মূল কিতাবে মুসনাদে বাজ্জারের উদ্ধৃতি দেওয়া আছে। আমি সেখানে পাইনি, তাই মুসনাদে আহমদ থেকে উদ্ধৃত করেছি।—অনুবাদক।
[৩০১] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৭৩, হাদিস : ৩৭৪৬।
[৩০২] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ১০৯, হাদিস : ৪০৮০।

জুহাইর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সুহাইলকে বললাম, মদিনা থেকে কতদূর? তিনি বললেন, এত এত মাইল (আরবি পরিভাষায় যার শুরু হয় ২১ থেকে, শেষ হয় ৯৯)।[৩০৩]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> 'শিগগির মুসলিমদেরকে মদিনার কাছে অবরোধ করা হবে। এমনকি তখন তাদের অস্ত্রগুলোই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র।'[৩০৪]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا.
>
> মদিনাকে তারা পূর্বাবত উত্তম অবস্থায় ত্যাগ করবে। সেখানে হিংস্র প্রাণী ছাড়া সবাই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তারপর মুজাইনা গোত্র থেকে দুজন রাখাল মদিনার উদ্দেশে বের হবে। তারা দুজন নিজেদের ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছাগল হিংস্রভাবে আক্রমণ করবে। এমনকি সানিয়্যাতুল ওয়াদায় পৌঁছে তারা উবু হয়ে পড়ে যাবে।[৩০৫]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মদিনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ.
>
> মদিনাকে তার অধিবাসীরা হিংস্র প্রাণীদের জন্যও যে নিরাপদ ছিল—তার চেয়ে উত্তম অবস্থায় রেখে যাবে।[৩০৬]

---

[৩০৩] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৯, হাদিস : ৫১৬৫।
[৩০৪] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩২১, হাদিস : ৩৭০৯।
[৩০৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৪২, হাদিস : ২৪৬২।
[৩০৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৪০, হাদিস : ২৪৬১।

হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত অবধি সংঘটিতব্য সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তবে আমি তাকে প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাকে কোনো প্রশ্ন করিনি, তা হলো—মদিনাবাসীরা মদিনা থেকে কোন কারণে বহির্ভূত হবে!?

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

'কাবাকে নষ্ট করবে ইথিওপিয়ার দুই নলা-বিশিষ্ট একজন মানুষ।'[৩০৭]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যেন আমি দেখছি যে, একজন কালো মানুষ—যার দুই নলার মাঝে দূরত্ব থাকবে, সে কাবা ঘরের একটা একটা পাথর উপড়ে ফেলছে।'[৩০৮]

জ্ঞাতব্য: হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হলো—মদিনা এবং তার অধিবাসীদের জন্য দুআ করতে হবে এবং সেখানে বসবাস করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ .

এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ তার চাচাতো ভাই এবং নিকটাত্মীয়দেরকে ডাকবে—বাতাসের দিকে এসো, বাতাসের দিকে এসো, অথচ মদিনাই তাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা জানত! ওই সত্তার শপথ

---

[৩০৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৬, হাদিস : ৫১৭৯।
[৩০৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১২, হাদিস : ১৪৯২।

যার হাতে আমার প্রাণ! যখনই কোনো মানুষ মদিনা থেকে বিমুখ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, আল্লাহ্ তাআলা তার চেয়ে উত্তম মানুষকে তার স্থলাভিষিক্ত করবেন। সাবধান! মদিনা হলো ভাট্টির মতো—যা নোংরামিকে বের করে দেয়। যতক্ষণ মদিনা তার মাঝের নিকৃষ্ট মানুষগুলোকে বের করে না দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। ঠিক যেমন ভাট্টি লোহার মরিচাকে দূর করে দেয়।[৩০৯]

সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর অকল্যাণ করতে চাইবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে এমনভাবে গলিয়ে ফেলবেন, ঠিক যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।[৩১০]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও এমন বর্ণনা আছে, বরং এমন বর্ণনা অনেক আছে, যেগুলো ইতিপূর্বে আলোচিত হাদিসগুলোর সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোনো সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ, মদিনায় অবস্থান করার উৎসাহ ছিল এমন সময়ে, যখন বিভিন্ন শহর বিজিত হচ্ছিল, কল্যাণ উপচে পড়ছিল। যেমন সুফিয়ান ইবনু আবু জুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

'ইয়ামান বিজিত হবে। সুতরাং একদল মানুষ তাদের পরিবারগুলোকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে নিয়ে সেদিকে যাত্রা করবে, অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণময়—যদি তারা জানত। তারপর সিরিয়া বিজিত হবে এবং মদিনা থেকে একদল মানুষ তাদের পরিবারগুলোকে এবং অনুসারীদেরকে তুলে নিয়ে বের হবে, অথচ মদিনাই তাদের জন্য কল্যাণজনক—যদি তারা জানত। তারপর ইরাক বিজিত হবে, সুতরাং অনেক মানুষ তাদের পরিবারগুলোকে এবং তাদের অনুসারীদেরকে তুলে নিয়ে মদিনা থেকে বের হয়ে যাবে, অথচ মদিনাই ছিল তাদের জন্য কল্যাণকর—যদি তারা জানত।'[৩১১]

---

[৩০৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২৮, হাদিস : ২৪৫১।
[৩১০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৬, হাদিস : ২৪৫৮।
[৩১১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৯, হাদিস : ২৪৬০। হাদিসের আরবি পাঠটি *সহিহ মুসলিম* গ্রন্থের তবে এই অর্থে প্রায় হাদিসের ইমামই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

নোট: বিভিন্ন শহর মুসলিমদের হাতে বিজিত হওয়ার প্রাক্কালে যখন লোকজন সেই শহরগুলোর দিকে হিজরত করছিল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে মদিনায় অবস্থান করার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন। কারণ, মদিনা ছিল অহি স্থির থাকার স্থান এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। সুতরাং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সংশ্রব, তাঁর পবিত্র চেহারার দর্শন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পবিত্র শবদেহের সংশ্রব এবং তাঁর বড়ত্বের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বরকতময়। এজন্যই তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি মদিনার ক্ষুধার কষ্টের ওপর সবর করে মারা যায়, আমি তার জন্য শাফায়াতকারী বা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব; তবে তাকে মুসলিম হতে হবে।'[৩১২]

আরও ইরশাদ করেছেন—

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا.

> যে ব্যক্তি পারবে সে যেন মদিনায় মারা যায়।[৩১৩] কেননা, মদিনায় মৃত্যুবরণকারীর জন্য আমি শাফায়াত করব।[৩১৪]

এটা ছিল মদিনার বসন্তকাল। তারপর যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সেখানে ফিতনা এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া নিন্দিত ছিল না, বরং সেখান থেকে অন্যত্র যাওয়া ছিল ভালো কাজ, মন্দ নয়।

আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস—

مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

> যে ব্যক্তি মদিনাবাসীর অকল্যাণ করতে চাইবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমনভাবে গলিয়ে ফেলবেন, ঠিক যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।[৩১৫]

-এর মর্ম হলো—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়।

যেমন আরেকটি হাদিসে আছে—'যখনই কোনো মানুষ মদিনা থেকে বিমুখ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে উত্তম মানুষকে তার স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

---

[৩১২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১০০, হাদিস : ২৪২৬।
[৩১৩] মূলত হাদিসে মদিনায় মৃত্যু কামনা করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, মৃত্যু তো মানুষের হাতে নেই।
[৩১৪] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৪২৫, হাদিস : ৩৮৫২।
[৩১৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৩৬, হাদিস : ২৪৫৮।

অথচ পরবর্তী সময়ে এমন অনেক সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মদিনা থেকে বের হয়ে গেছেন—যাদের চেয়ে উত্তম বিনিময় আল্লাহ দান করেননি। বোঝা গেল—এটা ছিল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার বিষয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা সর্বদা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অন্যান্য বস্তুর চেয়ে উত্তম হিসেবে রেখে দিয়েছেন। এটা তো পরিষ্কার বিষয়। আরেক হাদিস—

আল্লাহ তাআলা তাকে গলিয়ে ফেলবেন।

-এর মর্ম এও হতে পারে যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়ে যাবে।
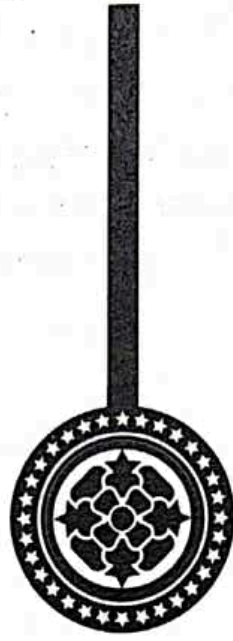
ইমাম মাহদি এবং শেষ জামানা

আবু নাজরাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা হজরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন, অতিসত্বর ইরাকবাসীর কাছে এক কাফিজ (একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ) খাবার এবং এক দিরহাম অর্থও আসবে না। আমরা বললাম, কোন দিক থেকে বন্ধ হবে? তিনি বললেন, অনারবরা তা আটকে দেবে। তারপর বললেন, অতিসত্বর সিরিয়াবাসীর কাছে একটি দিনার এবং এক মুদ খাবারও আসবে না। আমরা বললাম, কোন দিক থেকে বন্ধ হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক থেকে আটকানো হবে। অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا .

> আমার উম্মতের শেষ জামানায় এমন খলিফা হবে, যে অর্থ দূরে নিক্ষেপ করবে, গুনেও দেখবে না।

আবু নাজরাহ এবং আবুল আলাকে বলা হলো—আপনারা কি মনে করেন যে, তিনি উমর ইবনু আবদুল আজিজ? তারা বললেন, না।'[৩১৬]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৩১৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১২৬, হাদিস : ৫১৮৯।

> الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ.
>
> মাহদি হবে আমার বংশ থেকে। চেহারা হবে জ্যোতির্ময়, নাক হবে তীক্ষ্ণ। গোটা বিশ্বে ইনসাফ ও ভারসাম্যতা প্রতিষ্ঠা করবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে জুলুম ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ ছিল। সে সাত বছর রাজত্ব করবে।[৩১৭]

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'যদি দুনিয়ার মাত্র একটি দিনও বাকি থাকবে (বর্ণনাকারী জায়িদাহ বলেছেন), আল্লাহ তাআলা সেই দিনটিকে সুদীর্ঘ করবেন। তারপর এভাবেই চলতে থাকবে। একপর্যায়ে সেখানে আল্লাহ তাআলা আমার থেকে অথবা আমার বংশ থেকেই একজন মানুষকে পাঠাবেন, যার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে।'[৩১৮]

ইস্তাম্বুল বিজয় এবং হজরত ইসা আলাইহিস সালাম

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'যতক্ষণ পর্যন্ত রোম আমাক/দাবিক-এ (যুদ্ধের জন্য) অবতরণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন তাদের মোকাবিলা করার জন্য মদিনা থেকে একটি বাহিনী যাত্রা করবে। যারা তখন হবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। যখন তারা কাতারবন্দি হবে, রোম বলবে, আমাদের মাঝ থেকে আমাদের মধ্য থেকে যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে—তাদের মাঝ থেকে তোমরা সরে যাও, আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তখন মুসলিমরা বলবে, আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের ও আমাদের ভাইদের মাঝখান থেকে সরে যাব না। সুতরাং মুসলিমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে এক তৃতীয়াংশ পরাজিত হবে—যাদের তাওবা আল্লাহ কখনো কবুল করবেন না। এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা হবে আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম শহিদ। আর এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে, যারা কখনো ফিতনায় নিপতিত হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। যখন তারা গনিমত বণ্টন করবে, তাদের তলোয়ারগুলোকে জাইতুন বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখবে। হঠাৎ শয়তান তাদের মাঝে চিৎকার করে বলবে, দাজ্জাল তোমাদের অবর্তমানে তোমাদের পরিবারে হামলা করেছে। সুতরাং তারা পরিবারের দিকে যাত্রা করবে। অথচ

[৩১৭] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৫৬, হাদিস : ৩৭৩৬।
[৩১৮] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৫৩, হাদিস : ৩৭৩৩।

শয়তানের এই কথাটি ছিল মিথ্যা। তারা যখন যাত্রা করে সিরিয়ায় পৌঁছে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, কাতারবন্দি হবে, তখন নামাজের ইকামত বলা হবে। ঠিক সেসময় হজরত ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম অবতরণ করবেন এবং তাদের ইমামতি করবেন। যখন হজরত ইসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর শত্রু দেখবে, তখন ঠিক এমনভাবে গলে যাবে যেভাবে পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ইসা আলাইহিস সালাম তাকে ছেড়েও দিতেন, তবুও সে গলে ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে হজরত ইসা আলাইহিস সালামের হাতে হত্যা করবেন। তারপর ইসা আলাইহিস সালাম নিজের বর্শার মাথায় দাজ্জালের রক্ত তাদের বাহিনীকে দেখাবেন।'[৩১৯]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'তোমরা একটি শহর সম্পর্কে শুনে থাকবে—যার এক প্রান্ত স্থলভাগ এবং আরেক প্রান্ত জলভাগ—সমুদ্র। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যতক্ষণ সেখানে সত্তর হাজার বনি ইসহাক যুদ্ধ না করবে—ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তারা সেখানে এসে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং তিরও বর্ষণ করবে না। তারা বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। সঙ্গে সঙ্গে শহরটির এক প্রান্তের পতন ঘটবে। সাওর বলেন, আমার জানা মতে সামুদ্রিক অংশের কথাই বলেছেন। তারপর দ্বিতীয়বার বলবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। অতঃপর তাদের জন্য শহর খুলে দেওয়া হবে, সুতরাং তারা শহরে প্রবেশ পূর্বক যখন গনিমত বণ্টন করবে, ঠিক সেসময় তাদের কানে একটি চিৎকারের আওয়াজ আসবে, যাতে বলা হবে, দাজ্জাল বের হয়েছে। সুতরাং তারা সবকিছু ফেলে রেখে ফিরে যাবে।'[৩২০]

[৩১৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮৫, হাদিস : ৫১৫৭।
[৩২০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৩৬, হাদিস : ৫১৯৯।

মহাপ্রলয়
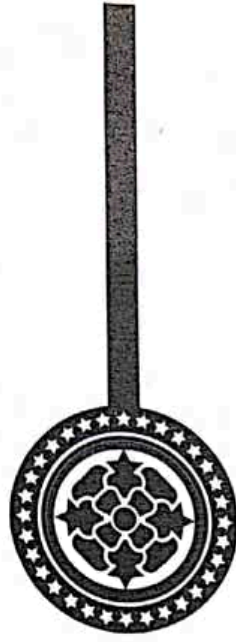
মহাপ্রলয়

কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তাআলা-ই ভালো জানেন। হাদিসে জিবরিলে বর্ণিত আছে—

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

এ-বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশি জানে না।[৩২১]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোকে আগে উল্লেখ করার এবং সেগুলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার হিকমত হলো—মানুষকে তাদের উদাসীনতা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং তাদেরকে নিজের ব্যাপারে সচেতন হয়ে তাওবার প্রতি এবং আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার দিকে আকৃষ্ট করা। যেন তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেড়াজালে পড়ে থেকে নিজেদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সম্পর্কে গাফিল না থাকে। তাই মানুষের কর্তব্য হলো—কিয়ামতের আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের প্রতি নজর দেওয়া, দুনিয়া থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এবং প্রতিশ্রুত কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহই ভালো জানেন।

কিয়ামত খুব সন্নিকটে

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

---

[৩২১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ৯।

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

আমি এবং কিয়ামত এভাবে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে মিলিয়ে ধরলেন।[৩২২]

কিয়ামত অতি নিকটে এবং তা খুব দ্রুতই সংঘটিত হবে। ঠিক যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا.

কিয়ামতের আলামতগুলো চলে এসেছে। [সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ.

কিয়ামতের ব্যাপার তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। [সুরা নাহাল, আয়াত : ৭৭]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ.

মানুষের হিসাব অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়েছে। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ.

কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। [সুরা কামার, আয়াত : ১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ.

আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব, এর জন্যে তাড়াহুড়া করো না। [সুরা নাহাল, আয়াত : ১]

ইমাম জাহ্হাক এবং হাসান রাহিমাহুল্লাহুমা বলেছেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো—হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

---

[৩২২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৯, হাদিস : ১৪৩৫।

জ্ঞাতব্য: যদি প্রশ্ন করা হয়, হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামের কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—'প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানে না।' এই হাদিসটি প্রমাণ করে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন না। আর—'আমি এবং কিয়ামত এভাবে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলকে মিলিয়ে ধরলেন' হাদিসটি প্রমাণ করে, তিনি কিয়ামত সম্পর্কে জানতেন। দুই হাদিসের মাঝের এই সাংঘর্ষিকতা কীভাবে নিরসন করা হবে?

জবাবে বলা হবে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম হাদিসটির পক্ষে দলিল হলো এই আয়াতটি—

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ .

বলো, কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৭] অন্য কেউ এ-বিষয়ে জানে না।

আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় হাদিস—'আমি এবং কিয়ামত এভাবে এসেছি'-এর মর্ম হলো—আমিই শেষ নবি, কিয়ামতের মাঝে ও আমার মাঝে অন্য কেউ অন্তরায় হবে না। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দুটি যেমন অন্তরায়মুক্ত, মাঝখানে কোনো আঙুল নেই, ঠিক তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝে কোনো নবি অন্তরায় হবে না। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে জানতেন। তবে কিয়ামত অত্যাসন্ন। কারণ, কিয়ামতের আলামতগুলো একের পর এক প্রকাশ হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারিমে কিয়ামতের আলামত যে অনেক—সে বিষয়ে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا .

কিয়ামতের আলামতগুলো চলে এসেছে। [সুরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮]

অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতগুলো অত্যাসন্ন, যার প্রথমটি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ, তিনিই শেষ জামানার নবি। তিনি যখন প্রেরিত হয়েছেন, এদিকে তাঁর মাঝে ও কিয়ামতের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই, বোঝা গেল—কিয়ামতও বেশি দূরে নেই। এরপর কিয়ামতের নিকটবর্তী আরেকটি আলামতের কথা বলেছেন—

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا .

দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে।[৩২৩]

[৩২৩] সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ৯।

কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘটিতব্য বিষয়াবলি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যতক্ষণ পর্যন্ত বিশাল দুটি দল যুদ্ধ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। উভয় দলের দাবি হবে একটি; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন প্রতারক মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ না করবে, যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে—সে আল্লাহর রাসুল; যতক্ষণ পর্যন্ত ইলম উঠিয়ে না নেওয়া হবে এবং অধিক পরিমাণ ভূমিকম্প না হবে, সময় খুব দ্রুত অতিক্রান্ত না হবে, যতক্ষণ ফিতনা প্রকাশ না হবে, যতক্ষণ অধিক হারে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত না হবে; যতক্ষণ তোমাদের মাঝে অর্থের আধিক্য ও অপব্যয় না ঘটবে, যতক্ষণ বিত্তশালী ব্যক্তি এই চিন্তায় না পড়বে যে, তার সাদাকাহ গ্রহণ করবে, এমনকি সে কাউকে সাদাকাহ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাবে, আর সে বলবে, আমার এই অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই; যতক্ষণ মানুষ অট্টালিকা নিয়ে গর্ব না করবে, যতক্ষণ মানুষ আরেকজনের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ কথা না বলবে যে, হায়, আমি যদি তার স্থানে হতাম এবং যতক্ষণ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং ঈমানদার মানুষেরা তা দেখার জন্য জমায়েত হবে, সেটি হবে এমন মুহূর্ত—যার ব্যাপারে কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا 'ইতিপূর্বে যারা ঈমান গ্রহণ করেনি বা ঈমান অবস্থায় কল্যাণ অর্জন করেনি, এখন ঈমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না।' কিয়ামত এমন সময় কায়িম হবে, যখন দুজন মানুষ তাদের মাঝে কাপড়ে বিছিয়ে দেবে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না এবং সেগুলো গুছিয়েও নিতে পারবে না। কিয়ামত এমন সময় সংঘটিত হবে, যখন মানুষ দুধভরা উটনির দুধ পান করতে চাইবে, কিন্তু পান করতে পারবে না। কিয়ামত এমন সময় সংঘটিত হবে, যখন মানুষ উপযোগী হাউজের কাছে যাবে, কিন্তু পান করতে পারবে না এবং কিয়ামত এমন সময় সংঘটিত হবে, মানুষ খাবারের লোকমা মুখ পর্যন্ত ওঠাবে, কিন্তু খেতে পারবে না।'[৩২৪]

নোট: উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এই মোট তেরোটি আলামত। যেগুলোকে হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি মাত্র হাদিসে একত্রিত করেছেন। এরপর আলামতগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করার জন্য অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময়ের অপচয়, দ্বীনের

[৩২৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ২১, হাদিস : ৬৫৮৮।

বিকৃতি এবং ঈমান ধ্বংস হওয়ার যে সতর্ক বাণীগুলো উচ্চারণ করেছেন, সেগুলোর ভ্রান্ত ব্যাখ্যার যেমন প্রয়োজন থাকে না, ঠিক তেমনিভাবে কিয়ামতের আলামতসংক্রান্ত মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করারও অবকাশ থাকে না।

তো তেরোটি আলামতের অনেকগুলোই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে প্রথম প্রকাশিত আলামতটি হলো—'যতক্ষণ পর্যন্ত বিশাল দুটি দল যুদ্ধ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না; উভয় দলের দাবি হবে একটি'-দ্বারা উদ্দেশ্য হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধ।

দ্বিতীয় প্রকাশিত আলামতটি হলো—'প্রায় ত্রিশজন প্রতারক মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ না করবে—যাদের প্রত্যেকেই দাবি করবে—সে আল্লাহর রাসুল।'

তৃতীয় প্রকাশিত আলামতটি হলো—'ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, তার ওপর আমল করারও বিষয়টিও উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং কেবল তার প্রথাগুলোই বাকি থাকবে।'

চতুর্থ প্রকাশিত আলামতটি হলো—'সময় খুব দ্রুত অতিক্রান্ত হবে'-এর মর্ম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। একটি মত হলো—দ্বীন মানার ক্ষেত্রে মানুষ পিছিয়ে যাবে। এমনকি তাদের মাঝে সৎকাজের নির্দেশকারী এবং অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদানকারী থাকবে না, যেমন বর্তমানে হচ্ছে। যার কারণ, পাপাচার এবং পাপীদের জয়জয়কার।

পঞ্চম প্রকাশিত আলামতটি হলো—'মানুষ অট্টালিকা নিয়ে গর্ব করবে।' বিষয়টি এত পরিষ্কার যে, এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠ প্রকাশিত আলামত হলো—'মানুষ আরেকজনের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ কথা বলবে যে, হায়! আমি যদি তার স্থানে হতাম!' কারণ, তখন সে বিশালাকারের বিপদ, শত্রুদের দৌরাত্ম, দায়িত্বশীলদের প্রতারণা, মূর্খদের নেতৃত্ব, ওলামায়ে কেরামের নিষ্প্রভতা, সংবিধানের ওপর বাতিলের দখলদারত্ব, জুলুমের ব্যাপকতা, গুনাহের বিস্তার, মানুষের সম্পদে হারামের দাপট এবং সম্পদ, জীবন ও সামানাদির ওপর অন্যায় আধিপত্য দেখবে।

আরও কিছু আলামত

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ .

> যতক্ষণ পর্যন্ত দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব জুলখালাসা প্রতিমার কাছে ঘর্ষিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। জুলখালাসাহ একটি মূর্তি ছিল, দাওস গোত্রের লোকজন জাহেলি যুগে তাবালা নামক স্থানে এর উপাসনা করত।[৩২৫]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই আরও বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ .

> যতক্ষণ পর্যন্ত জাহজাহ নামক একটি মানুষ রাজা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাত ও দিন আপন গতিতেই চলবে।[৩২৬]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাহতান গোত্রের একজন মানুষ লোকজনকে তার লাঠি দ্বারা পরিচালিত না করবে।'[৩২৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى .

> ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ হিজাজ ভূমি থেকে এমন একটি আগুণ বের না হবে, যা বসরার উটের গর্দানগুলো আলোকিত করবে।[৩২৮]

---

[৩২৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০৯, হাদিস : ৫১৭৩।
[৩২৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১২০, হাদিস : ৫১৮৩।
[৩২৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৪১, হাদিস : ৩২৫৬; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১৯, হাদিস : ৫১৮২।
[৩২৮] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৮, হাদিস : ৬৫৮৫; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৭, হাদিস : ৫১৬৪।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'হাজারামাউত থেকে বা হাজারামাউতের সমুদ্রের দিক থেকে কিয়ামতের আগে একটি আগুন বের হয়ে তা মানুষদেরকে একত্রিত করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে উপলক্ষ্যে আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশনা দেবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সিরিয়ায় যাবে।'[৩২৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ .

কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো—একটি আগুন, যা মানুষদেরকে পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে জমায়েত করবে।[৩৩০]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا .

যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ বেশি এবং স্ফীত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। এমনকি তখন মানুষ তার সম্পদের জাকাত বের করবে, কিন্তু জাকাত গ্রহণ করার মতো কোনো মানুষ পাবে না। বরং একপর্যায়ে আরবভূখণ্ড উন্নতি এবং নদীর দেশে রূপান্তরিত হবে।[৩৩১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

---

[৩২৯] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৫৩, হাদিস : ২১৪৩।
[৩৩০] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৩০৮২।
[৩৩১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৬, হাদিস : ১৬৮১।

কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্য হতে ইলম কমে যাবে, মূর্খতা অধিক হবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, নারী বেশি হবে, পুরুষ হ্রাস পাবে, এমনকি একজন কর্তা পুরুষের বিপরীতে পঞ্চাশজন নারী হবে।[৩৩২]

আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন একটি সময় আসবে, একজন মানুষ যখন স্বর্ণ দ্বারা সাদাকা দেওয়ার জন্য ঘুরবে, কিন্তু গ্রহণ করার মতো কোনো মানুষ পাবে না। আরও দেখা যাবে যে, চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের পিছু পিছু ঘুরবে তার কাছে স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। কারণ, পুরুষ হবে কম এবং নারী হবে বেশি।'[৩৩৩]

নোট: হাদিসের ভাষ্য—'চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের পিছু পিছু ঘুরবে'-এর কারণ হলো—যুদ্ধে পুরুষেরা নিহত হবে, আর নারীরা স্বামীশূন্য থেকে যাবে। সুতরাং তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য একেকজন পুরুষকে গ্রহণ করবে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে যে—'এমনকি একজন কর্তা পুরুষের বিপরীতে পঞ্চাশজন নারী হবে।' যেই একজন পুরুষ পঞ্চাশজন নারীর দেখাশোনা করবে, তাদের ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেনের দায়িত্ব পালন করবে।

কীভাবে ইলম তুলে নেওয়া হবে

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ اللهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ .

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইলম দান করার পর ছিনিয়ে নেবেন না, তবে উলামায়ে কিরামকে তাদের ইলমসহ তুলে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ ইলমকে তুলে নেবেন। সুতরাং মানুষ মূর্খ হয়ে থাকবে। তাদের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা হবে, তারা নিজেদের মন মতো ফতওয়া প্রদান করবে। যার কারণে অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে এবং নিজেরাও গোমরাহ হবে।[৩৩৪]

[৩৩২] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৪, হাদিস : ৭৯।
[৩৩৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৫, হাদিস : ১৬৮০।
[৩৩৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ২৭৯, হাদিস : ৬৭৬৩।

অন্য এক বর্ণনায় আছে এভাবে—

فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

সুতরাং যখন আল্লাহ কোনো আলিমকে রাখবেন না, তখন মানুষেরা জাহেলদেরকে (দ্বীনি বিষয়েও) নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে (দ্বীনের বিধান) জিজ্ঞেস করা হবে। তারাও ইলম ছাড়া ফতওয়া দিয়ে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।[৩৩৫]

জমিন তার গর্ভস্থ খনিজ সম্পদগুলো বের করে দেবে

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'অচিরেই ফুরাত নদী স্বর্ণের খনি উন্মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সেখানে যাবে, সে যেন তা গ্রহণ না করে।'[৩৩৬]

আরেক বর্ণনায় আছে—

يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو .

সেখানে মানুষেরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সুতরাং প্রতি একশ থেকে নিরানব্বইজন নিহত হবে এবং প্রত্যেকেই বলবে, হয়তো আমিই হব মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[৩৩৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'জমিন তার গর্ভে থাকা খুঁটি সদৃশ স্বর্ণ ও রূপার খনিসমূহ (মূল্যবান সম্পদ) বমি (বের) করে দেবে। তখন হত্যাকারী এসে বলবে, আমি তো এই সম্পদের জন্যই হত্যা করেছি। আত্মীয়তা ছিন্নকারী এসে বলবে, আমি তো এর জন্যই সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।

---

[৩৩৫] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০, হাদিস : ৫১। শব্দের সামান্য হ্রাসবৃদ্ধিসহ *মুসনাদু আহমাদেও* বর্ণিত আছে।—খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ২৬০, হাদিস : ৬২২২।

[৩৩৬] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৯, হাদিস : ৬৫৮৬; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৮০, হাদিস : ৫১৫৩।

[৩৩৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৭৯, হাদিস : ৫১৫২।

চোর এসে বলবে, এই সম্পদের জন্যই আমার হস্ত কর্তন করা হয়েছে। তারপর তারা সকলেই অর্থকে পরিত্যাগ করবে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।' ইমাম তিরমিজি চোর ও হস্ত কর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করেননি।[৩৩৮]

শেষ জামানার শাসকদের গুণাবলি

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসে ছিলাম, তখন তিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক গ্রাম্য লোক এসেই প্রশ্ন করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আলোচনাতেই ব্যস্ত থাকলেন। উপস্থিতিদের কেউ বলল, তার কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনেছেন এবং তার কথা অপছন্দ করেছেন। অন্য একজন বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শোনেননি। একপর্যায়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন—

أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ .

কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিটি কোথায়?

সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এই যে এখানে আমি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

যখন আমানত নষ্ট হবে, তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকো।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, কীভাবে আমানত নষ্ট করা হয়? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ.

যখন কোনো বিষয় অযোগ্যের কাছে ন্যস্ত করা হয়, তখন কিয়ামতের অপেক্ষায় থাকো। [৩৩৯]

---

[৩৩৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৮৮, হাদিস : ১৬৮৩। ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান গরিব বলেছেন।

[৩৩৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৩, হাদিস : ৫৭।

নোট: হাদিসের শেষাংশটুকুর মর্ম হলো—দায়িত্ব অযোগ্যের কাছে সঁপে দেবে, তার ওপর আস্থাভাজন হবে এবং তার গলায় ক্ষমতার সম্মানের মালা পরাবে। যেমন আমাদের যুগে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের ওপর ইমাম ও শাসকদেরকে দায়িত্বশীল বানিয়েছেন এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। প্রমাণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা সকলেই নিজের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে।

সুতরাং জনগণের জন্য সমীচীন হলো, দ্বীনদার, আমানতদার এবং উম্মতের ওপর হিতৈষী লোকদেরকে দায়িত্বশীল বানাবে। যখনই জনগণ দ্বীনহীন লোককে সম্মানের মালা পরিধান করাবে, তারা অবশ্যই আমানতকে নষ্ট করবে—যা আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ফরজ করে দিয়েছেন।

হাদিসে জিবরিলের বিশাল পাঠের মাঝে এই অংশটুকুও উল্লেখ করেছেন—

'হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে আপনি কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। নবিজি বললেন, জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞেসকৃত ব্যক্তি বেশি জানে না। হজরত জিবরিল আবার বললেন, আমাকে কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বলুন। নবিজি বললেন, দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে, তুমি দেখবে—নগ্নপদ, বস্ত্রহীন এবং নিঃস্ব ছাগলের রাখালেরা অট্টালিকা তৈরি করে গর্ব করবে।'[৩৪০]

আরেক বর্ণনায় আছে—'যখন তুমি দেখবে—নারী তার মনিবকে জন্ম দেবে, সেটা হবে কিয়ামতের একটি আলামত। যখন দেখবে—নগ্নপদ, বস্ত্রহীন, বধির এবং মূক দুনিয়ার বাদশাহি করবে, সেটাও হবে কিয়ামতের আলামত।'[৩৪১]

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ .

যতক্ষণ বংশীয়ভাবে অসভ্য (দাসেরা) সৌভাগ্যবান বলে বিবেচিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[৩৪২]

---

[৩৪০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৭, হাদিস : ৯।
[৩৪১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৯, হাদিস : ১১।

আবু মালিক আল-আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ .

আমার উম্মতের অনেক মানুষ মদ পান করবে, কিন্তু সেগুলোকে তার মূল নাম ছাড়া অন্যান্য নামে নামকরণ করবে। সেখানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হবে এবং গানের আয়োজন করা হবে। আল্লাহ তাদেরকেসহ জমিনকে বিধ্বস্ত করবেন এবং তাদের মধ্য থেকে অনেককে বাঁদর ও শূকরে বিকৃত করবেন।[৩৪৩]

আবু মালিক আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন—

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে—যারা নারীর যৌনাঙ্গ, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। কিছু মানুষ একটি উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা বিরতি করবে। সেখানকার এক রাখাল রাতের বেলা তাদের কাছে কোনো প্রয়োজনে আসবে। তারা বলবে, আগামীকাল এসো। আল্লাহ তাআলা রাতেই তাদের ওপর গজব নাজিল করবেন, পাহাড়কে বিধ্বস্ত করবেন এবং অন্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বাঁদর ও শূকরে বিকৃত করবেন।[৩৪৪]

---

[৩৪২] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৪০, হাদিস : ২১৩৫।
[৩৪৩] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৬, হাদিস : ৪০১০।
[৩৪৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ২৯৮।

কলব থেকে আমানত ও ঈমান উঠে যাবে

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি একটির বাস্তবতা দেখেছি এবং আরেকটির অপেক্ষায় আছে। তিনি আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন—

أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ .

> আমানত মানুষের হৃদয়ের মধ্যখানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর কুরআন কারিম অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তারা কুরআন জেনেছে এবং সুন্নাহ বুঝেছে।

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়ার হাদিস বলেছেন, "মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে, তখন হঠাৎ করে তার কলব থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। যার প্রতিক্রিয়া হবে হালকা দাগের মতো। তারপর আবার ঘুমাবে, তখন আবার আমানত তুলে নেওয়া হবে। সুতরাং চিহ্ন হবে ফোসকা পড়ার মতো, ঠিক যেমন আপনার পায়ে অঙ্গার জ্বালিয়ে দিলে ফোসকা পড়ে, অতঃপর আপনি দেখেন যে, ক্ষতস্থান গভীর হয়ে গেছে—যার ভেতরে কোনো কিছু থাকে না। এরপর মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করে, কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করতে পারে না। এমনকি তখন বলা হয় যে, অমুক গোত্রে আমানতদার মানুষ আছে। এমনকি তখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়, সে কতই না বাহাদুর, কতই না বিচক্ষণ এবং কতই না জ্ঞানী। কিন্তু তার হৃদয়ে দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না।"

বর্ণনাকারী বলেন—আমার সামনে এমন একটি সময় এসেছিল, তোমাদের যে কারও হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে কোনো পরোয়া করতাম না। যদি সে মুসলিম হয়, তাহলে সে আমার সঙ্গে দ্বীনদারিমূলক আচরণ করবে। আর যদি খ্রিষ্টান বা ইহুদি হয়, তাহলে সে আমার সঙ্গে সাধ্যমতো ভালো আচরণ করবে। কিন্তু আজকে তোমাদের মাঝে থেকে আমি কেবল অমুক ও অমুকের হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করতে পারি।'[৩৪৫]

ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে

জিয়াদ ইবনু লাবিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো একটি বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন,

---

[৩৪৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৫০, হাদিস : ৬০১৬।

ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا .

এটা হবে ইলম চলে যাওয়ার প্রাক্কালে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কুরআন কীভাবে চলে যাবে—অথচ আমরা কুরআন পড়ব, আমাদের সন্তানদেরকে পড়াব, তারা তাদের সন্তানদেরকে পড়াবে, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিয়াদ, তুমি এটা কী বলছ! আমি তোমাকে মদিনার সবচেয়ে বুঝমান মানুষদের অন্যতম মনে করি! আচ্ছা, এই যে ইহুদি ও খ্রিষ্টান—তারা কি তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়ে না? কিন্তু তারা এর অন্তর্নিহিত বিষয়াবলি সম্পর্কে জানে না। (মুসলিমদের অবস্থাও হবে তথৈবচ।)[৩৪৬]

ইসলামের পঠন-পাঠন সত্ত্বেও কুরআনের বিদায়

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا فَقَالَ لَهُ صِلَةُ مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدَّهَا

[৩৪৬] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৫৮, হাদিস : ৪০৩৮।

عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ

يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا .

ইসলামের প্রথাগত পাঠ চলবে, ঠিক যেমন (পুরাতন) কাপড়কে রঙচঙে করা হয়। এমনকি (ভারসাম্যহীন ইসলামি পাঠের কারণে অবস্থান এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে যে,) বোঝা যাবে না যে, রোজা কী, নামাজ কী, কুরবানি কী এবং সাদাকাহ কী!!! রাতে আল্লাহ তাআলার কিতাবের পঠন-পাঠন চলবে। একপর্যায়ে জমিনে একটি আয়াতও থাকবে না। মানুষের মাঝে কিছু বৃদ্ধ মানুষ থাকবে। তারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই কালিমার ওপর পেয়েছি 'আল্লাহই একমাত্র ইলাহ', সুতরাং আমরা সেটা বলব। তখন সিলাহ তাকে বলল, যারা জানে না যে, নামাজ কী, রোজা কী, কুরবানি কী এবং সাদাকাহ কী—তাদের জন্য এই কালিমাটি কি কোনো উপকারে আসবে না? হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর সিলাহ কথাটি তিনবার বলল। হজরত হুজাইফা তিনবরাই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর তার দিকে মুখ করে হজরত হুজাইফা তিনবার বললেন, হে সিলাহ! কালিমাটি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে।[৩৪৭]

[৩৪৭] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৫৯, হাদিস : ৪০৩৯।
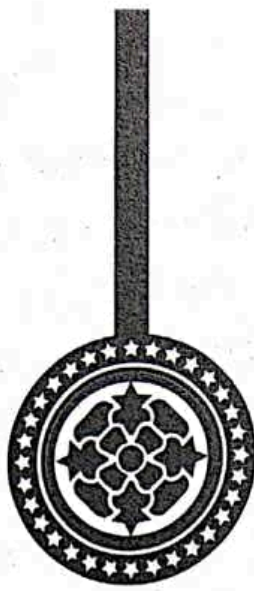
কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য অন্যতম ও শেষ দশটি আলামত

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কক্ষ থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, তখন আমরা কিয়ামত বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.

দশটি আলামত পাওয়া না গেলে কিয়ামত হবে না—পুবে একটি ভূমিধস, পশ্চিমে একটি ভূমিধস, জাযিরাতুল আরবে একটি ভূমিধস, ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ—জমিনের একটি প্রাণী, ইয়াজুজ-মাজুজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় এবং আদন শহরের একটি গর্ত থেকে আগুন বের হবে যা মানুষকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে।[৩৪৮]

[৩৪৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৫, হাদিস : ৫১৬৩।

অন্য বর্ণনায় আছে—

تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا.

আগুন মানুষের সঙ্গে রাত কাটাবে—যেখানে তারা রাত যাপন করবে, যেখানে তারা বিশ্রাম করবে—তাদের সঙ্গে বিশ্রাম করবে, যেখানে তারা সকাল করবে—তাদের সঙ্গে সকাল করবে এবং তাদের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাবে—যেখানে তারা সন্ধ্যা কাটাবে।[৩৪৯]

অন্য বর্ণনায় আছে—

'কিয়ামতের পূর্বে দশটি আলামত যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। অতঃপর বললেন, ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, তিনটি ভূমিধস—একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে ও একটি জাজিরাতুল আরবে এবং ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হবে—যা মানুষকে তাদের জমায়েত হওয়ার স্থানে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।'[৩৫০]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'কিয়ামতের প্রথম আলামত হলো একটি আগুন—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে নিয়ে গিয়ে জমায়েত করবে।'[৩৫১]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস শুনেছি, যা পরবর্তী সময়ে ভুলিনি। আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—'কিয়ামতের আলামতগুলোর মাঝে প্রথম প্রকাশ পাবে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং দুপুরের সময় মানুষের সামনে দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ করা। দুটির মধ্যে যেটিই আগে হবে, পরেরটি তারপর তৎক্ষণাৎ হবে।'[৩৫২]

হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মক্কা বিনষ্ট হবে এমন একজন হাবশির হাতে—যার দুই পায়ের নলার মাঝে

---

[৩৪৯] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৮, হাদিস : ৫১০৫।
[৩৫০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৪, হাদিস : ৫১৬২।
[৩৫১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৩০৮২।
[৩৫২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৬, হাদিস : ৫২৩৪।

ঈষৎ ফাঁকা থাকবে, চোখ দুটো নীল হবে, নাক হবে ঝুঁকে পড়া, পেট হবে বড়। তার অনেক সাথি থাকবে। তারা কাবা ঘরের একেকটি ইট ভাঙবে। তারা সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেবে।'[৩৫৩]

'সেসময় কয়েকটি উদ্ভট আলামত প্রকাশিত হবে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তারপর দাজ্জাল বের হবে, তারপর ইয়াজুজ-মাজুজ এবং তারপর দাব্বাহ-প্রাণী বের হবে।'

হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কামরায় ছিলেন। আমরা তার পাশেই বাইরে ছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি উঁকি দিয়ে বললেন, তোমরা কী আলোচনা করছ? আমরা বললাম, কিয়ামতের। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

> إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ.
>
> দশটি আলামত পাওয়া না গেলে কিয়ামত হবে না—পূর্বে একটি ভূমিধস, পশ্চিমে একটি ভূমিধস, জাযিরাতুল আরবে একটি ভূমিধস, ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ বা জমিনের একটি প্রাণী, ইয়াজুজ-মাজুজ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় এবং আদন শহরের একটি গর্ত থেকে আগুন বের হবে, যা মানুষকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে।[৩৫৪]

কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেছেন, দশম আলামত হলো হজরত ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের অবতরণ। কেউ কেউ বলেছেন—

وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ.

একটি বাতাস—যা মানুষকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে।[৩৫৫]

তো এই বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম আলামতগুলো হবে তিনটি ভূমিধস।

---

[৩৫৩] *উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৫১।
[৩৫৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৫, হাদিস : ৫১৬৩।
[৩৫৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৯৫।

ভূমিধস

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আনাস!

إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوْ الْبُصَيْرَةُ فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتَهَا فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكِلَاءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ.

মানুষ অনেক শহর প্রতিষ্ঠা করবে, সেগুলোর মধ্য থেকে একটি শহরের নাম হবে বাসরা বা বুসাইরা। যদি তুমি শহরটি অতিক্রম করো বা সেই শহরে প্রবেশ করো, তাহলে তুমি নিজেকে সেই শহরের বিরানভূমি থেকে, সেখানকার ঘাস থেকে, সেখানকার বাজার থেকে এবং সেখানকার আমিরদের দরজা থেকে নিজেকে দূরে রাখবে এবং শহরতলিতে অবস্থান করবে। কারণ, সেখানে ভূমিধস ঘটবে, (মাটি তার পেটের বস্তু বাইরে) নিক্ষেপ করবে, ঝাঁকুনি হবে এবং একটি গোষ্ঠী বানর ও শূকরে পরিণত হবে।[৩৫৬]

হজরত নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে এসে বলল, "অমুক আপনাকে সালাম দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, সে বিদআতি। আর যে ব্যক্তি বিদআতি—তার পক্ষ থেকে আমাকে সালাম দিয়ো না। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—আমার উম্মতের মাঝে বা এই উম্মতের মাঝে বিকৃতি, ভূমিধস এবং নিক্ষেপণ সংঘটিত হবে।"[৩৫৭]

জারির ইবনু আবদুল্লাহ বাজালি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُبْنَى مَدِينَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلٍ وَقُطْرُبُّلَ وَالصَّرَاةِ، يَجْتَمِعُ فِيهَا جَبَابِرَةُ الْأَرْضِ تُجْبَى إِلَيْهَا الْخَزَائِنُ يُخْسَفُ بِهَا- وَفِي رِوَايَةٍ بِأَهْلِهَا- فَلَهِيَ أَسْرَعُ ذَهَابًا فِي الْأَرْضِ مِنَ الْوَتَدِ الْجَيِّدِ فِي الْأَرْضِ الرِّخْوَةِ.

---

[৩৫৬] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৮৪, হাদিস : ৩৭৫৩।
[৩৫৭] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৭৪, হাদিস : ৪০৫১।

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজলা ও দাজিলের মাঝে এবং কুতরাবুল ও সুররা (ফুরাতের) মাঝে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে দুনিয়ার জালিমেরা একত্রিত হবে। ধনভান্ডারগুলো তাদের কাছে চলে যাবে, সেগুলোসহ ওই শহরটিকে বিধ্বস্ত করা হবে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, শহরটি তার অধিবাসীদেরকে নিয়ে বিধ্বস্ত হবে। এই বিধ্বস্তের গতি হবে নম্র জমিনে শক্ত খুঁটির বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়েও দ্রুত।[৩৫৮]

কেউ কেউ বলেছেন, সেই শহরটি হলো বাগদাদ।

♣ ♣ ♣

দাজ্জালের আগমন

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে মুক্ত রাখা হবে।[৩৫৯]

কোনো কোনো বর্ণনায় সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াতের কথা আছে।

হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَلدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ.

দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা, ফণাতোলা চুল হবে (চুল বেশি হওয়ার কারণে এমন মনে হবে), তার সঙ্গে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তবে তার জাহান্নাম প্রকৃত জান্নাত এবং তার জান্নাত হলো প্রকৃত জাহান্নাম।[৩৬০]

---

[৩৫৮] *তাফসিরে কুরতুবি*, খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২।
[৩৫৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৮, হাদিস : ১৩৪২।

হজরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আমি খুব ভালোভাবে জানি যে, দাজ্জালের সঙ্গে কী আছে! তার সঙ্গে থাকবে প্রবহমান দুটি নদী, একটি দেখতে হবে সাদা পানি, আরেকটি দেখতে হবে জ্বলন্ত আগুন। যদি কেউ দাজ্জালকে পেয়ে যায়, তাহলে সে যেন ওই নদীতে যায় যেখানে আগুন দেখবে। তারপর চোখ বন্ধ করে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পানি পান করবে। কারণ, সেটা হবে প্রকৃত শীতল পানি। দাজ্জালের একচোখ হবে মিশানো, যার ওপর থাকবে মোটা চামড়া তার দুই চোখের মাঝামাঝি অংশে লেখা থাকবে 'كَافِرٌ-কাফির'। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রতিটি মুমিন তা পড়তে পারবে।'[৩৬১]

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'দাজ্জাল পাশ্চাত্যের খোরাসান থেকে বের হবে। অনেকেই তার অনুসারী হবে। তার চেহারা হবে পেটানো ঢালের মতো।'[৩৬২]

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল সম্পর্কে বলছিলাম, তবে আশঙ্কা করছিলাম যে, তোমরা হয়তো বুঝবে না। মনে রেখো, দাজ্জাল হবে খাটো, অহংকারী, বাঁকা কানা চোখবিশিষ্ট, চোখ হবে মিশানো-সমান, উঁচুও হবে না, আবার গভীরও হবে না। যদি তার ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হও, তবে মনে রেখো, তোমাদের রব কানা নন।'[৩৬৩]

জ্ঞাতব্য: নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে দাজ্জালের পরিচয়, বিবরণ ও গুণাগুণ বলে দিয়েছেন যে, এরপর তাকে নিয়ে আর কোনো সংশয় থাকার অবকাশ নেই। তবে তার সমস্ত গুণই নিন্দিত। সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী প্রত্যেকের কাছেই যা স্পষ্ট। কিন্তু যার কপালে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, সে দাজ্জালের অনুসারী হবে, মিথ্যা ও নির্বুদ্ধিতায় তার অনুগামী হবে এবং সত্যের অনুসরণ ও তিলাওয়াতের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত হবে। তো হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'নিশ্চয় দাজ্জাল কানা, কিন্তু তোমাদের রব কানা নন'-এটি সেসকল মানুষের জন্য সতর্কবাণী-যাদের বুদ্ধি কম, উদাসীন। যেন তারা খুব ভালোভাবে এ-কথা বুঝে নেয়, যে ব্যক্তি নিজেই অসম্পূর্ণ, নিজের সমস্যাই যে সমাধান করতে পারে না, সে কোনোভাবেই ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, সে অক্ষম, দুর্বল। আর যে ব্যক্তি নিজের

---

[৩৬০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬১, হাদিস : ৫২২২।
[৩৬১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬২, হাদিস : ৫২২৩।
[৩৬২] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৮৫, হাদিস : ২১৬৩।
[৩৬৩] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৯৮, হাদিস : ৩৭৬৩।

অসম্পূর্ণতা ও সমস্যা দূর করতে অক্ষম, সে অবশ্যই অন্যের উপকার করতে এবং অন্যের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে আরও বেশি অক্ষম।

যে শহরে দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.

দাজ্জাল মক্কা ও মদিনা ছাড়া প্রতিটি শহরেই প্রবেশ করবে।[৩৬৪]

অন্য বর্ণনায় আছে—'আমি মক্কা ও পবিত্র নগরী ছাড়া প্রতিটা জনপদেই প্রবেশ করব এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেগুলোকে পদানত করব। আর এই দুটি নগরী আমার জন্য হারাম।'[৩৬৫]

দাজ্জাল বের হওয়ার কারণ এবং ফিতনার আস্ফালন

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ

'হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি এবং কিয়ামতের মাঝে দাজ্জালের চেয়ে বড় আর কোনো সৃষ্টি নেই।'[৩৬৬]

তামিম আদ-দারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমরা দ্রুত চলতে লাগলাম এবং একপর্যায়ে একটি গির্জায় প্রবেশ করলাম। হঠাৎ সেখানে (প্রস্থভাবে, লম্বার দিক থেকে নয়) বিশালাকারের একটি মানুষ দেখলাম, যাকে শক্তভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে।'[৩৬৭]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মদিনার কোনো এক রাস্তায় ইবনুস সাইয়্যাদের সঙ্গে মিলিত হলে ইবনু উমর তাকে কিছু কথা বলেন, যার ফলে সে রাগে

[৩৬৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩৯, হাদিস : ১৭৪৮; *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদিস : ৫২৩৬।

[৩৬৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৮, হাদিস : ৫২৩৫।

[৩৬৬] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৮৩, হাদিস : ৫২৩৯।

[৩৬৭] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৮৭, হাদিস : ৫২৩৫।

ফুলতে থাকে; সে এমন ফুলল যে, পুরো গলি যেন পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হজরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর কাছে গেলেন। তিনি ইবনু উমরের বিষয়টি আগেই জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি ইবনু উমরকে বললেন—

رَحِمَكَ اللهُ مَا أَرَدْتَ مِنْ ابْنِ صَائِدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا .

আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি ইবনুস সাইয়্যাদের কাছে কী ইচ্ছা করেছিলে? তুমি কি জানো না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, সে (দাজ্জাল) তো রাগ করেই বের হবে।[৩৬৮]

♣ ♣ ♣

ইসা আলাইহিস সালাম

ইতিপূর্বে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসের আলোকে আলোচনা করে এসেছি যে, দাজ্জালের হাতে জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিই থাকবে। তবে তার জান্নাত হবে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম এবং তার জাহান্নাম হবে প্রকৃতপক্ষে জান্নাত।

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ .

যে ব্যক্তি দাজ্জালের কথা শুনবে সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর কসম, একজন মানুষ নিজেকে মুমিন ভেবে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার অন্তরে থাকা সংশয়ের কারণে বা দাজ্জালের কারণে উদ্ভূত সংশয়ের কারণে সে দাজ্জালের অনুসারী হয়ে যাবে।[৩৬৯]

---

[৩৬৮] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৪, হাদিস : ৫২১৬।
[৩৬৯] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৯৭, হাদিস : ৩৭৬২।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—দাজ্জাল বের হওয়ার পর একজন মুমিন তার দিকে এগিয়ে যাবে। তখন দাজ্জালের সাঙ্গ-পাঙ্গরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানতে চাইবে, তুমি কোথায় যাবে? মুমিন লোকটি বলবে, আবির্ভূত ওই লোকটির কাছে যাব। তারা বলবে, তুমি কি আমাদের রবের (দাজ্জালের) প্রতি ঈমান আনবে না? মুমিন লোকটি বলবে, আমাদের রবের (আল্লাহর) প্রতি অভিমান নেই তো! তারা বলবে, ওকে হত্যা করো। তখন তারাই পরস্পরে বলাবলি করবে, তোমাদের রব (দাজ্জাল) কি তোমাদেরকে তার অনুপস্থিতিতে কাউকে হত্যা করতে বারণ করেনি? বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তারা দাজ্জালের কাছে যাবে। মুমিন ব্যক্তি তাকে দেখেই বলতে আরম্ভ করবে, হে লোক সকল! এটাই সেই দাজ্জাল, যার কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন দাজ্জালের নির্দেশে দরজা বন্ধ করা হবে। এবার দাজ্জাল বলবে, তাকে ধরে আঘাত করো। সুতরাং প্রহার করে তার পেট ও পিঠ লম্বা করে ফেলা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন দাজ্জাল বলবে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, তুই-ই তো প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং দাজ্জালের নির্দেশে করাত দিয়ে তার শরীরে জোড়ার স্থান থেকে ফাঁড়া শুরু করবে এবং তার দুই পা'কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর দাজ্জাল নিহত মুমিন ব্যক্তির শরীরের দুই টুকরোর মাঝখান দিয়ে যাবে এবং বলবে, দাঁড়িয়ে যা। সুতরাং মুমিন ব্যক্তির লাশ জিন্দা হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। তখন দাজ্জাল বলবে, এবার কি আমার প্রতি ঈমান আনবে? মুমিন ব্যক্তি জবাব দেবে, তোর ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুমিন ব্যক্তি বলবে, হে লোক সকল! দাজ্জাল আমার পরে আর কারও সঙ্গে এরূপ করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং দাজ্জাল জবাই করার জন্য মুমিন ব্যক্তিকে ধরবে এবং গর্দান ও গলার মাঝে আঘাত করতে থাকবে, কিন্তু তার কিছুই করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং দাজ্জাল তার দুই হাত ও দুই পা ধরে নিক্ষেপ করবে। লোকজন মনে করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে জান্নাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাব্বুল আলামিনের কাছে এই মুমিন ব্যক্তিটি হবে সবচেয়ে মর্যাদাবান শহিদ।[৩৭০]

অন্য বর্ণনায় আছে—

[৩৭০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭০, হাদিস : ৫২৩০।

'দাজ্জাল আসবে, তবে তার জন্য মদিনায় প্রবেশ হারাম। যার কারণে মদিনার সঙ্গে সংযুক্ত কিছু বিরান ভূমিতে যাবে। সুতরাং উত্তম একজন মানুষ তার কাছে এসে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুই সেই দাজ্জাল, যার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তখন দাজ্জাল বলবে, আমি যদি তাকে হত্যা করি, তাহলে তোমরা কি এ-বিষয়ে সন্দেহ করবে? তারা বলবে, না। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং তাকে হত্যা করবে, তারপর জীবিত করবে। জীবিত করার সঙ্গেই মুমিন ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর কসম! এখন তোর ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আরও শক্তিশালী হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, দাজ্জাল আবার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে, কিন্তু সেই সুযোগ তাকে দেওয়া হবে না।'[৩৭১]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মক্কা ও মদিনা ছাড়া দাজ্জাল প্রতিটি শহরেই প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদিনার প্রতিটি গলিতে ফিরিশতা সারিবদ্ধভাবে পাহারা দেবে। একপর্যায়ে গভীরনিদ্রা নেমে আসবে। তারপর মদিনা তাদের অধিবাসীদেরসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। যার ফলে প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক সেখান থেকে বের হয়ে দাজ্জালের কাছে যাবে।[৩৭২]

নাওয়াস ইবনু সামআন আল-কিলাবি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেছেন, দাজ্জাল সকালবেলা আসবে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তুচ্ছতা বর্ণনা করলেন, আবার তার ফিতনার ভয়াবহতা এমনভাবে আলোচনা করলেন যে, আমরা মনে করলাম দাজ্জাল কোনো খেজুরের বাগানে ওত পেতে রয়েছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের ওপর দাজ্জালের চেয়েও অন্য একটি বিষয়কে বেশি ভয় করছি। যদি আমার জীবদ্দশায় দাজ্জাল বের হয়, তাহলে তোমাদের পক্ষে আমিই তার মোকাবিলা করব। আর যদি আমার অবর্তমানে বের হয়, তাহলে প্রতিটি মানুষ নিজেই তার মোকাবিলা করবে, আর আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি হবেন। দাজ্জাল হবে দামড়া যুবক, তার চোখ হবে স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন-বাঁকা। আমার কাছে মনে হয় সে হবে আবদুল উজ্জা ইবনু কাতানের মতো। তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাকে পাবে, সে যেন তার ওপর সুরা কাহাফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলো পড়ে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মাঝে এক প্রশস্ত পথে বের হবে। তারপর সে ডানে বামে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, অবিচল থেকো! আমরা বললাম, হে আল্লাহর

---

[৩৭১] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ৫২২৯।
[৩৭২] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৭৯, হাদিস : ৫২৩৬।

রাসুল, সে পৃথিবীতে কতদিন থাকবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশ দিন। প্রথম দিন হবে বছরের মতো, দ্বিতীয় দিন হবে মাসের মতো, তৃতীয় দিন হবে সপ্তাহের মতো এবং অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের দিনগুলোর মতো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, যে দিনটি হবে এক বছরের সমান, আমরা কি সেদিনে এক দিনের নামাজের ওপরেই ক্ষান্ত করব? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং তোমরা প্রতিদিনের সময় নির্ধারণ করে নেবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, জমিনের তার চলার গতি কেমন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বাতাসে চলমান মেঘের মতো। সে একটি কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের দিকে ডাকবে। সুতরাং তারা তাকে বিশ্বাস করবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। ফলে সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ হবে, জমিন ফসল উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যাবেলায়ই পূর্বের চেয়ে লম্বা লম্বা জোয়ার (গমের একটি প্রজাতি) সৃষ্টি হবে, শীষ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ফসলের কাণ্ডগুলো লম্বা লম্বা হবে।

তারপর দাজ্জাল আরেকটি কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের দাসত্বের দিকে ডাকবে। কিন্তু তারা দাজ্জালের কথা প্রত্যাখ্যান করবে। সুতরাং সে সেখান থেকে চলে যাবে। পরে তারা অর্থহীনভাবে রিক্ত হস্তে উদাস হয়ে পড়বে। দাজ্জাল বিধ্বস্ত জমিনে চলবে আর জমিনকে লক্ষ্য করে বলবে, তোর খনিজ সম্পদগুলো বের করে দে। সুতরাং জমিনের খনিগুলো মৌমাছির ঝাঁকের মতো দাজ্জালের পিছু পিছু চলতে থাকবে।

তারপর টগবগে একজন যুবককে ডেকে তলোয়ারের আঘাতে দু টুকরো করে বর্শা পরিমাণ দূরে দূরে রাখবে। তারপর দাজ্জাল সেই নিহত যুবককে ডাকবে। ফলে যুবক উৎফুল্ল চেহারায় হাসতে হাসতে সামনে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলা হজরত ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। তিনি গোলাপ ও জাফরান দ্বারা রাঙানো কাপড় পরিহিত থাকবেন। দুজন ফিরিশতার কাঁধে ভর করে অবতরণ করবেন। তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়বে। যখন তিনি মাথা উঁচু করবেন, মনে হবে মুক্তার মতো পানির ফোঁটাগুলো ঝরতে থাকবে। কাফির মাত্রই তার নিঃশ্বাসের আঘাতে মারা যাবে। হজরত ইসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টি যতদূর পৌঁছবে, তার নিশ্বাসও ততদূর পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুল-লুদে গিয়ে পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।

এরপর একটি কওম হজরত ইসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে- যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জাল থেকে হিফাজত করেছেন। ইসা আলাইহিস সালাম তাদের চেহারাগুলোয় আলতো ছোঁয়া দেবেন এবং তাদের সঙ্গে জান্নাতের তাদের মর্যাদা

সম্পর্কে কথাবার্তা বলবেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলা হজরত ইসা আলাইহিস সালামের কাছে ইলহাম প্রেরণ করবেন, আমার এমন কিছু বান্দাকে আমি বের করেছি, যুদ্ধে যারা তাদের দুটি হাত হারিয়েছে। তুমি আমার বান্দাদেরকে জমায়েত করে তুর পাহাড়ে আরোহণ করো। এরপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজকে পাঠাবেন। তারা চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়বে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়া সমুদ্র অতিক্রম করবে এবং তার সমস্ত পানি খেয়ে ফেলবে। পরবর্তী দল এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় বলবে, এখানে কি কখনো পানি ছিল? তারপর হজরত ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সাথিদেরকে অবরোধ করা হবে। ইয়াজুজ-মাজুজদের কাছে মহিষের মাথা সেদিন একশ দিনার (খাবারের প্রয়োজন ও লোভের কারণে) অপেক্ষা উত্তম হবে। তখন হজরত ইসা এবং তার সাথিরা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা প্রেরণ করবেন। সুতরাং তারা (একসঙ্গে) একটি প্রাণের মতো মারা যাবে।

তারপর আল্লাহর নবি হজরত ইসা আলাইহিস সালাম তার সাথিদেরকে নিয়ে নিচে নেমে আসবেন। কিন্তু এসে দেখবেন যে, গোটা দুনিয়া ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশের ভীড়ে ভরে গেছে, এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নেই। তখন ইসা আলাইহিস সালাম এবং তার সাথিরা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা উটের গলার মতো পাখি প্রেরণ করবেন। পাখিরা এসে ইয়াজুজ-মাজুজদের লাশগুলো উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকৃত স্থানে ফেলে দেবে। তারপর আল্লাহ তাআলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন-যা থেকে মাটির বা পশমের কোনো ঘরই বাদ পড়বে না। যার কারণে গোটা ভূমণ্ডল ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তারপর জমিনকে বলা হবে, তোমার ফল উদ্গত করো, তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। সেদিন একটি পরিবার একটি ডালিম থেকেই খেতে পারবে, তার খোসায় ছাতা বানাতে পারবে এবং দুধে বরকত দান করা হবে। এমনকি একটি উটের ওলান (দুধ) বিশাল একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে, একটি গাভীর দুধ একটি বংশের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি ছাগীর দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। এভাবেই তারা চলতে থাকবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলা পবিত্র বাতাস প্রেরণ করবে। সুতরাং সেই বাতাস তাদেরকে নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ও মুসলিমের প্রাণবায়ু বের করে নেবে।

বাকি থাকবে খারাপ মানুষগুলো। তারা গাধার মতো বিকট আওয়াজে চিল্লাচিল্লি আরম্ভ করবে। তাদের ওপরই কিয়ামত কায়িম হবে।[৩৭৩]

---

[৩৭৩] *সহিহ্ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৬৭, হাদিস : ৫২২৮।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

আল্লাহর কসম! মারইয়াম তনয় নীতিবান শাসক হয়ে অবতরণ করবেন। ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, কর মাওকুফ করবেন, উট ছেড়ে দেওয়া হবে, সেগুলো ধরার জন্য চেষ্টা করা হবে না, শত্রুতা, বিদ্বেষ এবং হিংসা দূর হবে, তারা সম্পদ প্রদান করার জন্য মানুষকে ডাকবে, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না।[৩৭৪]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا .

ওই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! মারইয়াম তনয় ইসা রাওহা নামক স্থানের প্রশস্ত অঞ্চল থেকে হজ বা উমরার জন্য বা উভয়টির জন্য হাদি (কুরবানির জন্তু) প্রেরণ করবেন।[৩৭৫]

ইবনুস সাইয়্যাদ-ই দাজ্জাল এবং তার নাম 'সাফ'

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি কসম খেয়ে বলতেন, ইবনুস সাইয়্যাদ-ই দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি ব্যাপারটিতে কসম খাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এ-বিষয়ে কসম খেতে দেখেছি, কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেননি।'[৩৭৬]

---

[৩৭৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯, হাদিস : ২২১।
[৩৭৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩১৯, হাদিস : ২১৯৬।
[৩৭৬] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫২, হাদিস : ৫২১৪।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

وَاللَّهِ مَا أَشُكُّ أَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ .

আল্লাহর কসম! আমি কোনো সন্দেহই করি না যে, ইবনুস সাইয়্যাদ-ই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। হাদিসটির সনদ সহিহ।[৩৭৭]

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উবাই ইবনু কাআব একটি খেজুর বাগানের দিকে গেলেন, যেখানে ইবনুস সাইয়্যাদ ছিল। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করে একটি খেজুর কাণ্ডের কাছে লুকাতে লাগলেন, যেন ইবনুস সাইয়্যাদের কথা শুনতে পারেন, ইবনুস সাইয়্যাদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেলেন, সে মখমলের একটি বিছানায় শুয়ে আছে। ইবনুস সাইয়্যাদের জন্য সেই বিছানায় গোপন কিছু শব্দ হচ্ছিল। ইবনুস সাইয়্যাদের মা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খেজুর কাণ্ডের পাশে লুকানো দেখতে পেয়ে ইবনুস সাইয়্যাদকে বলল, হে সাফ, এটা ইবনুস সাইয়্যাদের নাম; ওই যে মুহাম্মদ! সুতরাং ইবনুস সাইয়্যাদ শোয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তার মা কিছু না বলত, তাহলে বিছানা সব বলে দিত।"[৩৭৮]

অন্য বর্ণনায় আছে—'তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোর জন্য লুকিয়েছি। ইবনুস সাইয়্যাদ বলল, সেটা তো ধোঁয়া (লুকিয়ে লাভ কী? আমি তো দেখতে পারি)। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুই ধ্বংস হ। তুই তো নিজের ভাগ্যকে কখনো লঙ্ঘন করতে পারবি না। তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে-ই হয়, তাহলে তোমাকে তার জন্য নিযুক্ত করা হয়নি। আর যদি সে না হয়, তাহলে তাকে হত্যার মাঝে তোমার কল্যাণ নেই।'[৩৭৯]

[৩৭৭] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪০৬, হাদিস : ৩৭৬৯।
[৩৭৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৩, হাদিস : ৫২১৫।
[৩৭৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৫৩, হাদিস : ৫২১৫।

দাব্বাতুল আরদ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ .

> যখন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী (দাব্বাতুল আরদ) বের করব, যে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। [সুরা নমল, আয়াত : ৮২]

ব্যাখ্যা: 'যখন তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে' কথাটির মর্মার্থ সম্পর্কে উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন, যখন তাদের শাস্তির ফায়সালা চূড়ান্ত হবে, তখন তাদেরকে নাফরমানি, পাপাচার, সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে উপেক্ষা করার ওপর জমাট করে দেবেন। তাদেরকে তাদের পিছুটানের ওপর, তার নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার ওপর এবং গুনাহের শেষ পর্যন্ত গমন করার ছেড়ে দেবেন। এমনকি তখন নসিহত তার কোনো উপকারে আসবে না এবং কোনো উপদেশ তাকে তার অবাধ্যতা থেকে ফেরাতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন তাদের অবস্থা এ-পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, সে সময়টার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ .

> তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী (দাব্বাতুল আরদ) বের করব, যে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। [সুরা নমল, আয়াত : ৮২]

অর্থাৎ এমন প্রাণী—যে হবে বুঝমান, কথা বলতে পারবে। আর এটা এজন্য যে, মানুষ যেন বুঝতে পারে এটা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন। কারণ, স্বাভাবিকভাবে প্রাণীরা কথা বলতে পারে না এবং তাদের জ্ঞান থাকে না।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

যখন তিনটি বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, তখন যদি পূর্ব থেকেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে এবং ঈমানদার অবস্থায় কোনো নেককাজ না করে থাকে, তাহলে নতুন ঈমান কোনো মানুষের উপকারে আসবে না। বিষয় তিনটি হলো—পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জাল এবং দাব্বাতুল আরদ। [৩৮০]

সাফওয়ান ইবনু আসাল আল-মুরাদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ.

পশ্চিম দিকে তাওবার জন্য একটি দরজা উন্মুক্ত রয়েছে—যার পরিধি সত্তর বছরের পথের দূরত্বসম। সেদিক থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।[৩৮১]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হলে কোনো ব্যক্তিরই নতুন ঈমান গৃহীত না হওয়ার কারণ হলো—তাদের হৃদয়ে প্রচণ্ড আতঙ্ক ঢুকে পড়বে, যা তাদেরকে সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে জমাট বানিয়ে ফেলবে এবং শরীরের সর্বপ্রকার শক্তি তার অস্তিত্ব হারাবে। যার কারণে কিয়ামতের নৈকট্যের ইস্পাতদৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিটি মানুষের অবস্থা এমন হবে, ঠিক যেমন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে হয়ে থাকে; যখন তার হৃদয়ে কোনো প্রকার পাপের প্রতিই আকর্ষণ থাকে না, শরীর অথর্ব হয়ে পড়ে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি কেউ তাওবা করে, তাহলে তার তাওবা কবুল করা হবে না, ঠিক যেমন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির তাওবা কবুল করা হয় না।

---

[৩৮০] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, হাদিস : ২২৭।

[৩৮১] *সুনানুদ-দারাকুতনি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৬, হাদিস : ৭৭৬। ইমাম তিরমিজি রহ. কিছুটা ভিন্নভাবে হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন—হাদিসটি হাসান সহিহ।

কিয়ামতের আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা

প্রথম আলামতটি নিয়ে বর্ণনার বিভিন্নতা—তো একটি বর্ণনায় আছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ই প্রথম আলামত। যেমনটি এই অধ্যায়ে বর্ণিত *সহিহু মুসলিম* গ্রন্থের হাদিস থেকে প্রমাণিত। কেউ কেউ বলেছেন, দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশ হবে প্রথম। তবে দুই মতের মাঝে এই মতটিই অধিকতর প্রণিধানযোগ্য এবং বিশুদ্ধ। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ .

> সে (দাজ্জাল) অবশ্যই তোমাদের মাঝে বের হবে।' (এটুকু সুদীর্ঘ একটি হাদিসের অংশবিশেষ।)[৩৮২]

তো যদি দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশের পূর্বেই সূর্যোদয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে ইসা আলাইহিস সালামের সময়ে ইহুদিদের ঈমান তাদের উপকারে আসবে না। আর যদি সেসময়ের ঈমান তাদের উপকারে না আসে, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা দ্বীন একটি হবে না (অথচ ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণ করে এই দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করার বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত।)

এ-বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা হয়েছে (সুদীর্ঘ মূল গ্রন্থে। নতুবা সংক্ষেপিত এই গ্রন্থে এ-বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়নি।) প্রাথমিক পর্যায়ের আলামতগুলোর মধ্য হতে ভূমিধসগুলো অন্যতম। তারপর যখন হজরত ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন, তখন তিনি হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করবেন। হজ পালন করার পর তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত করার জন্য মদিনার পথে যাত্রা করবেন। যখন তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে পৌঁছবেন, তখন আল্লাহ তাআলা তার কাছে সুঘ্রাণযুক্ত বাতাস প্রেরণ করবেন। এর মাধ্যমেই তখন হজরত ইসা আলাইহিস সালামের এবং তার মুমিন সাথিদের প্রাণ তুলে নেওয়া হবে। ইসা আলাইহিস সালাম মারা যাবেন এবং তাকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার পার্শ্বের রওজায় দাফন করা হবে।

---

[৩৮২] *সুনানু ইবনু মাজাহ,* খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৯৪, হাদিস : ৪০৬৭।

তারপর মানুষ দিগভ্রান্ত ও মাতাল হয়ে পড়বে। অধিকাংশ মুসলিম কুফরি ও গোমরাহির দিকে ফিরে যাবে। কাফিররা মুসলিমদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। ঠিক এই সময়ে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তখনই মানুষের হৃদয় ও লিখিত কপি থেকে কুরআন কারিম উঠিয়ে নেওয়া হবে। তারপর হাবশিরা বাইতুল্লাহয় এসে তার পাথর ভেঙে ফেলবে এবং পাথরগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর দাব্বাতুল আরদ বের হয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। তারপর আকাশ ও জমিনের মাঝে ধোঁয়ায় ভরে যাবে।

মুমিনদের ঠান্ডা জাতীয় এক প্রকার রোগ হবে, আর কাফির ও পাপাচারীদের নাকের মধ্যে ঠান্ডা প্রবেশ করে তাদের কানগুলোকেও ছিদ্র করবে এবং তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে কষ্টদায়ক করে দেবে। তারপর আল্লাহ দক্ষিণে ইয়ামানের দিক থেকে একটি বাতাস পাঠাবেন। যার স্পর্শ হবে রেশমের মতো এবং সুঘ্রাণ হবে মিশকের মতো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিন নর-নারীর রুহ কবজ করবেন।

খারাপ মানুষগুলো বেঁচে থাকবে। পুরুষেরা নারীর দ্বারা এবং নারীরা পুরুষদের দ্বারা তৃপ্ত হবে না। তারপর আল্লাহ তাআলা একটি ঝঞ্ঝা বাতাস প্রেরণ করবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন।

এভাবেই কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম কিয়ামতের আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন। তবে এর মাঝে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে।

পৃথিবীতে যতক্ষণ আল্লাহ–আল্লাহ বলা হবে ততক্ষণ কিয়ামত হবে না

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللّٰهُ اللّٰهُ .

যতক্ষণ পৃথিবীতে আল্লাহ-আল্লাহ বলা বন্ধ না হবে, ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না। [৩৮৩]

অন্য বর্ণনায় আছে—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللّٰهُ اللّٰهُ .

[৩৮৩] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৪, হাদিস : ২১১।

যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি আল্লাহু-আল্লাহু বলবে, ততক্ষণ তার ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[৩৮৪]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, হাদিসটির দুটি মর্ম হতে পারে। আল্লাহু পড়লে মর্ম হবে, তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। আল্লাহ পড়লে মর্ম হবে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করার আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ যতক্ষণ কেউ বলবে, 'আল্লাহকে ভয় করো' ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়িম হবে না।

কার ওপর কিয়ামত কায়িম হবে

আবদুর রহমান ইবনু শামাসা আল-মিহরি বলেন, আমি মাসলামা ইবনু মুখাল্লাদের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম এবং তার কাছে ছিলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু। হজরত আবদুল্লাহ বললেন, খারাপ মানুষদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারা জাহালাতের যুগের মানুষের চেয়েও বেশি খারাপ হবে। তারা আল্লাহর কাছে যেকোনো দুআ করলেই আল্লাহ তাআলা তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এমন আলোচনা চলা অবস্থাতেই হজরত উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু আগমন করলেন। তখন ইবনু শামাসা তাকে বললেন, হে উকবা শুনুন আবদুল্লাহ কী বলছেন!? উকবা জবাব দিলেন—তিনিই ভালো জানেন। আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ .

আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর নির্দেশ অনুপাতে যুদ্ধ করতেই থাকবে, শত্রুদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ-অবস্থাতেই তাদের ওপর কিয়ামত আপতিত হবে।'তখন আবদুল্লাহ বললেন—হাঁ, (আপনার কথা ঠিক আছে। তবে) তারপর আল্লাহ তাআলা মিশকের সুঘ্রাণযুক্ত একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যার স্পর্শ হবে রেশমের মতো। এই বাতাসটি দানা পরিমাণ ঈমানদার ব্যক্তির রুহকে কবজ করবে। তারপর কেবল খারাপ মানুষগুলো বেঁচে থাকবে, তাদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৩৮৫]

---

[৩৮৪] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৪, হাদিস : ২১২।
[৩৮৫] *সহিহু মুসলিম*, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪২, হাদিস : ৩৫৫০।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'কিয়ামত সংঘটিত হবে অনিষ্টকর মানুষগুলোর ওপর—যারা কোনো ভালো কাজ করত না এবং গর্হিত কাজ পরিহার করত না। তারা এমনভাবে চিৎকার করবে—ঠিক যেভাবে চতুষ্পদ জন্তু রাস্তায় চিৎকার করে।'[৩৮৬]

আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যতক্ষণ লাত ও উজ্জার পূজা না করা হবে, ততক্ষণ রাত ও দিন বন্ধ হবে না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো বিশ্বাস করি—আল্লাহ তাআলা যে অবতীর্ণ করেছেন—

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

> যে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন সমস্ত ধর্মের ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। [সুরা তাওবা, আয়াত : ৩৩]

এই ঘোষণাটা (কিয়ামত পর্যন্ত) পূর্ণ সময়ের জন্য! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান সেভাবেই এর বাস্তবায়ন হবে। তারপর আল্লাহ পবিত্র একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। যাতে শস্যদানা পরিমাণ ইমানের অধিকারী প্রতিটি মুমিনই মৃত্যুবরণ করবে। কেবল সেসব লোকই জীবিত থাকবে—যাদের মাঝে কল্যাণকর কিছু নেই, তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের (প্রতিমাপূজারিদের) ধর্মের দিকে ফিরে যাবে।'[৩৮৭]

মহান আল্লাহর কাছে, আরশে আজিমের রবের কাছে আমরা আবেদন করছি—তিনি যেন আমাদেরকে মুসলিম করে মৃত্যু দেন, আমাদেরকে শুহাদায়ে কিরাম ও সালিহিনদের সঙ্গে মিলিত করেন, আমাদেরকে সফল মুত্তাকি বান্দাদের সঙ্গে শামিল করেন, আমি যা লেখেছি—সেগুলোকে যেন তাঁর দয়া ও করুণায় একান্তভাবে তাঁর জন্যই গ্রহণ করেন, তার দ্বারা আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতাকে উপকৃত করেন, ক্ষমা করেন এই গ্রন্থের লেখককে, তার মাতা-পিতাকে এবং সমস্ত মুসলিমকে। আমি ইয়া রব্বাল আলামিন।!

---

[৩৮৬] *আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৩, হাদিস : ৮৫০৬।
[৩৮৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৫১৭৪।

تم الكتاب و ربنا محمود   وله المكارم والعلا والجود

وعلي النبي محمد صلواته   ما ناح قمري و أورق عود

পূর্ণ হলো কিতাব, নন্দিত মোর রব,

মর্যাদা, উচ্চতা, দানশীলতা তাঁর জন্যই সব।

নবি মুহাম্মাদের প্রতি নাজিল হোক তাঁর রহমত,

যতদিন ঘুঘু ডাকবে এবং পাতা গজাবে কাষ্ঠ উদ।

সমাপ্ত

'ছলনাসুন্দর'পৃথিবীটাকে মানুষ কত সুন্দরভাবেই-না সাজায়! সেই স্বপ্নসজ্জিত পৃথিবীটা ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয় একদিন। চলে যায় সবাই। তাতে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই, প্রভাব নেই। মৃত্যুর যাত্রা মানুষের অগস্ত্যযাত্রা নয়, বরং চিরায়ত অভ্যস্ত-যাত্রা। সুন্দর-সুরম্য চেনা গন্তব্যের দিকে নিশ্চিত যাত্রাই মৃত্যু। অথচ কিছু মানুষ সে নামটি শুনলেই চমকে উঠে, সচকিত হয়।

যখন সূর্য অস্তাচলে যায় কিংবা চাঁদ ডুবে, তখন মনে হয়, এখানেই বুঝি শেষ। কিন্তু না। এই তো সূর্য উঠছে, ফুটছে সুন্দর প্রভাত। যদি জানতাম মৃত্যু বলে কিছু নেই, তাহলে পৃথিবীটা এত সুন্দর লাগত না আমাদের। মৃত্যু পবিত্র একটা বিষয়, বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হয়ে স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার একটা সুন্দর পদ্ধতি। অন্যভুবনে পৌঁছানোর বিরতিতে একটা দীর্ঘ ঘুমের বিশ্রাম। আল্লাহ যেন আমাদের মৃত্যুকে এমনই করেন!

সুন্দর মৃত্যু চায় সকলেই। সুন্দর মৃত্যু মানেই অনন্ত সুখের পথে অভিসার, চিরশান্তির অন্তহীন বিস্তার। মৃত্যুটা এমন না হয়ে উল্টো হলেই সর্বনাশ! আল্লাহ যেন আমাদের হিফাজত করেন!

কবর-জগতের কথা ভাবতেই কেউ শিউরে উঠে, কেউ আবার শিহরিত হয়। তারপর সবাইকে দাঁড় হতে হবে আলো-অনাবিল কিংবা সূর্যদগ্ধ বিশাল প্রান্তরে—হাশর। বহু বিষণ্ণতার পালা পেরিয়ে অপেক্ষা করতে হবে চূড়ান্ত কুদরতি সিদ্ধান্তের। সেই সিদ্ধান্তনামায় লেখা থাকবে—জান্নাত বা জাহান্নাম।

এরকম আরও কতকিছুই যে জানতে হয় একজন মুমিনকে। সেই জানবার নন্দিত পাঠশালায় যুক্ত হলো—'মৃত্যুর ওপারে : অনন্তের পথে'। আমাদের অনন্ত পথের যাত্রা আর শেষ ঠিকানা হোক বর্ণাঢ্য ও স্বর্গীয় স্বপ্নময়।